PRINTED BY K. L. SEAL, AT THE
"PONCHANON PRESS"
25/3 Taruck Chatterjee Lane,
CALCUTTA.

দর্পহারী
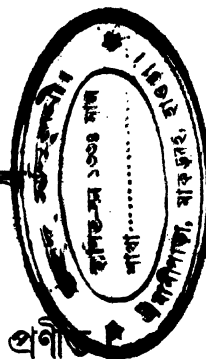
(পৌরাণিক নাটক)

সাহিত্যরত্নোপাধিক
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "বাসন্তী-অপেরায়"
সুখ্যাতির সহিত অভিনীত।

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৫০ সাল।

[মূল্য ১৸০ সাত সিকা।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বাসন-ব্যবসায়ী

—আমার সহপাঠী—

শ্রীযুক্ত প্রভাপদ দে, বি, এস্, সি,

বন্ধুবরের করকমলে

প্রিয় প্রভাপদ !

অতীতের স্মৃতি সম্বন্ধ নিয়ে তুমি যে আজ আমার এত আপনার হ'য়ে দাঁড়াবে, তা আমি কল্পনায় আন্‌তে পারি নি। এই দীর্ঘ ব্যবধানের পথে এসে আজও তোমার সহপাঠীকে তুমি যে ভুল্‌তে পারো নি, এও ধারণাতীত। পাঠ্য-জীবনের পথে অনেকেই বন্ধু পাওয়া যায়, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালে কেউ কাউকে চিন্‌তে পারে না আর মনেও রাখে না; কিন্তু তুমি মনে ক'রে রেখেছ তোমার সহপাঠীকে এবং তাকে যেটুকু পূর্ব্বের মত ভালবাসা দিয়েছ, তার বিনিময় আমি সারা-জীবনেও দিতে পার্‌বো না। তবে তার যৎকিঞ্চিৎ আমার এই "**দর্পহারী**" নাটকখানি তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি, তুমি এই নিয়েই সন্তুষ্ট হও; তোমার স্বার্থবিহীন অকৃত্রিম ভালবাসা পেতে আমি যেন কোন দিন বঞ্চিত না হই। ইতি—

সাং পাকড়ি,
হুগলি।

তোমার সহপাঠী—

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

কুশীলবগণ।

—পুরুষ—

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন।

শিশুপাল	...	...	চেদীশ্বর।
বলবন্ত	...	...	ঐ সেনাপতি।
মাধবাচার্য্য	...	...	চেদীরাজ্যবাসী ব্রাহ্মণ।
দেবদত্ত	...	...	ঐ ভ্রাতা।
শান্তিরাম	...	...	দেবদত্তের পুত্র।
সত্যরাম	...	...	মাধবের শিষ্য।
কল্পতরু	...	...	রাজবয়স্য।
পঞ্চানন্দ	...	...	ঐ পুত্র।
দেবানন্দ	...	...	সাধক।
কমল ও ভ্রমর	...	...	উচ্ছৃঙ্খল যুবকদ্বয়।

মেধো, শিষ্যবালকগণ, নাগরিকগণ, বৈষ্ণব বালকগণ ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

যাদবী	...	...	শিশুপালের মাতা।
ভবানী	...	...	বলবন্তের মাতা।
করুণা	...	...	দেবদত্তের পত্নী।
সরসী	...	...	কল্পতরুর স্ত্রী।

কালরাত্রি, শিষ্যবালিকাগণ, বনবালাগণ, নাগরিকাগণ,

বৈষ্ণববালিকাগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক

রক্ত-তিলক

[নট্ট কোম্পানীর দলে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইতেছে।]

রাজা মদনপালদেবের বৌদ্ধধর্ম্মে অতিরিক্ত নিষ্ঠা, ধনঞ্জয়ের নৃশংসতা, তেজস্বী ব্রাহ্মণ সোমদেবের প্রতিজ্ঞাপালনে অসাধ্যসাধন, চিত্রপর্ণিকার কোমলতা, জাহ্নবীর অনলোদ্গীরণ, রাজা বিজয়সেন ও যুবরাজ বল্লালসেনের মহত্ত্ব—সবই আছে এই নাটকে, আরও আছে যুবরাজ অনঙ্গপালদেবের গৌরবময় চরিত্রের অভিব্যক্তি আর মায়া-কমলের বুকফাটা নিদারুণ পিপাসা। মূল্য ১৷৷০ সিকা।

দান-বীর

ব্রজেন্দ্রবাবুর কৃত—ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের অলৌকিক আত্মত্যাগ, শক্তির অপব্যবহারে ক্ষত্র-ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রের অধোগতি, রাণী শৈব্যার কুষ্ঠরোগীর দাসত্ব, সমরসিংহের আত্মদ্বন্দ্ব, কাবেরীর দুরাকাঙ্ক্ষা, মহাশ্মশানে চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্র। অল্প চরিত্রে অভিনয় হয়। মূল্য ১৷৷০ সিকা।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন পৌরাণিক নাটক

[বাসন্তী অপেরা কর্ত্তৃক মহাসমারোহে অভিনীত হইতেছে।]

পাপদলিতা ধরার উদ্ধারে ও সগর-সন্ততিগণের মুক্তিবিধানে পতিতপাবনী সুরধুনীর জন্ম ও ত্রিধারায় প্রবাহিত হওন—ভাগীরথ কর্ত্তৃক মর্ত্ত্যধামে গঙ্গা আনয়ন ও সগরবংশ উদ্ধার প্রভৃতি। একদিকে পাপের তাণ্ডবলীলা—সৃষ্টির ধ্বংসলীলা, অন্যদিকে পুণ্যের আলোক-বিকীরণ। মূল্য ১৷৷০ সিকা।

বিনয়বাবুর আর একখানি মর্ম্মস্পর্শী নূতন পৌরাণিক নাটক

গুরুদক্ষিণা

[ভুটুয়া নাট্য-সম্প্রদায়ে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত।]

অল্প লোকে ও অল্প পোষাকে সুন্দর অভিনীত হয়। মূল্য ১৷৷০ সিকা।

দর্পহারী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চেদিরাজ্য—নগরপথ।

গীতকণ্ঠে নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

নাগরিকগণ।— শান্তিপ্রদায়িনী বরাভয়দায়িনী,
শান্ত কোমল তনু জনমভূমি।
শ্যামশোভিত তরু অমল বিমল চারু,
নব দূর্ব্বাদল ঘন স্বরগ তুমি॥

নাগরিকাগণ।— মঞ্জুল ফুল হাসে রঙ্গে,
হেম শিশির স্নাত অঙ্গে,
চঞ্চল ছল ছল, বারিধি অবিরল,
ধৌত চরণতল দিবস যামি॥

নাগরিকগণ।— রবিব কিরণছটা অভিনব রূপ ঘটা,
হীরক বরণ সম নিন্দে শিরে,
গঙ্গা যমুনা আদি, কত শত নদ নদী,
অসীম শ্যামল বুক রয়েছে ঘিরে,

নাগরিকাগণ ।— মন্দ মধুর সুরে বাঁশী বাজে তব পুরে,
যেন মা সোহাগে ঘুমি চরণ চুমি ॥

নাগরিকগণ ।— হৃদয়ে দাও মা তুমি অপার ভক্তি,

নাগরিকাগণ ।— বাহুতে দাও মা তুমি অসীম শক্তি,

নাগরিকগণ ।— লক্ষ্যের ধ্বজা ধ'রে যাই যেন পরপারে,

নাগরিকাগণ ।— শান্তি মধুর করে দাও মা আশিস্ শিরে,
যেন মা তোমার বুকে আবেশে ঘুমি ॥

নাগরিকগণ ।— তোমার আশিস্ ঢালা আমাদের এ মনোপ্রাণ,
যেন গো তোমার তরে সহাসে করি মা দান,

নাগরিকাগণ ।— রক্ষি যেন গো তব গৌরব সুখ মান,
অযুত নিযুত তানে, ভক্তি জড়িত প্রাণে
(তব) রক্ত কমলপদে নমি মা নমি ॥

মাধবাচার্য্যের প্রবেশ।

মাধবাচার্য্য। আর তোমাদের সেই জন্মভূমি আজ অত্যাচারদর্পী অবিচারী নরপাংশুল দামোঘোষপুত্র মহারাজ শিশুপালের অত্যাচারে দলিতা—মূর্চ্ছিতা—ব্যথিতা! পার্‌বে? পার্‌বে কি ভাই সব মহান্ কর্ত্তব্যের অস্ত্র ধ'রে সেই প্রলয়-তুফানের মাঝখানে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে? (আর পার্‌বি কি মা তোরা মহাশক্তির অংশোদ্ভূতা সেই দৈত্যবিঘাতিনী ভীমা ভীষণা খড়গকরে অট্টহাস্যে দিগ্-দিগন্ত কাঁপিয়ে তুল্‌তে?) বল ভাই সব, বল মা তোরা, আমি আজ বড় আশা ক'রে এখানে ছুটে এসেছি। অনেক স্থানে অনেকের কাছে আর্ত্তকণ্ঠে বুকের ব্যথা জানিয়ে এলুম, কিন্তু সবাই সেই প্রবল প্রতাপান্বিত চেদি-

রাজের নাম শুনে আতঙ্কে কেঁপে উঠ্‌লো, আশ্রয় দিলে না—ভায়ের মুখপানে চাইলে না—ভায়ের ব্যথা বুঝ্‌লে না, উপেক্ষায় উড়িয়ে দিলে ভায়ের করুণ কাতর আবেদন। উত্তর দাও, পারবে কি সব সেই অধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অমর হ'তে ?

সকলে। পারবো—পারবো।

গীতকণ্ঠে দেবানন্দের প্রবেশ।

দেবানন্দ।—

গীত।

মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ সুরে, বাজ্‌ছে বাঁশী শোন্ না দূরে,
যা না ছুটে পুলকভরে অমর যদি চাস্ রে হ'তে।
হয় যদি জল রক্ত বুকের, সে তো রে ভাই অনেক সুখের,
আশিস্ পাবি যাবার পথে ॥
ভাই বোনের ওই চোখের জলে, কঠিন পাষাণ যাচ্ছে গ'লে,
তোরাই যে এই দেশের হাসি, দে না জীবন ভয় কি তাতে ॥

[প্রস্থান।

মাধবাচার্য্য। বল জয় জননী জন্মভূমির জয় !

সকলে। জয় জননী জন্মভূমির জয় !

মাধবাচার্য্য। এসো তবে ভাই ভগ্নী সব, পরীক্ষাক্ষেত্র ওই সম্মুখে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দেবদত্তের কুটীর।

করুণার হাত ধরিয়া শাণিত ছুরিকাহস্তে
দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। তুমি এইবার বুক পেতে দাঁড়াও করুণা! আমি এই শাণিত ছুরিখানা তোমার বুকে আমূল বিদ্ধ ক'রে দিই। আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখ্‌লুম, এ ছাড়া আর অন্য পথ নাই।

করুণা। ওগো, তুমি কি বল্‌ছো? তোমার কথায় যে আমার বড় ভয় হ'চ্ছে।

দেবদত্ত। কি করবে হতভাগিনী, তোমার অদৃষ্ট! যদি সেই সতী-স্মৃতির সজাগ মন্ত্রে জাগ্রত হ'য়ে এই নরক হ'তে পরিত্রাণ পেতে চাও, তা হ'লে চুপ ক'রে চোখ মুদে দাঁড়াও; একটী কথা বল্‌বে না—আমার মুখের দিকে চাইবে না—চোখের জল পর্য্যন্ত ফেল্‌বে না। আজ তোমার মহামুক্তি!

করুণা। আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে প্রভু! কেন আজ তোমার এ ভাবান্তর? কেন আজ তোমার এই রুদ্র করাল মূর্ত্তি?

দেবদত্ত। বুঝ্‌তে পারবে না—খুব জটিল রহস্যপূর্ণ। বেশ, কান পেতে শোন করুণা, ওই দূরে মেঘের কি গুরু গম্ভীর গর্জ্জন! ওই দেখ ঘোর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন প্রকৃতির শান্ত নীলাকাশ! আবার ওই

চেয়ে দেখ করুণা, অসীম সমুদ্রের কি উত্তাল তরঙ্গ! মরতে ভয় পাচ্ছ সতী? কিন্তু মরণ যে কত মধুময় কত শান্তিময়, তাও কি তুমি জান না দেবী? মরণের পারে নাই সংসারের দৈনন্দিন কর্ম্মের মাঝখানে অভাব-অভিযোগের দুর্জ্জয় কশাঘাত—হা-হুতাশ—আর্ত্তনাদ; আছে শুধু অনাবিল শান্তি-সুধাধারা—অমিয় হিল্লোল—নীরব আনন্দ! আর মরণের সে তীক্ষ্ণ লোলুপ দৃষ্টি থেকে কেউ কখনো নিস্তার পায় নি—পারে না; আজ না হয় কাল মরতেই হবে।

করুণা। তবে কি তুমি সত্য সত্যই আমায় হত্যা করবে?

দেবদত্ত। সত্যই তোমায় আজ হত্যা ক'রে দেবদত্ত এই প্রকৃতির বৈষম্য আচার, অবিচার, অত্যাচার সবগুলোর শেষ ক'রে দেবে। তুমি স্ত্রী, আমি স্বামী, স্বামীর কর্ত্তব্য স্ত্রীকে রক্ষা করা—পালন করা, আর স্ত্রীরও কর্ত্তব্য পতিসেবা, পতির জন্য জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া। জীবন বিসর্জ্জনের সে সন্ধিক্ষণ উপস্থিত; পারবে না জীবন দিতে পতির জন্য? পারবে না সতীত্বের প্রোজ্জ্বল আলোকমালায় উদ্ভাসিত হ'য়ে জগতে অমরত্বের কীর্ত্তি-কলাপ মাথায় তুলে নিতে?

করুণা। কেন পারবো না প্রভু? এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি, তুমি আমার বুকে ওই ছুরিখানা আমূল বসিয়ে দাও; আমি তোমার এই শত বাঞ্ছিত চরণ দু'টী দেখতে দেখতে মুক্তিস্নানের যাত্রিণী সাজি। তবে ছেলেটার জন্য—

দেবদত্ত। আবার সেই মায়াটাকে টেনে আনছো নারী? কে পুত্র, কিসের সম্বন্ধ? চোখ বুজলে কেউ কারু নয়। পৃথিবী একটা গোলকধাঁধা; আর ওই ধাঁধায় প'ড়ে সংসারটা কেমন ছুটোছুটী করছে!

অথচ সব ফক্কিকার—ছায়া-বাজি ! ছায়ার পেছু পেছু মায়ার জাল নিয়ে ছুট্‌ছে তাকে ধর্‌তে।

করুণা। ওগো, সবই জানি ; কিন্তু আমি যে মা ! আমার সেই দুঃসহ বেদনার অফুরন্ত হাসির স্বপ্ন পুত্রকে ভুলে কোথাও গিয়ে যে শান্তি পাবো না। আমায় দেখ্‌তে না পেলে বাছা আমার কত কাঁদ্‌বে—কত 'মা' 'মা' ব'লে ডাক্‌বে, আমি সেই দূরের পথে দাঁড়িয়ে তার সেই বুক ফাটানো কান্নার সুর শুনে যে স্থির থাক্‌তে পার্‌বো না!

দেবদত্ত। পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তিণী হ'য়ে অমূল্য সতীত্ব রত্ন বিসর্জ্জন দিতে চাও করুণা ? শোন নি সেই কঠোর আদেশ মহারাজ শিশুপালের ? আজই তোমায় ধ'রে নিয়ে যাবে তার বিলাস-সাধনার জন্য। তবু মায়া—তবু পুত্রস্নেহ—তবু অশ্রু ? স্বামী তোমার দুর্ব্বল—তোমার রক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখ্‌তে পেয়ে শেষে এই পথই অবলম্বন করলে। শীঘ্র প্রস্তুত হও, নচেৎ এখনি রাজার লোক এসে তোমায়—

করুণা। থাক্—থাক্, আর বল্‌তে হবে না, আমি এখন সব বুঝ্‌তে পেরেছি। আরও বুঝেছি যে আমার এই রূপই হ'চ্ছে যত অনর্থের মূল। ভগবান ! তুমি এখনো নীরব ? দীন-দরিদ্রের উপর দিয়ে কত অত্যাচার ঝড়ের মত ব'য়ে যাচ্ছে, আর তুমি তোমার দীনবন্ধু নাম নিয়ে এখনো নিদ্রিত ?

দেবদত্ত। গরীবের কাতর আর্ত্তনাদে ভগবানের ঘুম ভাঙ্গে না সতী ! যারা ডাকে, তারা তাঁকে পায় না, অথচ যেখানে তাঁর নাম নেই, অর্চ্চনা নেই, আহ্বান নেই, সেখানে তিনি স্বশরীরে অবতীর্ণ হন।

করুণা। শুনেছি তিনি যে নিরপেক্ষ।

দেবদত্ত। শাস্ত্রের ও সব মিথ্যা তর্ক-যুক্তি—মিথ্যা মীমাংসা। কেমন তিনি নিরপেক্ষ বিপদভঞ্জন, তা তো বেশই বুঝতে পারছো! নাও—প্রস্তুত হও!

করুণা। বুক পেতে দিয়েছি, কার্য্য শেষ ক'রে ফেল।

দেবদত্ত। করুণা! করুণা! কই তোমার সেই শত শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমুজ্জ্বল বুকখানা? আমি যে চোখের জলে কিছুই দেখ্তে পাচ্ছি নে! না—না, একি আমার দানব-বৃত্তি? একি পৈশাচিক অভিনয়? আমি ব্রাহ্মণ, নাই কি আমার সেই জাতীয় উদ্দীপনা—নাই কি আমার দুর্জ্জনদলনের শক্তি সাহস? আছে—আছে, একটী নিঃশ্বাসে তুলে ধরি যজ্ঞোপবীত—সৃষ্টির বুকে আবার ব্রহ্মশক্তির লুপ্ত স্মৃতি ফুটিয়ে তুলি! না—কালস্য কুটীলা গতিঃ! হত্যা ভিন্ন পথ নেই—[হত্যায় উদ্যত]

গীতকণ্ঠে শান্তিময়ের প্রবেশ।

শান্তিময়।—[দেবদত্তের পদতলে পড়িয়া]

গীত।

মেরো না—মেরো না বাবা, এ যে আমার মা।
মায়ের মত নাইকো কেহ, হয় না মায়ের তুলনা॥
দশ মাস দশ দিন ধরিয়া জঠরে,
ভুলেছে প্রাণের ব্যথা পাইয়া আমারে,
কেমনে রহিব আমি ছাড়িয়া মায়েরে,
মা ছাড়া যে কাহাকেও জানি না॥

কে দেবে চুম্বন কে নেবে কোলে তুলে,
কে দেবে ক্ষুধায় অন্ন আয় আয় বাবা ব'লে,
কার কোলে শুয়ে আমি ভুলিব যাতনা॥

দেবদত্ত। পা ছেড়ে দে শান্তি, পা ছেড়ে দে!

শান্তিময়। মা! মা! কাঁদ্‌ছো কেন মা? এই তো আমি এসেছি। ওগো বাবা, মাকে আমার মেরে ফেলো না!

করুণা। আয় তো বাবা বুকে আয়, আমি যাবার সময় তবু একটু শান্তি নিয়ে যাই। [বক্ষে লইল।]

দেবদত্ত। নামিয়ে দাও করুণা! শুভ মুহূর্ত্ত অন্তর্হিত হয়। আবার এখুনি প্রকৃতির স্তব্ধ বক্ষে ঝড় উঠ্‌বে।

করুণা। নামো তো বাবা কোল হ'তে। ওরে ধন, মা যে তোর আজ স্বর্গে যাচ্ছে, তোর জন্যে কত কি আন্‌বে; তুই ততক্ষণ আমোদ কর্‌ বাবা!

শান্তিময়। না—আমি কোল থেকে কিছুতেই নাম্‌বো না।

দেবদত্ত। নাম্‌বি নে? নাম্—নাম্ রে হতভাগ্য সন্তান, শীঘ্র নাম্; ও কোল তোর জন্য তৈরী হয় নি! দেখ্‌ছিস, পিতা আজ তোর রাক্ষস—দানব—পিশাচ!

শান্তিময়। না—না, আমি মায়ের কোল থেকে নাম্‌বো না। আমার মাকে তুমি মেরে ফেল্‌বে। এসো মা, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই; বাবার একটুও মায়া নেই।

দেবদত্ত। মায়া-মমতা সব বিসর্জ্জন দিয়ে দেবদত্ত আজ সৃষ্টির অভিনব পদার্থ হয়েছে। করুণা—করুণা!

করুণা। চল স্বামী, এখনি এই মুহূর্ত্তে আমরা দ্বারকা গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় নিই গে, তিনি আমাদের নিশ্চয় রক্ষা কর্‌বেন।

দেবদত্ত। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট? আচ্ছা, তাই চল; দেখা যাক্ অদৃষ্টে কি আছে! দেখি এই হতভাগ্য দেবদত্তের শান্তি-সুখ কোথায়? [সকলের প্রস্থানোদ্যত]

সসৈন্য বলবন্তের প্রবেশ।

বলবন্ত। দাঁড়াও ব্রাহ্মণ!

দেবদত্ত। সেনাপতি? কি চাও?

বলবন্ত। মনে নাই মহারাজের আদেশ?

দেবদত্ত। আছে; কিন্তু মহারাজের সে আদেশ কি সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ নয় সেনাপতি?

বলবন্ত। নীতিবিরুদ্ধ হ'লেও তুমি পালন কর্‌তে বাধ্য।

দেবদত্ত। বাধ্য? দুর্ব্বল নিঃস্ব প্রজা বলে? বল্‌তে চাও কি সেনানায়ক, এই জগৎটা প্রবলের হাতের পুতুল? ইচ্ছা কর্‌লেই তার উপর স্বেচ্ছাচারটা দেখিয়ে দেবে? রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে স্বামী হ'য়ে স্বেচ্ছায় নিজের সহধর্ম্মিণীকে রাজার হাতে তুলে দেবো তার সম্ভোগসুখের জন্য? সেটা কি অবাস্তব কল্পনা নয় রাজভক্ত?

বলবন্ত। তা হ'লে স্বেচ্ছায় তোমার সহধর্ম্মিণীকে রাজার নিকট পাঠাতে পারবে না ব্রাহ্মণ?

দেবদত্ত। না—না—না। রাজার কঠোর দণ্ড মাথায় তুলে নেবো—কারাবাস নির্ব্বাসন গাত্রের অলঙ্কার মনে কর্‌বো, তবু নিজের পরিণীতা ভার্য্যাকে প্রজার একটা মহান্ কর্ত্তব্য জ্ঞানে রাজার হাতে তুলে দিয়ে রাজার সম্মান বৃদ্ধি করতে পারবো না।

বলবন্ত। এতদূর সাহস—রাজশক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান ?

দেবদত্ত। হাঁ—হাঁ, এটা নূতন নয় বলবন্ত ! রাজা প্রজার পিতা মাতা—রক্ষাকর্ত্তা—শাসক—প্রতিপালক ; কিন্তু সতীর উপর নির্য্যাতন কোন রাজতন্ত্রে নাই সেনাপতি।

বলবন্ত। সৈন্যগণ ! শীঘ্র এই নারীকে বেঁধে ফেল্, দেখি কে আজ রক্ষা করে !

সহসা প্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

প্রদ্যুম্ন। রক্ষা কর্‌বে সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন।

লাঠিহস্তে মাধবাচার্য্যসহ নগরবাসীগণের প্রবেশ।

মাধবাচার্য্য। আর রক্ষা কর্‌বে ভারতের মাতৃভক্ত সন্তানগণ তাদের মাকে।

বলবন্ত। আচ্ছা, থাক্ তোরা রাজোদ্রোহীর দল ! এর জন্য তোদের উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর শোন শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র ! এবার গোপকুলের ধ্বংস-যজ্ঞ সুনিশ্চিত !

[সৈন্যগণ সহ প্রস্থান।

প্রদ্যুম্ন। কোন চিন্তা নাই ব্রাহ্মণ ! আসুন আমার সঙ্গে দ্বারকা অভিমুখে।

মাধবাচার্য্য। যাও দেবদত্ত, নির্ভয়ে চ'লে যাও ভাই! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমায় রক্ষা কর্‌বেন। বল—জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়!

[প্রস্থান।

নগরবাসীগণ। জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়!

[প্রস্থান।

দেবদত্ত। তবে চল্লুম মা জন্মভূমি আমার চিরারাধ্যা দেবী, তোর ঐ স্নেহময় বক্ষ ত্যাগ ক'রে পুত্র আজ বিদায় নিচ্ছে! অদূরে কি দূরে যেখানেই থাকি না কেন, যেন বঞ্চিত হই না মা তোর আশিস্ পেতে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বারকা—কক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ আসীন, নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

তুমি বাজাও মোহন বাঁশী, রাধা রাধা দিবানিশি।
একদিন ওই বাঁশীর সুরে যমুনা বহিল উজানভরে,
পুলকে ভাসিল রাধিকা পিয়ারী বাঁশীর সুরেতে ভাসি॥
রাধা—রাধা—রাধা বাঁশীর তানে, তড়িৎ খেলিল শ্রীরাধার প্রাণে,
গৃহকাজ তার রহিল সেখানে চিনিল তোমারে কালোশশী॥

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মময় এ সংসার! কর্ম্ম হেতু
আসে জীব এই বিশ্বমাঝে।
দশ মাস দশ দিন উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে
জননী জঠররূপ নরক-আবাসে
সহিয়া সে অসহ্য যন্ত্রণা
কর্ম্ম হেতু করিল সাধনা,
কিন্তু হায়, ধরণীর রবিকরতাপে
মৃদু মন্দ সমীর পরশে মায়ার মোহেতে
ভুলি রৌরব-যন্ত্রণা, কর্ম্মে করি বিসর্জ্জন
বিভ্রম সংসার মাঝে করে বিচরণ।

বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। কেন আর্য্য ?

বলরাম। আমি শুন্‌তে চাই, পাণ্ডব তোমার এমন কি কর্‌লে, যার জন্য তুমি পাণ্ডবসখা নামে জগতে পরিচিত হ'লে ?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি কি জানো না দাদা, পাণ্ডব ভক্তিডোরে আমায় বেঁধে ফেলেছে ; তাদের শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্ব্বদাই যে আমি। পাণ্ডব যে আমা ব্যতীত জগতে অপর কাউকে চেনে না আর্য্য !

বলরাম। আর দুর্য্যোধন ?

শ্রীকৃষ্ণ। সে অহঙ্কারী আত্মাভিমানী পরশ্রীকাতর। পাণ্ডবেরা তার নিকট এমন কি অপরাধ কর্‌লে, যাতে তারা ন্যায্য পৈতৃক

সম্পত্তিতে বঞ্চিত আজ? স্মরণ কর আর্য্য তোমার সেই প্রিয় শিষ্য দুর্য্যোধনের কাহিনী।

বলরাম। বুঝেছি কৃষ্ণ, তুমি আজ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ। জগতে পাণ্ডবদের খুব বড় ক'রে তুলে ধরাই তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণ। সমদর্শী সূক্ষ্ম বিচারকের বিচার-চাতুর্য্য সমভাবে ফুটে ওঠে পৃথিবীর দীন দরিদ্র ভিক্ষাজীবীর ওপর দিয়ে। সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই তিনের সমন্বয়ে জীবের সৃষ্টি। তোমার দুর্য্যোধন রাজসিক ও তামসিক গুণের উপাসক। জগতে যখন তামসিক ও রাজসিক শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংঘটন বাধে, তখনই তো আমাদের এখানে আস্‌তে হয় দাদা! সেইজন্যই ধর্ম্মের আর্ত্ত-হাহাকারে ধরণীর শ্যাম বক্ষের উপর ধর্ম্মের প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি স্থাপন করতে মানবরূপে অবতীর্ণ আমরা।

বলরাম। তা হ'লে কুরুকুল নির্ম্মূল করাই তোমার বাঞ্ছিত কৃষ্ণ? অথচ তুমি সমদর্শী, সূক্ষ্ম বিচারক। পাণ্ডব তোমার আপন, আর দুর্য্যোধন পর? উত্তর দাও চতুর?

শ্রীকৃষ্ণ। ক্রোধে ধৈর্য্যজ্ঞান হারিও না আর্য্য! তুমি কি চেনো না দুর্য্যোধনকে? আমি তাকে খুব ভাল রকম চিনি। ভক্ত শুধু আমার পাণ্ডব নয় আর্য্য! রাজা দুর্য্যোধনের সেই প্রতিহিংসাপূর্ণ অন্তরের মাঝখানে আমার পূর্ণ মূর্ত্তি বিরাজিত। সে চায় না আমায় লাভ করতে ভক্তি-স্তুতি অথবা অর্চ্চনায়, চায় দর্পে গর্ব্বে অহঙ্কারে। মুক্তির পথ শুধু পরিষ্কার হয় না দাদা সাত্ত্বিক সাধনায়। তমঃ ও রজঃর দ্বারা যে মহামুক্তি, দুর্দ্দান্ত দানব দৈত্যগণ তার চরম দৃষ্টান্ত।

বলরাম। সাত্যকী! সাত্যকী! রথ প্রস্তুত কর্, যাবো আমি হস্তিনায়। শোন্ কেশব! আমি দেখ্‌তে চাই সেই দুর্য্যোধনের বুকটা চিরে তোমার ঐ কপট-কুটীল মূর্ত্তিটা। [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। হে আর্য্য, কেন এত বিফলে প্রয়াস ?
কেন দ্বন্দ্ব, কেন দ্বেষ ?
অনিত্য সংসারমাঝে লীলার স্থাপনে আসি,
হারালে কি পূর্ব্ব জ্ঞান তুমি ?

প্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

প্রদ্যুম্ন। চেদিরাজ্যবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ,পত্নী পুত্র সহ দ্বারদেশে উপস্থিত ; কি আদেশ হয় পিতা ?

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ আমার দ্বারে ? যাও—যাও, সসম্মানে তাঁদের এখানে নিয়ে এসো। [প্রদ্যুম্নের প্রস্থান] চেদিরাজ্যের অধীশ্বর মহাদর্পী শিশুপাল ! জানি না আবার কি বিপ্লব বাধে প্রকৃতির বুকে।

প্রদ্যুম্ন সহ দেবদত্ত, করুণা ও শান্তিময়ের প্রবেশ।

দেবদত্ত। দ্বারকাধিপতি মহামতি শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক্ !

শ্রীকৃষ্ণ। আসুন ! আসুন ! প্রণাম গ্রহণ করুন !

শান্তিময়।—

গীত।

তোমায় প্রণাম করি আমি।
তটিনীর ওই আকুল তানে, নবীন নীরদ-মেঘের স্বনে,
জানায় যে গো সবার প্রাণে তুমিই নিখিল স্বামী ॥

মুগ্ধ মধুর ফুলের রাশি, ফোটায় তোমার কমল হাসি,
বাজায় বাতাস তোমার বাঁশী সারা দিবস যামি—
ওগো ব'সো আমার বুকের মাঝে রাঙিয়ে মানসভূমি ॥

শ্রীকৃষ্ণ। আয়—আয় রে দুলাল, আমার বুকে আয়—[শান্তিময়কে বক্ষে লইলেন।] হ্যাঁ, কি চান ব্রাহ্মণ ?

দেবদত্ত। চাই সেই অত্যাচারী দর্পী শিশুপালের ধ্বংস। তার কঠোর শাসনের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হ'য়ে তোমার নিকট এসেছি দয়াময়, তুমি আমাদের রক্ষা কর।

শ্রীকৃষ্ণ। আমার নিকট এমন কি সাহায্য হ'তে পারে ব্রাহ্মণ ?

দেবদত্ত। তোমার নিকট যদি সাহায্য পাবো না, তবে কার নিকট সাহায্য পাবো করুণাময় ? তুমি যে দীনবন্ধু—আর্ত্তের সান্ত্বনা—দরিদ্রের অতুল ঐশ্বর্য্য। শোক-সন্তাপ হাহাকার পাপ-তাপ যাঁর নামের গুণে দূর হয়, যাঁর নামের গুণে অগাধ সিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়া যায়, আজ সেই কল্পনা-কল্পিত ধ্যানের অতীত মূর্ত্তির জীবন্ত সুস্নিগ্ধ শান্তি-তরুর পাদমূলে দাঁড়িয়ে কি ত্রিতাপদগ্ধ জীবনটাকে শান্তিময় ক'রে তুলতে পারবো না ?

প্রদ্যুম্ন। পিতা! এই ব্রাহ্মণ পত্নী ও পুত্রের হাত ধ'রে কি জন্য এখানে এসেছেন, তা কি ঐ ব্রাহ্মণের শুষ্ক দীর্ণ মুখ দেখে বুঝতে পারছো না ? উঃ, কি অমানুষিক অত্যাচার পিতা তোমার রাজ্যে! শুনতে পাই তুমি ভগবান, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ কি তোমার পুত্র নয়—স্নেহের নয় ? তাই নীরবে ভোগ করবে প্রবলের দুর্নিবার অত্যাচার ?

শ্রীকৃষ্ণ। শান্ত হও প্রদ্যুম্ন!

প্রদ্যুম্ন। সেই কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপাল চায় এই ব্রাহ্মণের সতী পত্নীকে—

দেবদত্ত। আরও—আরও শোন যদুনাথ! সর্ব্বদর্শী অন্তর্য্যামী হ'য়ে তুমি যে জড়ের মত ব'সে এখানে, তা কি কেউ জানে? আর ওদিকে তোমারি হাতে গড়া সৃষ্টি যে ধ্বংস হ'য়ে যায়; তবু তুমি নীরব! স্বামীর সম্মুখে পত্নীর ধর্ম্মনাশ! বল দেখি জনার্দ্দন, কি কুৎসিত কঠোর রাজ-আজ্ঞা? প্রবলের নিকট দুর্ব্বলের পরাজয়, তাই পত্নীর ধর্ম্মরক্ষায় আজ তোমার দ্বারে উপস্থিত।

করুণা। আমি সতী, আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর নারায়ণ! শিশুপাল চায় আমায়; আমারি জন্য আমার দরিদ্র স্বামীর মাথার উপর দিয়ে কত ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে? তুমি সতীমান সতীধর্ম্ম সতীমর্য্যাদা রক্ষা কর জনার্দ্দন! তোমার স্বরূপত্বের বিমল জ্যোতি ফুটিয়ে তোল নির্য্যাতিতা নিপীড়িতা দুঃখিনীর দুঃখ-যন্ত্রণার মাঝখান দিয়ে।

প্রদ্যুম্ন। পিতা!

শ্রীকৃষ্ণ। আমি কি করতে পারি প্রদ্যুম্ন?

প্রদ্যুম্ন। তুমি কিছু করতে পারো না? অনন্ত শক্তির আধার হ'য়ে আজ এই নির্জ্জীবতার পরিচয় কেন পিতা? কলঙ্ক—কলঙ্ক! পিতার কলঙ্কে পুত্রের কলঙ্ক! আজীবন পুত্রের জীবনযাত্রার পথে বেদনার পাহাড় গ'ড়ে তুলবে, অসীম শক্তিসম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র প্রদ্যুম্ন সে কলঙ্ক সহ্য করতে পারবে না। যদি সেই অত্যাচারী শিশুপালের অত্যাচারদমনে অক্ষম হও পিতা, তা হ'লে আদেশ দাও—এই প্রদ্যুম্ন সেই অত্যাচারীর অত্যাচারদমনে নক্ষত্রবেগে ছুটে যাবে—

বজ্রের মত হুঙ্কার ছাড়্‌বে—পিতার গৌরব-গরিমা সহস্র ধারায় ছড়িয়ে দেবে।

শ্রীকৃষ্ণ। একটু চিন্তার সময় দাও প্রদ্যুম্ন!

দেবদত্ত। এখনও চিন্তা? আশা আবেদন আকিঞ্চনের উপর দিয়ে নিরাশার বজ্র নিক্ষেপ? দীনবন্ধু নাম নিয়ে দীনের সহস্র কাতর আর্ত্তনাদে উপেক্ষার তীব্র ভ্রুকুটী-কটাক্ষ? ব্রাহ্মণ দরিদ্র ব'লে তাকে তাচ্ছিল্য ক'রো না নারায়ণ! সেই তাচ্ছিল্যের দীপ্ত স্মৃতিরেখা এখনও তোমার বুক হ'তে মুছে যায় নি। তুমি অসীম অব্যক্ত অচিন্ত্য হ'লেও ব্রাহ্মণের একটী মাত্র দীর্ঘশ্বাসে তোমার কর্ম্মজগৎখানা ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

করুণা। সতীর উষ্ণ চোখের জল, ব্যাকুল ব্যথার বুকফাটানো কান্নার সুর বাসুকির কণ্ঠনিঃসৃত বিষের চেয়েও ভীষণ জনার্দ্দন!

প্রদ্যুম্ন। আর এই পুত্রের কর্ত্তব্যে তৈরী করা তরবারি স্বার্থপর দুর্ব্বল পিতার চোখের সাম্‌নে বিদ্যুতের মত ঝল্‌সে উঠবে।

বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। আর এই বলরামের বিশ্বনাশী হল যন্ত্র কৃষ্ণ নামের অস্তিত্ব জগত হ'তে তুলে নিয়ে বিস্মৃতির অগাধ সলিলে ফেলে দেবে। চতুর! নির্দ্দয়! এই ব্রাহ্মণের আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সেই বিশ্বস্তম্ভিত সুদর্শনখানা শিশুপালের দিকে ছুটে গেল না?

শ্রীকৃষ্ণ। হে আর্য্য! সম্বর ক্রোধাগ্নি তব,
শিশুপাল হইবে সংহার।

কিন্তু আমি অঙ্গীকৃত জননী সকাশে তার—
শত অপরাধ করিব মার্জ্জনা ।
একে একে অষ্ট সপ্ততি অপরাধ
ক্ষমিয়াছি দাদা !
অবশিষ্ট পূর্ণ হ'লে
অবহেলে কংস সম করিব বিনাশ তায় ।

বলরাম । তার পূর্ব্বে ধ্বংস হোক্ সৃষ্টিরাজ্য
দর্পীর প্রভাবে—
উঠুক্ গগণভেদী ক্রন্দনের রোল—
উঠুক্ সতীর ঘন কাতর নিঃশ্বাস—
ত্রাহি-ত্রাহি উঠুক নিনাদ,
আর থাকো তুমি অচেতন বিপদবারণ
নীরব নিদ্রার ঘোরে যুগের শয্যায় !
না—না, হইবে না তাহা ;
এই দেখ্ বলভদ্র
ভীম হলে দীর্ণ করি পাপ মহাপাপে
ফেলে দিবে পঙ্কিল পল্বলে ।
ওঠ্—ওঠ্ রে করীন্দ্র-রাগে
জেগে ওঠ্ সঙ্কর্ষণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় !

[হল উত্তোলন]

নেপথ্যে । গেল—গেল,
সৃষ্টি বুঝি গেল রসাতলে !

গীতকণ্ঠে বসুন্ধরার প্রবেশ।

বসুন্ধরা।—

গীত।

ওগো কাঁদিও না আর কাঁদার উপর, কাঁদার আমার নাইকো শেষ।
থাকতে কুবের ছেলে আমার, আমার আজ রত্নহীনার বেশ॥
(আমার) বাঘের মত ছেলে যারা, আজকে ঘুমে বিভোর তারা,
তাই গো চোখে বাদলধারা, দিও না আর ধারার রেশ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সুদর্শন! সুদর্শন!

সহসা সগর্জ্জনে সুদর্শনের আবির্ভাব।

শ্রীকৃষ্ণ। [সুদর্শন গ্রহণ করতঃ]
ধৈর্য্য ধর রোহিণীনন্দন!
হের এই সুদর্শন পাপীর বিনাশে।
নাহি ভয় লো ধরণী, ভুলে যাও
কেন সেই গীতার সুবাণী—
"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্,
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

[বসুন্ধরা সহ প্রস্থান।

বলরাম। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! দাঁড়া রে কপট!
সঙ্গী কর্ মোরে; কৃষ্ণ ছাড়া বলরাম রহিতে
কি পারে, রামকৃষ্ণ নাম যার ভুবনবিদিত।

[প্রস্থান।

প্রদ্যুম্ন। আসুন ব্রাহ্মণ!

দেবদত্ত। কোথায়?

প্রদ্যুম্ন। অভয় শক্তির বজ্র-দুর্গে।

দেবদত্ত। মিথ্যা! প্রতারণা—প্রতারণা! হতভাগ্য দেবদত্তের শান্তি-সুখ কোথাও নাই। আমরা চল্লুম—

প্রদ্যুম্ন। কোথায়?

দেবদত্ত। শৈশবের সেই উদ্দেশ্যবিহীন সুষমাজড়িত জন্মভূমির বুকে।

প্রদ্যুম্ন। আবার সেখানে যাবেন? কাঁদ্‌বেন ব্রাহ্মণ?

দেবদত্ত। আবার সেখানে যাবো—আবার সেখানে কাঁদ্‌বো—আবার সেই শত যন্ত্রণাকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে জীর্ণ কুটীর-আঙিনায় বৈতরণীর সৃষ্টি কর্‌বো, দেখি ভগবানের এ জাগরণ সত্য হয় কি না! চল করুণা! আয় শান্তি!

প্রদ্যুম্ন। তাই যান ব্রাহ্মণ, নির্ভয়ে আবার নিজ জন্মভূমির শান্তি-কুঞ্জে ফিরে যান। ভয় নেই; এ জাগরণ ভগবানের না হ'লেও ভগবানপুত্র প্রদ্যুম্নের জাগরণ।

[প্রস্থান।

দেবদত্ত। চল—চল করুণা, যদি মর্‌তে হয় তবে মায়ের বুকেই মর্‌বো।

শান্তিময়। আমরা চ'লে যাচ্ছি, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে না হরি? এসো—আমার বুকে এসো, আমি তোমায় বুকে নিয়ে আমাদের দেশে ফিরে যাবো।

গীত।

এসো শান্তি-মধুর উজ্জল সুন্দর, নব জলধর অঙ্গে।
এসো ভুবনমোহন বনমালী কালা শ্রীমতী রাধিকা সঙ্গে॥
এসো অরুণ তরুণ চরণ ফেলিয়া, নীরস মরুভূ সরস করিয়া,
এসো মোহন মুরতি ল'য়ে প্রেম ললিত রঙ্গে॥
এসো লাঞ্ছিত কোটী শশীর মূর্ত্তি, এসো আকুল ব্যাকুল অসীম তৃপ্তি,
এসো সজীব সচল পারেরি মুক্তি নিরাশ স্বপন ভঙ্গে॥

সহসা দ্রুত শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। আয়—আয় রে বালক, আমার বুকে থাক্‌বি আয়!

[শান্তিময়কে বক্ষে করতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

করুণা। এঁ্যা—একি! একি দেব?

দেবদত্ত। ভগবান! ভগবান! সত্যই তুমি আছ—সত্যই তোমার জাগরণ আছে—সত্যই তুমি শক্তিমান! তোমায় যারা নাই বলে, তাদের সুখ-শান্তিও কোথাও নাই। এসো করুণা—

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

গীতকণ্ঠে দেবানন্দের প্রবেশ

দেবানন্দ

গীত।

ওই যে কাহার নূপুর বাজে।
আমার চাঁদনী আলার কুটীরমাঝে॥
নূপুর বাজ্‌ছে রুণ্—
বুঝি আমার কৃষ্ণচাঁদের পায়ের নূপুর বাজ্‌ছে রুণ্‌,
কোথায় চারু চন্দ্রাবলী, কোথায় রাধা রসকলি,
আয় আয় ছুটে দেখ্‌বি যদি আমার ঘরে তাদের রসরাজে॥

বলবন্তের প্রবেশ।

বলবন্ত। আর একটুও এগিও না, স্থির হ'য়ে দাঁড়াও!

দেবানন্দ। আমার অপরাধ?

বলবন্ত। তুমি বৈষ্ণব—শ্রীকৃষ্ণের পূজা কর; কিন্তু মহারাজ শিশুপালের রাজ্যে তা চল্‌বে না। মহারাজের আদেশ, কৃষ্ণভক্তের প্রাণদণ্ড। সেই জন্য তুমি আজ বন্দী দেবানন্দ! প্রাণদণ্ড হবে তোমার।

দেবানন্দ। কি, এতদূর স্পর্দ্ধা! দেবতায় অবজ্ঞা?

বলবন্ত। কুকুর! [দেবানন্দকে কাটিতে উদ্যত]

সহসা ত্রিশূলকরে মাধবাচার্য্যের প্রবেশ।

মাধবাচার্য্য। তুমিও কি পরপদলেহী কুক্কুর নও সেনাপতি?

বলবন্ত। সাবধান ভণ্ড মাধব!

মাধবাচার্য্য। তুমিও সাবধান হও ভ্রাতৃদ্রোহী দেশদ্রোহী! উচ্চ পদের আশায় বুঝি নিরীহ ভায়েদের কাঁদাতে সাধ? তাই বুঝি অহঙ্কারে আত্মহারা, মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন, স্বার্থসেবায় আত্মাহুতি? চমৎকার কর্ত্তব্য বলবন্ত! কিন্তু পারের জন্য করছো কি? সেখানে রক্ত চক্ষু, অস্ত্র প্রদর্শন, ক্ষমতার গৌরব দেখালেও খেয়ার মাঝি তোমায় পার ক'রে দেবে না রাজভক্ত! চাই দয়া ধর্ম্ম বিবেকের অনুকম্পার ছাঁচে ঢালাই করা কড়ি। সে বড় কঠিন ঠাঁই, টুঁ টী করবার যো নাই।

বলবন্ত। আমায় উপহাস?

মাধবাচার্য্য। উপহাস নয় ভাই, অতি সত্য সহজ প্রাঞ্জল। ভাবো দেখি, তুমি কি কর্ম্মে আজ ব্রতী হয়েছ? ভাবো দেখি তার পরিণাম? শিশুপাল অত্যাচারী অবিচারী হ'লেও সে কি সংবাদ রাখে রাজ্যের নাড়ী নক্ষত্রের? তোমরাই তো রাজার মনোতুষ্টি সাধনায় বিভীষণের মত ঘরের কথা পরকে ব'লে নিজেদের জাতীয়তা ঐক্যতা উন্নতি সবই হারাতে বসেছ। দোষ কার, তোমার না রাজার?

বলবন্ত। আমি বাধ্য নই তোমার ওই উন্মাদ প্রশ্নের উত্তর দিতে।

মাধবাচার্য্য। ন্যায়ের মূলে কুঠারাঘাত করলে যে ক্রোধের উন্মেষ হয়, তা জানি। শোন বলবন্ত, এই জঘন্য হীন বৃত্তি ত্যাগ ক'রে

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, নচেৎ তোমার পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর। তোমার জন্য বিধাতাকে যে কি রকম কদর্য্য স্থান তৈরী করতে হবে, তা আমি ভেবে ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছি নে।

বলবন্ত। আমি তোমার নিকট অযাচিত উপদেশ শুনতে আসি নি মাধবাচার্য্য!

ভবানীদেবীর প্রবেশ।

ভবানী। এসেছ বুঝি এই মায়ের বুকের রক্তপান করতে শাণিত তরবারিকরে শ্বাপদ-তৃষায়? কুলাঙ্গার! তোর মুখদর্শনেও মহাপাপ।

বলবন্ত। [স্বগত] স্বেচ্ছাচারিতা নারীর! [প্রকাশ্যে উত্তেজিতভাবে] মা!

ভবানী। তুই ভয় দেখাস্ কাকে? আমায়? ও ভয়ে আমি কাঁপ্‌বো না বলবন্ত! কতদিন তোকে বলেছি, না—আর এ সবে কাজ নেই—এ রকম হীন উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যে আবশ্যক নেই—আর অভিশাপ নিয়ে কাজ নেই, কিন্তু তুই এম্নি মূর্খ কুলাঙ্গার যে মায়ের কথায় পদাঘাত ক'রে এই ঘৃণ্য বৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করলি! তুই পুত্র হ'লেও কামনার হ'লেও বর্জ্জনীয়।

বলবন্ত। হ'লেও তুমি মা, থাক্‌বে না আর তোমার সম্মান—

[প্রস্থান।

ভবানী। আর তুই পুত্র হ'লেও আমি তোকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবো না।

মাধবাচার্য্য। মা! মা! জগজ্জননী মা!

ভবানী। ভয় নাই পুত্র! রাজদ্রোহী হ'য়ো না, রাজ-আজ্ঞা অবনতমস্তকে পালন করবে—ন্যায়-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, কিন্তু অন্যায়ের বশবর্ত্তীতে রাজার বিরুদ্ধাচরণে দাঁড়িও না। চির-উদ্দীপ্ত হোক্ কর্ম্মশক্তি—চির-সঞ্জীবিত থাক্ মাতৃভক্তি—চির-অক্ষুণ্ন হোক্ তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য ও তেজ-বীর্য্য।

মাধবাচার্য্য। সেনাপতি যে তোমার পুত্র—

ভবানী। সে আমার পুত্র হ'লেও আমি কি আর এই ভারতের তেত্রিশ কোটী নর-নারীর মা হ'তে পারি নে মাধব? [প্রস্থানোদ্যতা]

দেবানন্দ।—

গীত।

তবে ধর গো মা তোমার পূজা আমাদের এই নয়নবারি।
যেন মা গো তোরি পূজায় জীবন দিতে পারি॥
নাইকো পূজার পুষ্প মন্ত্র, হোম আরতি যজ্ঞ তন্ত্র,
আছে শুধু এই হৃদয়-যন্ত্র 'মা' 'মা' নামের মন্ত্রে ভরি॥
তুই আশিস্ কর্ মা আমরা ছেলে, ডাকার আগে নিস্ মা কোলে,
সকল দোষ গো যাস্ মা ভুলে ব্যথা যে আর সইতে নারি॥

ভবানী। পুত্রের ভক্তি-কড়িতে মাতৃভাণ্ডার পূর্ণ হোক্। আর তোমাদের ভাবতে হবে না—কাঁদতে হবে না—সইতে হবে না, তিনি আস্‌ছেন! অন্ধকার অমাবস্যার অন্তরালে ওই পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রও স্রষ্টার সৃষ্টিনৈপুণ্য।

[প্রস্থান।

মাধবাচার্য্য। মা! মা! তোর ওই কঠোর ত্যাগের মূর্ত্তিটা আমার এই মা ভগ্নীদের দেখিয়ে দিয়ে যা—আবার তারা ছুটে আসুক্ বদ্ধ ঘেরার বাহিরে চামুণ্ডার রক্তনেশায় প্রকৃতির ত্রাসিত বুকে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রাসাদ।

ক্রোধোন্মত্ত শিশুপাল ও তৎপশ্চাৎ যাদবীর প্রবেশ।

শিশুপাল। উল্কা! উল্কা! আমি জগতে একটা উল্কা সৃষ্টি ক'রে তুল্‌বো মা! বিধাতার হাতে গড়া এই সৃষ্টিটা ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে ঐ সাগরের জলে ভাসিয়ে দেবো জননী! প্রলয়-ভূকম্পন মাথায় তুলে নিয়ে, সেই ভগবানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌বো। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে, প্রকৃতির বুকে, সর্ব্বত্রই শুন্‌তে পাই কৃষ্ণ ভগবান—কৃষ্ণ ভগবান! অলীক অবাস্তব সিদ্ধান্ত! ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! কৃষ্ণ ভগবান? সাবধান হও প্রকৃতি! সাবধান হও সাধক! পুনশ্চ যদি ঐ একটা কাপুরুষ হীন নীচ কুলোদ্ভব গোপনন্দকে মিথ্যা ভগবান ব'লে ধ্যান কর—পূজা কর, তা হ'লে প্রবল প্রতাপান্বিত ত্রিভুবনকম্পিত চেদিরাজ শিশুপাল তোমাদের ঐ মিথ্যা মীমাংসার উপর পদাঘাত কর্‌তেও কুণ্ঠিত হবে না।

যাদবী। কৃষ্ণ যে ভগবান, তার কত প্রমাণ চাও শিশুপাল?

কৃষ্ণ যদি ভগবান না হবে, তবে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা তার নামে আত্ম-হারা হ'য়ে ওঠে কেন পুত্র ?

শিশুপাল। উন্মাদের উন্মাদনা—বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ-উচ্ছ্বাস। আমি বল্‌ছি, কৃষ্ণ তোমার ভগবান নয়। কতকগুলো অলৌকিক কার্য্য করেছে ব'লে কৃষ্ণ অম্নি ভগ্‌বান ? মিথ্যা কুসংস্কার এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের। সে পিশাচসিদ্ধ ; পিশাচসিদ্ধ যারা, তারা অনেক রকম ভৌতিক ক্রিয়া জানে মা ! তা ব'লে তারাই যে ভগবান, এ কথা তোমায় কে বল্‌লে ?

যাদবী। তবু তুমি তোমার ধারণাটাকে বড় ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে চাও পুত্র ? ওরে ভ্রান্ত, জগতের সত্য চক্ষের উপর [illegible] কি মিথ্যার আবরণ দেওয়া সম্ভব ? কংস-কেশী নাশ, গিরি গোবৰ্দ্ধনধারণ, কালীয়-দমন, এ কি মানুষে পারে অজ্ঞান ?

শিশুপাল। সেও মানুষ, দশ মাস গর্ভে ছিল—হাত পা আছে তার—অস্থি-মাংস মেধ-মজ্জায় তার দেহ গঠিত ; পার্থক্য কি তাতে আমাতে ?

যাদবী। পার্থক্য আকাশ পাতাল। তুমি অন্ধ বধির জড়, সে চক্ষুষ্মান জাগ্রত চঞ্চল, তুমি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু, সে অসীম বিশাল ব্যাপ্ত ; তুমি ষড়রিপুর দাস অহঙ্কারী অত্যাচারী, সে ত্যাগী নম্র সান্ত্বনা ; তুমি হুঙ্কার ঝঙ্কার প্রলয়, সে ধীর স্তব্ধ গম্ভীর ; তুমি মানুষ, সে দেবতা।

শিশুপাল। সাবধান হও জননী ! পুত্র আর এখন তোমার বালক নয়, এখন তিরস্কার শাসনের বহুদূরে। গর্ভে স্থান দিয়েছ

ব'লে, স্নেহ ভালবাসা দিয়ে বড় ক'রে তুলেছ ব'লে, পুত্র তোমার সেই দাবীর মূলে কুঠারাঘাত করতেও কুণ্ঠিত হবে না। তোমার অন্যায় অসঙ্গত নীতি মাতৃপূজার সম্মান বৃদ্ধি করতে অক্ষম—অপারগ।

যাদবী। তুমি অন্ধ পুত্র!

শিশুপাল। পুত্র তোমার অন্ধ নয় মা! সে মায়িক পূজার পক্ষপাতী নয়, সে পুরুষকারের সেবক; সে কর্ম্মহীন জড় নয়, সে কর্ম্মী কঠোর করীন্দ্র। সে চায় না স্তব স্তোত্র আরাধনা, সে চায় দর্প গর্ব্ব অহঙ্কার। (পারবে না জননী অপ্রতিহত নদীর বেগ কোমল স্নেহ-বালুকার বন্ধনে ফিরাতে। জীবন দিয়েছ—প্রাণ দিয়েছ—মানুষ করেছ এই পুত্রকে শৈশবের অসহায় বিপদসঙ্কুল আবর্ত্তের মাঝখান হ'তে, কিন্তু মা! তুমি কি শুধু ব'লে দিয়েছ এই পুত্রকে অবিরত তোমার ঐ পূত মন্দাকিনীর মধুধারা পান করতে?

যাদবী। মায়ের যে তাই চির-বাঞ্ছনীয় পুত্র!

শিশুপাল। না—না, তা নয়; তুমি মা, অনুপমেয়। পুত্রকে মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলাই তোমার অবাধ অধিকার। তবে আমার এই সুদুর্লভ মানব জন্মটাকে ব্যর্থতায় ভাসিয়ে দেওয়া তোমার ন্যায়-সঙ্গত হ'চ্ছে না দেবী! পুত্রকে জাগিয়ে দাও কর্ম্ম মন্ত্রে। মায়া ত্যাগ কর—পুত্রের এই উন্নত ললাটে তোমার সমস্ত আশীর্ব্বাদটুকু ছড়িয়ে দাও—পুত্রকে মানুষ কর। (অসার সাধনারত সাধকের মত কর্ম্মের বিজয়-বিষাণ বন্ধ ক'রে কর্ম্মের মন্দিরে আলস্যের অর্গল দিয়ে ব'সে থাকলে তোমার সেই ওজন ছাড়া দান মাতৃত্বটুকু জগতে কিরূপভাবে পরিস্ফুট হবে জননী?) আমি স্বীকার করি, কৃষ্ণ তোমার

ভগবান; ভালো, তা ব'লে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে যে অধার্ম্মিক অবিচারী মহাপাপী হওয়া যায়, সে ধারণা তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যা। পুরাণের পাতাগুলো পরপর উল্টে যাও—দেখ্‌বে মিত্রতার পথে মুক্তি যতটা কঠিন, ততটা সহজ সরল ভগবানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে। মধুকৈটভ, হিরণাক্ষ্য, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মুক্তিদাতা নিজে সেধে এসে মুক্তি দিয়ে গেছে তাদের।

যাদবী। শিশুপাল!

শিশুপাল। অবাক-বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছো মা? আমি শিশুপাল।

যাদবী। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষভাব ত্যাগ কর পুত্র!

শিশুপাল। যে বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সে আর তা ভুল্‌তে পারে না মা! শুধু বনে ফোটা ফুলের মত আমি আপনা আপনি ঝ'রে পড়্‌তে পারবো না মা! পাষাণবক্ষ বিদীর্ণ, রুদ্ধ হবার আশা নেই দেবী!

যাদবী। শত অপরাধ অন্তে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে যে তোমার—

শিশুপাল। মৃত্যু? হাঃ-হাঃ-হাঃ! শুনেছি আমার জন্মকাহিনী—শুনেছি কৃষ্ণ আমার মৃত্যু! মৃত্যু তো আমার সেই দিনই হ'তো মা, যে দিন চতুর্বাহু ও ত্রিনেত্র নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলুম। পিতা ক্ষোভে দুঃখে ভাবী-নৈরাশ্যের মূর্ত্তি দেখে আমায় নদীর জলে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হন, কিন্তু ফিরে এলেন দৈববাণী শ্রবণ ক'রে।

যাদবী। কি দৈববাণী হয়, তাও বোধ হয় শুনেছ পুত্র?

শিশুপাল। শুনেছি; এ পুত্র হবে শক্তিশালী, বীর, প্রতাপন্বিত,

আরও শুনেছি, যার স্পর্শে আমার ললাটস্থিত তৃতীয় নেত্র অন্তর্হিত হবে—দুইটী বাহু তিরোহিত হবে, তারি করে আমার মৃত্যু। শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে আমার নব কলেবর, এই তো না? (ও সব মিথ্যা পুরাতন ধারণাটাকে বিফলতার কৃপাণে খণ্ড খণ্ড ক'রে সাগরের জলে ভাসিয়ে দাও গে জননী! আর না হয়, কাঁদগে গিয়ে অন্তঃপুরে ব্যথার অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিত হ'য়ে।) পুত্র তোমার ভীরু কাপুরুষ দুর্ব্বল নয়। (অস্ত্রের গর্জ্জনে, হিংসার তর্জ্জনে, অত্যাচারের ঘর্ষণে অবিচারের ধর্ষণে) বেশ বাচাই ক'রে দেখ্‌বে, তোমার শ্রীকৃষ্ণের ভগবানত্ব কত মধুর—কত উচ্চ—কত অসীম। যাও!

যাদবী। জানি না পুত্র, তোমার এ লক্ষ্যের শেষ কত দূরে!

[প্রস্থান।

শিশুপাল। লক্ষ্যের শেষ নেই মা! শিশুপাল অলক্ষ্যের অন্ধকার পথের যাত্রী নয়, সে যাত্রী সেজেছে মহামুক্তির ত্রিবেণী তীর্থের। বলবন্ত!

বলবন্তের প্রবেশ।

বলবন্ত। আদেশ করুন মহারাজ!

শিশুপাল। আন্‌তে পার্‌লে না সেই দেবদত্তপত্নীকে?

বলবন্ত। চেষ্টার ত্রুটী হয় নি মহারাজ!

শিশুপাল। অপদার্থ! হ্যাঁ, দেবদত্ত ও তার পত্নী এখন কোথায়?

বলবন্ত। দ্বারকায়।

শিশুপাল। দ্বারকায়? সৈন্য সাজাও বলবন্ত!

বলবন্ত। শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ?

শিশুপাল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে। অবাক হ'য়ো না বলবন্ত! (শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!) কৃষ্ণ যদি ভগবান হয়, তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কি মহান্ যাত্রা হবে না বলবন্ত ? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রণ (অকল্পনীয়—অচিন্ত্যনীয়—অভূতপূর্ব্ব!) সাজাও বাহিনী— [illegible] —

বলবন্ত। কংসকেশী হত যার রণে—

শিশুপাল। সেই কৃষ্ণের সঙ্গে রণ, কেমন ? মূর্খ! তুমি এখনো সূক্ষ্ম জগতের বহু দূরে; কেবল অন্ধ পূজায় আত্মনিয়োগ করেছ, কিন্তু চিরসত্যের পূজার মন্দিরদ্বারেও উপস্থিত হ'তে পার নি। বেলাভূমির তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ দেখেছ, কিন্তু তার গর্ভনিহিত মণি-মুক্তার বোধ হয় সন্ধান পাও নি! যাও—প্রস্তুত হও গে।

বলবন্ত। যথা আজ্ঞা! [প্রস্থান।

শিশুপাল। কৃষ্ণ ভগবান! উন্মত্তের প্রলাপ।

সুরাপাত্রহস্তে গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

মধুভরা প্রাণে মধুভরা তানে
তোমারে করিব বঁধু প্রেম মধু দান।
ধর ধর ধর হৃদয় মনোহর,
আবেশে বিকল হিয়া কর সুধা পান॥

চন্দ্রখচিত নিশি, আসে ওই ভাসি ভাসি,
শাখীশিরে গাহে পাখী গান,
যৌবন-নদী জলে জোয়ার আপনি খেলে,
বাধা না মানিয়া সখা বহিছে উজান,
ধর ধর ধর হে, সখা হে প্রিয় হে, এমন মিলন আঁখি হয় অবসান॥

শিশুপাল। [সুরাপান করতঃ] কৃষ্ণ ভগবান! কোথায় এর মীমাংসা? কে—বলবন্ত, কি চাও?

বলবন্তের পুনঃ প্রবেশ।

বলবন্ত। মথুরাবাসী দু'জন গোপ রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিল, নগর-পাল কর্ত্তৃক বন্দী হয়েছে, তাদের প্রতি কি আদেশ হয়?

শিশুপাল। নিয়ে এসো—নিয়ে এসো, শাস্তি দেবো—শাস্তি দেবো—ঐ হীন গোপ জাতিটাকে জগতের বুক হ'তে সরিয়ে দেবো—কৃষ্ণপূজার অন্ধ বিশ্বাসটাকে চূর্ণ ক'রে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবো—একটা জমাট বাঁধা মিথ্যার ধাঁধা দূর ক'রে দেবো।

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ ও দেবানন্দকে লইয়া বলবন্তের প্রবেশ।

দেবানন্দ।—

গীত।

জগৎবন্ধু করুণাসিন্ধু কৃষ্ণ।
পারেরি ভেলক ত্রিতাপনাশক দানবশাসক কৃষ্ণ॥
যশোদাদুলাল গোপেরি গোপাল কৃষ্ণ,
শমনদমন, পুরুষ রতন কৃষ্ণ,
সে পদপঙ্কজ ভজ ভজ ভজ, সকলেরি সার কৃষ্ণ॥

শিশুপাল। আবার সেই মিথ্যা স্তুতিগান? গলাটা এখনি খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেল্‌বো উন্মাদ! স্মরণ আছে, কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটা লম্পটচূড়ামণি গোপনন্দনকে মিথ্যা ভগবান জ্ঞানে কীর্ত্তন কর্‌ছো? আমি শিশুপাল—অসার নীতির বিরুদ্ধবাদী। কণ্ঠ রুদ্ধ ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়াও, নচেৎ ওই কৃষ্ণনাম-কলঙ্কিত রসনাটাকে টেনে উপ্‌ড়ে নেবো।

দেবানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আমি মরণভয়ে নইকো ভীত,
ভুল্‌বে না আর আমার চিত, সেই প্রাণারাম কৃষ্ণ॥

শিশুপাল। বলবন্ত! স্কন্ধচ্যুত কর এই গায়কের শির।

বলবন্ত। সাধক, তাহে ব্রাহ্মণ।

শিশুপাল। হত্যা কর কাপুরুষ!

বলবন্ত। [দেবানন্দকে হত্যায় উদ্যত ও ভীত হইয়া]
প্রভু! প্রভু! অগ্নিকুণ্ড!
অগ্নিকুণ্ড জ্বলে দাউ-দাউ!
পারিব না—পারিব না
হেন কার্য্য করিতে সাধন।

শিশুপাল। পার্‌বে নে! আমায় অস্ত্র দাও—[বলবন্তের হস্ত হইতে অস্ত্র লইয়া] আরে আরে দর্পীত গায়ক! আজি শেষ তোর জীবনের সাধ! [বধোদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণ। সাবধান শিশুপাল!

শিশুপাল। কে—কে রে তুই অহঙ্কারী ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তোমার মৃত্যু।

শিশুপাল। তবে আয়, অগ্রে তোরি শিরশ্ছেদ করি।

[হত্যায় উদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণ। শিশুপাল! [নিজমূর্ত্তি ধারণ]

শিশুপাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সিংহের বিবরে আজি
চতুর শৃগাল। রে বলবন্ত!
নিয়ে এসো মোর বিশ্বনাশী গদা।

[বলবন্তের প্রস্থান

নীচ হেয় গোপসুত!
ডাক্—ডাক্ তোর অগ্রজ রামেরে।
নহি আমি কংস কেশী চানুর মুষ্টিক,
শঠতায় করিবে বিনাশ!
আমি শিশুপাল, ভুবনবিখ্যাত বীর।

গদা লইয়া বলবন্তের প্রবেশ।

শিশুপাল। [গদা গ্রহণান্তে] ধর চক্র যশোদাদুলাল!
দেখি তুমি কত শক্তিমান!

শ্রীকৃষ্ণ। একে একে অষ্টসপ্ততি অপরাধ তব
করেছি মার্জ্জনা। পূর্ব্বে হ'তে
সত্যে বদ্ধ তব মাতা পাশে,
শত অপরাধ করিব উপেক্ষা;

তাই দুর্নিবার অত্যাচার
অপমান সহি রে অজ্ঞান !
তা না হ'লে না হইতে দেহের গঠন,
না ফুটিতে রক্তিম নয়ন,
না চিনিতে এ তিন ভুবন,
ধ্বংসগর্ভে ফেলি তোমা সাধিতাম
বিশ্বের কল্যাণ। রে অন্ধ !
কৃষ্ণ তব কোন্ কার্য্যে সাধিয়াছে বাদ,
তাই সাধ কৃষ্ণ সহ করিতে বিবাদ ?

শিশুপাল। বহু বাদ সাধিয়াছ রুক্মিণীবল্লভ !
শান্তিময় বসন্তের মলয় হিল্লোল,
অলোকলাবণ্যময়ী শান্তিভরা
কোল হ'তে করিয়া বঞ্চিত,
দুর্গন্ধ পুরীষপূর্ণ রৌরবে নিক্ষেপি
কত দিন কত কাল দানিবে যন্ত্রণা ?
ছিনু এক জ্যোছনার রঞ্জিত নেশায়
পুলক-তন্দ্রায়, ছিনু এক অনাবিল
শান্তির আলয়ে, কিন্তু হায়—

শ্রীকৃষ্ণ। শিশুপাল !

শিশুপাল। এঁ্যা—না—না, কই, কিছুই তো না !
মায়া ! মায়া ! প্রহেলিকা ! আরে আরে
মায়াবী কেশব ! [গদা উত্তোলন]

শ্রীকৃষ্ণ। তবে ধরিলাম সুদর্শন বিনাশে তোমার।

যাদবীর প্রবেশ।

যাদবী। কেশব! পূর্ব্ব সত্য করহ স্মরণ—

শ্রীকৃষ্ণ। ওঃ! [চক্র নামাইয়া] শিশুপাল!
এই তব ঊনআশি অপরাধ
করিনু মার্জ্জনা। এসো দেবানন্দ!

[দেবানন্দ সহ প্রস্থান।

যাদবী। পুত্র! জ্ঞান চক্ষু কর উন্মিলন,
সামান্য মানব নহে যশোদানন্দন।

[প্রস্থান।

শিশুপাল। কৃষ্ণ নহে সামান্য মানব,
তবে কেন তার সজীব মূরতি?
অসীম বিরাট যিনি,
কেন তার জননীজঠরে বাস?
বলবন্ত! অত্যাচারে ডুবাও মেদিনী;
ভেঙ্গেছে ধৈর্য্যের বাঁধ,
ছিঁড়েছে মর্ম্মের রজ্জু, ছুটেছে প্লাবন,
উন্মাদ—উন্মাদ আমি,
সাজাও বাহিনী দ্বারকাবিজয়ে।

[দ্রুত প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ বলবন্তের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বহির্ব্বাটী।

কল্পতরু শর্ম্মা পায়চারি করিতেছিল।

কল্পতরু। বাপ্ রে বাপ্, কি সৃষ্টিছাড়া কান্না রে! বাপ্—একটী গাদা ছেলে মেয়ে! চ্যাঁ-ভ্যাঁ ট্যাঁ-ট্যাঁ দিন-রাত্তির লেগেই আছে। মনে করলুম কোথায় একটু ঘুমোবো, বাপ্—দীনু খুড়োর বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়েছে। অত চেঁচামেঁচি কান্নাকাটির ঠেলায় কি আর ঘুম হয়! ছেলে তো নয়, যেন এক একটা রাক্ষস-খোক্কস! লুচি সন্দেশ ব্যাটারা যে কত খেতে পারে, তার নির্ণয় নেই। আহা-হা, কি সব মূর্ত্তি! কেউ একটী ঘটী, কেউ একটী ঘড়া, কেউ একটী জালা—নাদা—জয়ঢাক। বছর গেছে না গেছে, অম্নি দীনু খুড়োর বাড়ীতে ষষ্ঠীপূজো—সেটেরাপূজো! ভাগ্যবান খুড়ো আমার, নেমন্তন্ন-বাড়ীতে অনেক লুচি সন্দেশ পাবে। গোবিন্দ হে! আমি বড়ই হতভাগ্য; এত ছুটোছুটিতে একটীও ছেলে হ'লো না। (এত ক'রে মাগীটাকে বলি, যা হয় ক'রে অন্ততঃ একটাও ছেলে কি মেয়ে পেটে পোরো! নাঃ, মাগী কোনই কর্ম্মের নয়। ষষ্ঠীপূজো ক'রে ক'রে তো ফতুর! ষষ্ঠী বুড়ীও কাণা হয়েছেন। অহো, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা! জন্মটা বৃথাই গেল! মাগী গেছে বাপের বাড়ী; মেধোকে পাঠিয়েছি, দেখি দেবীর আবির্ভাব হয় কি না!

তোতলা মেধোর প্রবেশ

মেধো। দা—দা—দা—

কল্পতরু। কই রে বাপ্ মেধো, দেবী কৈ ?
কি শুনাবি বারতা ?

মেধো। দা—দা—দা—দাদাঠাকুর !

কল্পতরু। বল্—বল্ বাপ্
ওরে কালাধন,
এলো কি মোর সরসী রতন ?

মেধো। দা—দা—দা—

কল্পতরু। ওরে শীঘ্র বল্,
কত আর দা—দা করিবি রে বাপ্ ?
শুনে শুনে কর্ণছিদ্র বুজিল আমার।

মেধো। দি—দি—দি—

কল্পতরু। ওরে গোপাল, শীঘ্র বল্—

মেধো। দি—দি—দিদি—ঠা—ঠা—ঠা—

কল্পতরু। বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি ;
ওরে ধন কষ্টিক পাথর !
দা-দা দি-দি ঠা-ঠা সবই বুঝেছি।
শীঘ্র বল্ কুশল তাহার ?

মেধো। দি—দি—দিদি—ঠা—ঠা—ঠাকরুণ—
আ—আ—ম—ম—ম—

কল্পতরু । আর নয়—আর নয়,
সব ছেড়ে ধরিলি রে ম ?
ওরে—ওরে কালাধন, প—ফ বল্,
ময়ে আর নাহি প্রয়োজন ।
কই মোর সুচন্দ্রবদনী ?

মেধো । আ-আ-আমার দি-দি-দিদি ঠাক্‌রুণ আ-আ—আস্‌ছেন ।

কল্পতরু । আস্‌ছেন ? যা—যা, শীঘ্র তারে নিয়ে আয় ।

[মেধোর প্রস্থান ।

কল্পতরু । ওহো, দেবী আস্‌ছেন । অশ্বে, গজে, না দোলায়, কিসে আস্‌ছেন ? বল মন, দেবী কিসে আস্‌ছেন ? বোধ হয় চরণবাবুর জুড়ী গাড়ী চ'ড়েই আস্‌ছেন ।

বৈষ্ণববেশী ভ্রমর ও বৈষ্ণবীবেশিনী কমলের প্রবেশ ।

কমল ও ভ্রমর । দু'টী ভিক্ষে পাবো বাবাঠাকুর ?

কল্পতরু । [স্বগত] কি উৎপাত, এ সময় আবার ভিক্ষে ! [প্রকাশ্যে] হাত জোড়া—ফির্‌তে হবে ।

ভ্রমর । হাত তো দিব্যি খোলা রয়েছে ।

কল্পতরু । দেবো না বলাই বুঝি ভাল ?

ভ্রমর । বাবাঠাকুর ! আমরা যে ! চিন্‌তে পার্‌ছো না ?

কল্পতরু । আরে রামচন্দ্র—রামচন্দ্র ! তো ব্যাটাদের দেখ্‌লে যে চিন্‌তেই পারা যায় না । আয়—আয়, বড় শুভক্ষণে এসেছিস্ ; আজ দেবী আস্‌ছেন । হ্যাঁ রে, আবার এ ব্যবসা কদ্দিন ধর্‌লি ?

ভ্রমর। কি করবো বাবাঠাকুর ? অন্য কাজ তো কিছু জানি নে, এই একটু আধটু গান-বাজনা যা জানি।

কল্পতরু। এতদিন দেশ ছেড়ে ছিলি কোথায় ?

ভ্রমর। এই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। মা বাপ তো আর বাড়ী ঢুকতে দেয় না। এই কিছুদিন বাইরে গেছিনু।

কল্পতরু। আহা-হা, বাপ মায়ের ভারী অন্যায়, এমন গোপালদের বাড়ী ঢুক্‌তে দেয় না। যাক্, সে ব্যবস্থা আমি এখন ক'রে দেবো। ইস্, কম্‌লা ব্যাটাকে বেড়ে বষ্টুমী মানিয়েছে তো ? দেখিস্ বাবা, শেষকালে যেন কোন কাঁড়াদাস বাবাজীর পাল্লায় পড়িস্ নে। যাক্, এখন দেবী আস্‌ছেন ; তোরা ততক্ষণ বেশ একটু রসাল গোছের দেবীর আগমনী সঙ্গীত লাগিয়ে দে।

গীত।

ভ্রমর।— তুই রাধে হ'য়ে দাঁড়া দেখি চাঁদ,
আমি তোর পায়ে ধরি।
বাঁকা চোখে নয়না হেনে বসিয়ে দে না প্রেমের ছুরি॥

কমল।— আমার এ কাঁচা বয়স পড়ছে যে রস টস্-টস্,
ওরে প্রাণ বিলাই কাকে বল্, আমি যে জ্ব'লে মরি॥

ভ্রমর।— (আমি) এই সেজেছি রসময়, রসে ভরা হিয়া সব সময়,

কমল।— আমারও রসের চোটে, মরা গাঙ্গে জোয়ার ছোটে,
রসময়ী নামটী আমার ছুঁড়ি রসের পিচকারি॥

ভ্রমর। কেমন বাবাঠাকুর ?

কল্পতরু। চমৎকার ! চমৎকার ! আয়—আয় ব্যাটারা, তোদের

গায়ে ভৃগুপদচিহ্ন এঁকে দিই—[কমল ও ভ্রমরের পৃষ্ঠে পদস্থাপন] যা—যা ব্যাটারা, ধন্য হ'য়ে গেলি। তাই তো, দেবী এখনও আবির্ভূতা হ'চ্ছেন না কেন ? তবে কি মেধো বেটা চালাকি করলে ? ওরে বাপ মধু, কি শুনালি বারতা ? হ্যাঁ, ছ্যাখ্—ছ্যাখ্, তোরা এখন যা, কাল আসিস্—দেবীকে সঙ্গীত শ্রবণ করাবি। এই নে একটা পয়সা, এক পুরিয়া গাঁজা খাবি—[পয়সা প্রদান]

কমল ও ভ্রমর। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে !

[উভয়ের প্রস্থান।

কল্পতরু। ওহো, দেবী আস্ছেন ; একটু ভদ্রলোক হ'য়ে বসি। [তথাকরণ] ওহো-হো, [উঠিয়া] আর যে থাক্তে পাচ্ছি নে, আমার যে বাহু তুলে নাচ্তে ইচ্ছে করছে ! [নৃত্য]

মেধো। [নেপথ্যে] স—স—স—

কল্পতরু। ওরে মেধো, স—স করিস্ কেন রে ধন,
তবে কি হইল সর্পাঘাত ?
ওহো-হো, কি শুনালি বারতা ! [পতন]

দ্রুত মেধোর পুনঃ প্রবেশ।

মেধো। দা—দা—দা—

কল্পতরু। এসেছ—এসেছ সরসী সরলে ! [মেধোকে জড়াইয়া ধরিল।]

মেধো। ও—ও—ও—বা—বা—বা—দা—দা—

কল্পতরু। সর—সর—

মেধো। ও—ও—ও—এ—এ—এ—আ—আ—আ—

[পলায়নে উদ্যত ও পতন]

সরসীর প্রবেশ।

সরসী। ওমা, ও কি গো? মেধোকে অমন ক'রে মারছো কেন?

কল্পতরু। এঁ্যা! একি হেরি আজ,
সরসী ফুটিল বুঝি শুষ্ক মরুবুকে!
[মেধোর হস্ত ধরিয়া]
মেধো রে! ওঠ্ রে ধন—

মেধো। [উঠিয়া] আ—আ—আ—মা—মা—[চীৎকার পূর্ব্বক ক্রন্দন]

কল্পতরু। ওরে—ওরে মেধো! ভাবঘোরে
হ'য়ে গেছে, কি করিব বল্!
ওরে মেধো, শীঘ্র হাওয়া কর—
বড় কষ্ট হয়েছে দেবীর।

সরসী। যাও—যাও, অত রসিকতায় আর কাজ নেই। এত দিন বাপের বাড়ী গেছি, একটীবার তো যেতে হয়! আর সে সুখবরও বোধ হয় পাও নি?

কল্পতরু। কি খবর—কি খবর?

সরসী। শোন; আমি যে—[কানে কানে বাকীটুকু বলিল।]

কল্পতরু। ওহো-হো, ভাগ্যবান আমি,

এতদিনে পূর্ণ হ'লো ষষ্ঠীপূজা মোর।
এসো—এসো দেবী, বংশরক্ষে মহাভদ্রে !
রাত্র অধিক, করিবে শয়ন।

সরসী। শোবার দিন কি আর আছে? আমি চল্লুম—

[প্রস্থান।

কল্পতরু। ওরে—ওরে মেধো !
ধর্—ধর্, শীঘ্র ধর্,
বুঝি যায় মান ক'রে মানিনী আমার।

মেধো। তু—তু—তুমি—ধ—ধ—ধর গে না ! আ—আ—মা—মা—আমার—ক—ক—কলা—

[বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতে দেখাইতে প্রস্থান।

কল্পতরু। ওরে মেধো পাষণ্ড বর্ব্বর !
আমি কি বানর, দেখালি কদলী ?
দাঁড়া—দাঁড়া ব্যাটা,
দেবী না পাইলে তোর বধিব জীবন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চণ্ডীমণ্ডপ।

মাধবাচার্য্য গীতা পাঠ করিতেছিলেন।

মাধবাচার্য্য। অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং,
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্,
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং,
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ [প্রণাম]
কি সুন্দর কি মধুর,
মধুময় তব নাম হে দয়াময়!
নবীন নীরদ শ্যাম নীলেন্দিবর লোচনং
বনমালা বিভূষিতং,
মধুর মুরলীধারী পীতবাস জনার্দ্দন।
কোথা হে অদেখা মম,
দেখা দাও—দেখা দাও দেব!
ডুবে যায় দিনান্তের কর্ম্মক্লান্ত রবি,
গোধূলির ম্লান হাসি সন্ধ্যা আসে ধেয়ে।
কত কাল অশ্রুবারি সাথে করি
উদ্‌ভ্রান্ত পথিক সম ভ্রমিব ধরায়?
কাম্য আশা প্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা,
সব দেছি বিসর্জ্জন
সুদুর্লভ চরণ-কমলে তব।

অকিঞ্চন অন্ধ আমি,
আর্ত্তের সান্ত্বনা তুমি,
ব্যথিতের ব্যথানিবারণ ;
বিপদ বারণ! তবে কেন
ঝরে জল অবিরল শ্রাবণধারায় ?
তুমি বিনা কে আছে কোথায়
করিতে এ ব্যথা উপশম ?
বিভ্রম অনিত্যমাঝে সাজিয়া রিপুর দাস,
রুদ্ধ হয় শ্বাস,
কাছে এসে হাত দু'টী ধ'রে
ভবসিন্ধু পার করিবারে
হও হে সহায়।) অভাজন আমি,
নাহি জানি পূজা ও অর্চ্চনা,
আছে শুধু ভক্তি মন্ত্র
পুষ্পাঞ্জলি দিতে প্রভু
ত্রিদিববাঞ্ছিত সেই রাতুল চরণে।

গীতকণ্ঠে শিষ্যবালক ও বালিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

বালকগণ।— ওই বাঁশী বাজে—ওই বাঁশী বাজে,
বিরাট অসীম আকাশেরি মাঝে।
বালিকাগণ।— ওই শোন অদূরে সুমধুর সুরে
ললিত ক্ষরিত মধুর তান,

অমল হিল্লোলে তটিনীকল্লোলে,
করিছে নিয়ত অমিয় দান,
আর কেন ব'সে, দেখে যাও এসে,
নিরাশ আঁধারমাঝে প্রভাত রাজে ॥

বালকগণ ।— পুলকে তরণী আসিছে ছুটিয়া,
বালিকাগণ ।— ঊষার তরুণ আলোক মাখিয়া,
বালকগণ ।— রুণু-ঝুণু ওই শোন নূপুরের ধ্বনি,
বালিকাগণ ।— পুলক আবেগে বিবশা ধরণী,
আগত মুক্তি মোহন সাজে ॥

গীতকণ্ঠে দেবানন্দের প্রবেশ ।

দেবানন্দ ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

এবার বেজেছে তাঁর মোহন বাঁশী, ভেঙ্গেছে তাঁর ঘুমের রেশ,
এবার স্তব্ধ নীরব অসীম বুকে ফুটেছে তাঁর মধুর বেশ,
এবার ঝরবে না আর নয়নধারা সারা সকাল সাঁঝে ॥

[প্রস্থান ।

মাধবাচার্য্য । এ্যাঁ, সত্য সত্যই কি শ্রীভগবানের অনুকম্পা ব্যথার বুকখানা জড়িয়ে ধরেছে দেবানন্দ ? সত্যই কি তাঁর পূর্ণ আশীর্ব্বাদ প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে পড়েছে ভাই ? তবে আর চিন্তা কি ? এই শস্য-শ্যামলা সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমির ভাবী আশা সুখ-শান্তির প্রতিমূর্ত্তিগণ ! যাও—মাতৃপূজার জন্য প্রস্তুত হও গে ।

[শিষ্যবালক ও বালিকাগণের প্রস্থান ।

বলবন্তের প্রবেশ।

বলবন্ত। কিসের মাতৃপূজা মাধবাচার্য্য ?

মাধবাচার্য্য। পুত্রের মহান কর্ত্তব্যে গড়া পূর্ণ নিবেদনই মাতৃ-পূজা বলবন্ত !

বলবন্ত। কার আদেশে ?

মাধবাচার্য্য। পুত্রের জন্মগত অধিকারে ন্যায্য দাবীর আদেশে, আর এই অন্তরের উজ্জ্বল শ্যামল বিবেকের আদেশে। এ আদেশ কাউকে দিতে হয় না, নিয়ত অবিরত তরঙ্গিনীর মত জন্মভূমির পায়ের তলায় আপনিই লুটিয়ে পড়ে।

বলবন্ত। পারবে না সে পূজা করতে শিশুপালের রাজত্বে বাস ক'রে প্রজারূপে।

মাধবাচার্য্য। কেন, প্রজা দুর্ব্বল নিরুপায় ব'লে ? প্রজার মা বাপ নাই—কর্ত্তব্য নাই—পূজা নাই—দিন নাই—সময় নাই—অসময় নাই—বিচার নাই, দিন রাত্রি কেঁদে কেঁদে বেড়াবে পথে বেড়ানো কুক্কুরের মত, কেমন ? কিন্তু যার রক্ষাকর্ত্তা এ জগতে কেউ নেই, তার রক্ষাকর্ত্তা একজন আছে, সে—

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি।

সহসা শিশুপালের প্রবেশ।

শিশুপাল। তুমি ? কোন্ তুমি ? কোন্ রাজ্যের তুমি ? (শ্যাম

নীরদ মন্দার-উছলিত মলয়ানিল-সঞ্চালিত অমর মধুপ তুমি, না অলীক অনিত্য নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর জাগতিক নরক তুমি ? বল—

শ্রীকৃষ্ণ। যদি না বলি ?

শিশুপাল। তা হ'লে এই গদার প্রচণ্ড আঘাতে তোমার চতুর শঠতায় গড়া মূর্ত্তিটা চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেল্‌বো। আমি শিশুপাল— ভক্তিমার্গের জীব নয়, কর্ম্ম-উপাসক কর্ম্মী।

শ্রীকৃষ্ণ। আর আমিও সে কর্ম্মসাধনার সুদূর ভবিষ্যৎ পথের নির্দ্দেশক। ভাগ্যের অনুকম্পায় তুমি ভাগ্যবান, কিন্তু এই নির্দ্দোষ প্রজাদের উপর অযথা নির্য্যাতন ক'রে মিথ্যা কৃষ্ণদ্বেষের উত্তেজনাটা জাগিয়ে তুল্‌ছো কেন চেদিরাজ ? অহংজ্ঞানে আপনাকে হারিয়ে, জীবনযাত্রার পথ মরুময় ক'রে তুল্‌ছো কেন ? মায়ের স্নেহ, ভগ্নীর ভালবাসা, ভায়ের প্রেম, সবই ভুলে গিয়ে আজ তুমি দানব-অভিনয়ে উচ্ছ্বসিত ! কেন ?

শিশুপাল। আমার রাজ্য আমি বুঝবো, তুমি কে ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড—সূর্য্যের মত সমদর্শী—জলের মত পক্ষপাতিত্বশূন্য।

শিশুপাল। মিথ্যা ! তুমি পক্ষপাতী—অজ্ঞানদর্শী—স্বার্থপর !

শ্রীকৃষ্ণ। কে বল্‌লে ভ্রান্ত ?

শিশুপাল। কে বল্‌লে ? বল্‌ছি আমি ; এই প্রকৃতির বুকে দাঁড়িয়ে আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, তুমি পক্ষপাতী অজ্ঞানদর্শী স্বার্থপর। মাধব ! তুমি রাজকর দানে স্বীকৃত কি অস্বীকৃত ?

মাধবাচার্য্য। ব্রাহ্মণ যে সে স্বীকার সত্যের বহুদূরে রাজা !

শিশুপাল। তুমি প্রজা—রাজকর দিতে বাধ্য।

মাধবাচার্য্য। প্রজা হ'লেও ব্রাহ্মণ রাজকর দেবে না তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

শিশুপাল। দেবে না? বন্দী কর বলবন্ত! দেখি, আজ তুমি কোন্ শক্তিতে শক্তিমান।

শ্রীকৃষ্ণ। চেদীশ্বর! করি অনুরোধ—ত্যজ ক্রোধ,
অহং জ্ঞানে আত্মহারা হ'য়ে
বিশ্ববুকে কেন জ্বালো অশান্তি-অনল?
ব্রাহ্মণ যে পূজ্য জগতের।
জগতের আদি হ'তে এই জাতি
নিষ্করে বসতি করে ধরণীর বুকে।
(তাহাদের চক্ষে জল—
প্রতিফল পাইবে নিশ্চয়।
এ বড় ভীষণ জাতি,
কিন্তু তবু দয়ার হিমাদ্রি।
অভক্তি-আঘাতে যদি
দীর্ণ হয় ব্রাহ্মণের বুক,
রক্ষা নাই—পুড়ে যাবে বিশ্বরাজ্য
বক্ষরুদ্ধ প্রলয়-অনলে।)
ঐশ্বর্য্য-সম্পদত্যাগী
মুষ্টিমেয় তণ্ডুলপ্রয়াসী
নির্ব্বিকারে নির্ব্বাহে জীবন,

ভ্রম বশে সর্পশিরে ক'রো না আঘাত,
মৃত্যু হবে দংশনজ্বালায়।

শিশুপাল। উপদেশপ্রার্থী তব নহে শিশুপাল।
কেন অযাচিতে হেন কাব্য প্রতিকূলে
এসেছ হে নির্দ্দয় লম্পট ?
কেবা চাহে তব নীতি লইতে শ্রবণে ?
কর তুমি সেবা গিয়ে ব্রাহ্মণচরণ,
না শোনাও ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য,
আমি জানি ভালরূপ জাতির গৌরব।
লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিতে পারে যারা,
শিশুপাল তাহাদের নাহি করে দয়া বিতরণ।

শ্রীকৃষ্ণ। না—না, দিও না শৃঙ্খল ওই সুকোমল করে,
নিরীহ জনায় হায় ফেলিয়া অনলে
হেন ভাবে ব'ধো না জীবন।
মুক্তি দাও ব্রাহ্মণেরে ;
কৃষ্ণদ্বেষে ঝরে যদি নয়নের জল,
নিরীহ দুর্ব্বল যদি ত্যাগ করে কাতর নিঃশ্বাস,
কাজ নাই কৃষ্ণদ্বেষে আর,—
বন্দী করি মোরে, মুক্তি দাও
বিনিময়ে নিষ্পাপ ব্রাহ্মণে।

মাধবাচার্য্য। প্রভু ! একি তব লীলা—
একি ছলা ভক্তসনে আজ ?

শ্রীকৃষ্ণ । ভক্ত তরে অনলে অনিলে জলে
সর্ব্বত্র নিবাস ; ভক্তি লাগি
সহি আমি দুর্নিবার যন্ত্রণা অপার ।

শিশুপাল । বলবন্ত !

শ্রীকৃষ্ণ । বাঁধো মোরে, বাঁধিও না মহান ব্রাহ্মণে ।

শিশুপাল । স্বেচ্ছায় এ বন্দিত্ব স্বীকার,
না করিতেছ পরিহাস ?

শ্রীকৃষ্ণ । নহে পরিহাস—সত্য বাণী ইহা ব্যথিতের,
ব্যথা বিমোচনে সহ্য করি সব ।

শিশুপাল । উত্তম ! বলবন্ত ! শৃঙ্খলিত কর এরে ।
[বলবন্ত কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন]
চল তবে চতুরালী !
কারার যন্ত্রণা নিতে দস্যুর আলয়ে ।
বলবন্ত ! নিয়ে চল—নিয়ে চল,
সপ্তসিন্ধু করিয়া মন্থন
লভিলাম আজি অমূল্য রতন ।

বলরামের প্রবেশ ।

বলরাম । আরে—আরে বলদীপ্ত দর্পীত ভুজঙ্গ,
নাহি আর রক্ষা তোর !
ভীম হলে ফেলি ক্ষিতিতলে,
গঠিব নীরব তব সমাধির স্তূপ ।

শিশুপাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! হের এই বন্দী কেবা ?
অনন্ত অভয় যার পূর্ণ করতলে,
কিবা ভয় তার ?
বলবন্ত! কর অস্ত্র বরিষণ
হলায়ূধে করিতে বিনাশ।

[যুদ্ধ করিতে করিতে বন্দী শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া শিশুপাল ও বলবন্তের প্রস্থান।]

বলরাম। দাঁড়া—দাঁড়া রে দানব!
কোথায় পলাবি তুই, নাহি পরিত্রাণ!

[প্রস্থান

মাধবাচার্য্য। একি! একি খেলা খেলিলে মুরারি ?
অনন্ত অসীম শক্তি লুকায়ে কোথায়,
বন্দী সাজে সাজিলে কেশব ?
ভ্রান্ত আমি, নাহি জানি গঠিয়াছ
কি কারু কলাপে বিশাল বিরাট বিশ্ব,
আর এই রিপুদাস মানবসন্তানে ?
নাহি জানি কোন্ ভাবে
চলে তব লীলার কৌশল!

দেবদত্তের দ্রুত প্রবেশ।

দেবদত্ত। দাদা! দাদা!

মাধবাচার্য্য। কি হয়েছে ভাই ?

দেবদত্ত। আমার পুত্রকে এইমাত্র একজন রাজকর্ম্মচারী এসে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল। কি হবে দাদা ?

মাধবাচার্য্য। ভয় নাই; পুত্র তোমার ধ্রুব প্রহ্লাদের মত শত্রু জয় ক'রে ফিরে আস্‌বে। হৃদয় দৃঢ় ক'রে ধৈর্য্য ধ'রে দাঁড়াতে শেখো, দেখ্‌বে—অনন্ত বেদনার পথে সুখ-ঊষার নব অভিসার।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

শান্তিময় গাহিতেছিল।

গীত।

আমি বহুদূর হতে শুনেছি গো তোমার বাঁশীর মধুর তান।
দেখি নাই তব সেরূপ কেমন নবীন নীরদ ঠাম॥
তটিনীর কুলু কলাপে, বিহগের মধুর আলাপে,
যেন ফুটে ওঠে তোমারি মূরতি শিহরিত করে প্রাণ,
যেন সেথা হ'তে মঙ্গল করে কর তুমি কত দান॥

উঃ—বড় তেষ্টা! গলা শুখিয়ে গেছে। কেউ একটু জল দেয় না? প্রহরী! আমায় একটু জল দাও না ভাই! ওঃ, দেবে না? দয়াল হরি আমায় একটু জল দাও—

গীতকণ্ঠে জলপাত্রহস্তে বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—

গীত ।

পথে যেতে যদি কাঁটা বিঁধে পায়, আমি তুলে দিই ওরে যতনে ।
আঁধারেতে জ্বালি সুন্দর আলো নিয়ে যাই সুখ-স্বপনে ॥

[শান্তিময়ের সম্মুখে জলপাত্র ধরিল, শান্তিময় জলপান করিল !]

শান্তিময় ।— ওগো, কে গো তুমি আজ
বাঁচালে আমায় তৃষ্ণায় বারিদানে,
কি নব প্রেরণা জাগালে গো আজি আমারি দহিত পরাণে,

শ্রীকৃষ্ণ ।— ওরে আমি যে রে তোর কান্নার সাথী,
কাঁদিতে এসেছি ভাই,

শান্তিময় ।— তবে কাছে এসো মোর কান্নার সাথী
কাঁদিতে শয়নে স্বপনে ॥

নেপথ্যে বলবন্ত । কে রে কারাগারে ?

শ্রীকৃষ্ণ । প্রহরীর কণ্ঠস্বর ! পালাই—

বলবন্তের প্রবেশ ।

বলবন্ত । কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে শান্তি ?

শান্তিময় । জানি না সেনাপতি মশায়, কে সে ? আমি তেষ্টায় খুব 'জল—জল' ক'রে কাঁদ্‌ছিলুম, এমন সময় জল নিয়ে সে আমার কাছে এলো । আহা, কি সুন্দর রূপ তার !

বলবন্ত । বটে ! চালাকি হ'চ্ছে পাজি নচ্ছার ! এখনি বেত লাগাবো—

শান্তিময়। সত্যই সেনাপতি মশায়, তার কি রূপ!

গীত।

ওগো কিবা সে রূপের মাধুরী।
বনমালা গলে চূড়া মনোহর আঁধারেতে আলোলহরী
বাঁশরী করেতে, চরণে নূপুর রুণু-রুণু ঝুনু বাজে,
সে রূপপ্রবাহে মুরছিত আঁখি যেন সে হৃদয়মাঝে,
নাহি জানি ওগো কি নাম তাহার, সে কি গো আমার হরি?

বলবন্ত। বটে! বল্, সে কে? কি, বল্‌বি নে? [বেত্রাঘাত]

শান্তিময়। উঃ! মেরো না—মেরো না—

বলবন্ত। একদম মেরে ফেল্‌বো আজ—[বেত্রাঘাত]

শান্তিময়। উঃ! মা—মা! আমায় মেরে ফেল্লে মা!

যাদবীর প্রবেশ।

যাদবী। ভয় নাই—ভয় নাই বাবা! পুত্রের কাতর ডাকে মা আজ ছুটে এসেছে। বলবন্ত! যাও—দূর হও নির্দ্দয়!

বলবন্ত। মহারাজের আদেশ—

যাদবী। মহারাজের আদেশ? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, একটা দুর্ব্বল শিশুর কোমল অঙ্গে ওই কঠোর শাসন-বেত্র তুল্‌তে তোমার পুত্রের মুখখানা কি একটীবার মনে পড়্‌লো না? যাও! যাবে না? আচ্ছা দেখি, তুমি কিরূপভাবে প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাও? স্মরণ থাকে যেন, তুমি যার দাস, সে আবার আমারি দাস।

[শান্তিময়কে লইয়া প্রস্থান।

বলবন্ত। অদ্ভুত শক্তি! যাক্—দেখি, বন্দী শ্রীকৃষ্ণের কি দুর্গতি! [প্রস্থানোদ্যত]

প্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

প্রদ্যুম্ন। কৈ, কোথায় পিতা ?

বলবন্ত। কারাকক্ষে। কি প্রয়োজন ?

প্রদ্যুম্ন। আমি তাঁকে মুক্ত করবো।

বলবন্ত। তাই বুঝি অলক্ষ্যে এসেছ এই কারাগারে ? মনে রেখো, এটা শিশুপালের রাজ্য, গোচারণ নয়।

প্রদ্যুম্ন। রসনা সংযত ক'রে কথা কও রক্ষী! বন্দী পিতাকে উদ্ধার করতে প্রদ্যুম্ন আজ মহাশক্তির সৃষ্টি করবে। পথ ছাড়ো—

বলবন্ত। প্রবেশ নিষেধ।

প্রদ্যুম্ন। কে বাধা দেবে প্রবেশে আমার ? এই আমি চললুম, দেখি তুমি কিরূপভাবে আমার প্রবেশে বাধা দাও।

বলবন্ত। নীচ গোপের স্পর্দ্ধা দেখ্ছি আকাশ ছাপিয়ে উঠেছে—

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

প্রদ্যুম্নের পুনঃ প্রবেশ।

প্রদ্যুম্ন। পলায়িত দানব দুর্ব্বার ;
দেখি, কোথা পিতা করে অবস্থান।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কুটীর।

উন্মাদিনী করুণার প্রবেশ।

করুণা। ওরে ভাগ্য! শান্তি আমার নেই। শান্তি! শান্তি! আমার শান্তিময় সংসার যে আজ অশান্তি-মরুভূমি। শান্তি! বাবা আমার! উঃ, কি কোমল উপাদানে এই মা জাতিটাকে তৈরি ক'রে জগতে পাঠিয়ে দিয়েছে ভগবান? কোথা যাই, কাকে শুধাই শান্তির কথা? ওরে বাতাস! তোর তো অগম্য স্থান কোথাও নেই, তুই কি আমার শান্তিকে দেখেছিস্? হে সর্ব্বদর্শী দিবাকর! তুমি তো দেখ্‌তে পাচ্ছো শান্তি আমার কোথায়, তবে ব'লে দিচ্ছো না কেন? আমি দুঃখিনী ব'লে কি এতটুকু দয়া কর্‌তে নেই? সহস্র যন্ত্রণা ভুলে যাকে এত বড়টা ক'রে তুল্‌লুম, সে যদি আমার চ'লে যায়, তবে কাকে নিয়ে এ সংসারে আমি বেঁচে থাক্‌বো? (উঃ, কি অদৃষ্ট! নাঃ—আর এ পোড়া প্রাণে কাজ নেই! আমার এই রূপই হ'চ্ছে জগতের বালাই; এই রূপের জন্য আজ আমি রত্নহারা ফণিনী।) যাবো কি সেই শিশুপালের কাছে পুত্রের জন্য? ([illegible]) না—না—তা পারবো না; কালের কল্লোলে ভেসে যাক্ আমার যথা সর্ব্বস্ব, চিরবাঞ্ছিত নারীর সতীত্ব রত্ন বিসর্জ্জন দেওয়া যে অসম্ভব। হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে; আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সকল জ্বালার অবসান করি গে। [প্রস্থানোদ্যতা]

গীতকণ্ঠে দেবানন্দের প্রবেশ

দেবানন্দ।—

গীত।

মা! তুই অভিমানটা কর্ না দূর।
চুপ্ ক'রে তুই কান পেতে শোন্ ছিন্ন বীণার আশার সুর॥
আত্মঘাতী হ'য়ে কেন মর্‌বি শুধু কেঁদে,
অমাবস্যার অন্তরালে পাবি নয়নচাঁদে,
তখন তোর শূন্য কোলে পড়্‌বে ঝ'রে মধুর ধারা ভরপুর॥

[প্রস্থান।

করুণা। মিথ্যা—মিথ্যা—সব মিথ্যা! মিথ্যার আবরণে আবৃত এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড। ফুল ঝ'রে পড়্‌লে আর সে রূপের ছটা নিয়ে নয়নের শান্তি বাড়িয়ে তোলে না। পুত্রহারা জননীর যে কি মর্ম্মন্তুদ্ বেদনা, তা সেই পুত্রহারা জননী ব্যতীত কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। নাঃ—মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়। এই উপযুক্ত অবসর—আর অপেক্ষা করবো না—[প্রস্থানোদ্যতা]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। আত্মঘাতী কেন হবে দেবী?
কেবা পুত্র, কেবা মাতা?
কেন স্নেহ, কেন আকর্ষণ?
ত্যজ এ বাসনা, নাহিক ভাবনা,
পুত্র তব আসিবে ফিরিয়া।

জননী গো, তব অশ্রুজলে ট'লে ওঠে
অন্তর আমার। মুছ অশ্রুধার,
পুত্রস্নেহে বুকে কর মোরে—

করুণা। কে তুমি? মাতা বলি যদি সম্ভাষিলে,
ধর তবে জননীর পূর্ণ আশীর্ব্বাদ।
ডাক্—ডাক্ ওরে 'মা—মা' ব'লে ডাক্,
ভুলে যাই দুর্ব্বিসহ যুগের যন্ত্রণা।

[বক্ষে ধারণ]

শ্রীকৃষ্ণ। মা!—মা!

করুণা। কে—কে তুমি? ও—বুঝিয়াছি,
পুত্ররূপে তুমি পতিতপাবন!
ওগো দেব, পড়েছে কি মনে
দীনার এ কাতর ক্রন্দন?
জেগেছে কি নয়নের মাঝে
বিশুষ্ক বয়ান?
যদি এসেছ হে অদেখা অনন্ত!
তবে থাকো মোর বক্ষমাঝে
অচল আসন নিয়ে,
ভুলে যাই আমি সংসারযন্ত্রণা।

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। বেশ ভাল ক'রে বুকে জড়িয়ে ধর কল্যাণী! পালালে

আর সহজে ধরা দেবে না। নিষ্ঠুর ভগবান! আর তোমার প্ররোচনায় ভুলছি না; আর তোমার আশা-বাণীর সুফল প্রতিষ্ঠায় সংসারের দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। আমি তোমায় অভিসম্পাত করবো, তোমার ছলনাচালিত অন্তরের মাঝখান দিয়ে আমার তপ্ত অশ্রুর উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়ে দেবো। দেখছো দয়াময়, ঐ পুত্রশোকাতুরা হতভাগিনীর দুর্দ্দশাটা? উপায় কর, না হয় ব্রাহ্মণের অভিশাপ মাথায় তুলে নাও!

শ্রীকৃষ্ণ — ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! রুদ্ধ কর ক্রোধানল তব,
নয়নের অনল-উচ্ছ্বাসে
দগ্ধ হবে বিশ্ব-চরাচর।
ধরি হে চরণ হে সুজন!
রক্ষা কর ধাতার গৌরব।
কালের আবর্ত্তে ওঠা নামা হাসি-কান্না,
সাধ্য নাই ফিরাইতে কালের প্রবাহ।
দেবতার সহ রণে দুরন্ত দানব
কতবার হইয়া বিজয়ী,
কাড়ি নিল স্বর্গরাজ্য খেদাইয়া
অমরনিকরে; তখন কি ছিল না স্বর্গে
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
কালসম শক্তিমান যারা?
কিন্তু কি করিল তারা?
নীরবে কালের আজ্ঞা তুলে নিল শিরে।

(হাতে গড়া বিশ্ব যাঁর,
তাঁরো কালে অনন্ত শয়ন।)
অহেতু এ সৃষ্টিনাশে হও হে বিরত!

দেবদত্ত। হে অতৃপ্ত দর্শন-আশ, সান্ত্বনানির্ঝর,
কামনার সাকার মূরতি!
কত দিনে এ দুর্গতির হবে অবসান?
আর তো পারি না!
বল হরি এ কোন্ ছলনা?
বলিরে ছলিয়া অমরে দানিলে স্বর্গ,
ভার্গবে ছলিলে ভাঙ্গি শিবধনু,
রাবণে ছলিলে রামরূপে জটাজুট
তাপস সজ্জায়, তবে বল দয়াময়!
কি ছলে ছলিছ এই দরিদ্র ব্রাহ্মণে?

শ্রীকৃষ্ণ। ভাবিও না হে ব্রাহ্মণ!
পুত্ররত্নে তব পাইবে ফিরিয়া;
অনলে, সাগরগর্ভে, বাসুকির হলাহলে,
যেখানে থাক্ না কেন, আমার কৃপায়
অঙ্গেতে থাকিবে তার রক্ষার কবচ।
ধৈর্য্য ধর, আসিবে সুখের ঊষা
দুর্ভাগ্যের জীবন-আকাশে;
নতুবা যে দয়াময় নাম মম
লুপ্ত হবে এ বিশ্ব হইতে। [প্রস্থান

দেবদত্ত। আবার ভুলিয়ে দিয়ে গেলে ? যাও পাষাণ ! দেখি, আরও কত কাঁদাতে পার !

ভবানীদেবীর প্রবেশ।

ভবানী। পেয়েছি—পেয়েছি দেবদত্ত, তোমার পুত্রের সন্ধান পেয়েছি। মহারাজ শিশুপালের কারাগারে—শুনলুম তার না কি প্রাণদণ্ড হবে ! শীঘ্র আমার সঙ্গে এসো, যদি পুত্রের জীবন চাও। আজ এক মহা পরীক্ষা—পাপ ও ধর্ম্মের সংঘর্ষ—ন্যায়ের অর্চ্চনা—মানবত্বের বিকাশ।

দেবদত্ত। চল—চল দেবী ! এসো কল্যাণী ! আবার না হয় দুর্ব্বাসার স্মৃতি ফুটিয়ে তুলি দর্পীর দর্প অহঙ্কারের মাঝখান দিয়ে ! চল্—চল্ মা তুই সিংহবাহিনী-মূর্ত্তিতে মহিষাসুরমর্দ্দনে, আর আমরাও আবেগকম্পিত কণ্ঠে ডেকে উঠি—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কুসুম-কুঞ্জ।

নর্ত্তক ও নর্ত্তকীবেশী কমল ও ভ্রমর সহ কল্পতরুর প্রবেশ।

কল্পতরু। এই ভোমরা, কমলা! আজ মহারাজের বসন্ত-উৎসব, বেশ ভাল রকম নাচ-গান লাগা—অনেক পুরস্কার পাবি।

ভ্রমর। বসন্ত-উৎসব? সে কি দাদাঠাকুর?

কল্পতরু। বসন্ত-উৎসব—বসন্ত-উৎসব! তুই ব্যাটা ভোমরা, বসন্ত-উৎসব কাকে বলে জানিস্ নে? ফুল ফোটে, কুহু-কুহু কোকিল ডাকে রে ব্যাটা—কোকিল ডাকে। নে—নে—

ভ্রমর। তাই তো, কি গান গাইবো দাদাঠাকুর?

কল্পতরু। কি গান গাইবি? এতদিন তবে কি শিখ্‌লি রে ব্যাটা? খুব রসের গান—মুণ্ডু ঘুরে যাবে! লাগা—লাগা! এই দেখ, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে? লাগা ব্যাটা!

গীত।

ভ্রমর।— আমার এ নবীন প্রাণে ছুটেছে প্রেমের নদী,
ওলো তুই আয় না ছুটে কমলিনী প্রাণ।
পাতার আড়ে ঘোমটা টেনে থাক্‌বি কেন কাঁটার বনে,
ওলো তুই আয় না ছুটে করতে সুধা দান॥

কমল।— আমার এ বুকের মধু, দেবো না কাউকে বঁধু,
ঘোমটা খুলে মুচকি হেসে ছাড়বো কেবল নয়ন-বাণ॥

ভ্রমর।— আমি তোর মনের মত নই কি লো সই,
নই কি লো তোর মনোচোর,
তোর ওই ভাসা চোখের চাওনিতে লো
চক্ষে আমি দেখি ঘোর,

কমল।— তুই পাগল হ'লি আমার তরে,
গেছিস্ ম'রে মদন-শরে,
কলা দেখিয়ে পড়্‌বো স'রে, মধু ফুরুলে কিসের টান।

কল্পতরু। জল এলো বাবা, জল এলো। আজ আমি কল্পতরু—কল্পতরু, তাতে আবার পুত্রমুখ দর্শন করেছি। অহো, কি ভাগ্যবান আমি। এই ব্যাটারা, আমার পায়ের ধুলো নে—পায়ের ধুলো নে, ত'রে যাবি—ত'রে যাবি। এই নে টাকা; যা—যা এখন! একদিন আমার বাড়ী গিয়ে শ্রীমতীকে গান শুনিয়ে আসিস্—[মুদ্রপ্রদান]

কমল ও ভ্রমর। যে আজ্ঞে—

[প্রস্থান।

কল্পতরু। কই, মহারাজের তো এখনো দেখা নেই! আমার যে আর সবুর সইছে না—

শিশুপালের প্রবেশ।

শিশুপাল। কই হে কল্প, উৎসবের কি আয়োজন করেছ?

কল্পতরু। আজ্ঞে সবই প্রস্তুত। ধরুন এই প্রস্তাবনাটা—[মদ্য প্রদান]

শিশুপাল। [পানান্তে] আঃ!

কল্পতরু। কেমন মহারাজ?

শিশুপাল। চমৎকার! আচ্ছা এই পৃথিবীটা কেমন সুন্দর বয়স্য?

কল্পতরু। আজ্ঞে এমন সুন্দর আর কি কিছু আছে? এইবার সুন্দরীগণ এলেই সুন্দরতম হ'য়ে উঠ্‌বে। কই গো, এসো না—

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

আমরা তোমায় ভালবাসি।
পরাণ নিয়েছ আঁখিতে হেনেছ অনল রাশি রাশি॥
গোপনে গোপনে নয়নের কোণে দেখা দিয়ে সখা স্বপনে,
চুরি ক'রে নিয়ে হিয়াটী মোদের বাজাও প্রেমেরি বাঁশী॥
তুমি সুন্দর হ'তে সুন্দর, রসে তনু সখা জরজর,
এসো এসো এসো হিয়ামাঝে ব'সো, আমরা তোমারি দাসী॥

শিশুপাল। সুন্দর! সুন্দর!

কল্পতরু। আজ্ঞে তা বই কি! এ সব রাজা মহারাজার কাণ্ড! আর একটু সুধা পান করুন—

শিশুপাল। [মদ্যপান] আঃ! হঁ্যা, দেখ কল্প, না—না বন্ধু! সেনাপতিটা কোন কাজেরি নয়।

কল্পতরু। দুর্গা বল! অতি অপদার্থ, বীররস মোটেই জানে না।

শিশুপাল। এত ক'রে বল্‌ছি দেবদত্তের স্ত্রীটাকে ধ'রে নিয়ে আস্‌তে, তা কিছুতেই পেরে উঠ্‌ছে না। আন্‌লে কি না ওরে কচি ছেলেটাকে ধ'রে!

কল্পতরু। আজ্ঞে তা আন্‌বে বই কি! উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে। তা যাই হোক্, কিন্তু রাজমাতা যে ছেলেটাকে কারাগার হ'তে মুক্ত ক'রে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।

শিশুপাল। প্রতি কার্য্যে প্রতিবন্ধক আমার মা! আচ্ছা দেখে নেবো—

কল্পতরু। আবার কেষ্ট ঠাকুরটী না কি দেবদত্তের সাহায্য করছে!

শিশুপাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কৃষ্ণ? কৃষ্ণ বন্দী শিশুপালের কারাগারে; এইবার তার সব শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। হ্যাঁ, থাম্‌লো কেন গান?

কল্পতরু। চালাও—চালাও! গা ঘামাও—গা ঘামাও মাণিকরা!

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

ওলো ফুল ওঠ্ না ফুটে দখিন হাওয়া বইছে ওই।
ছুটে আসে ভোম্‌রা বঁধু প্রেম বিলাবি কখন সই॥
ও আমাদের ফুলরাণী গরবিনী কেন ধনি,
ওই যে আসে গুণমণি, লাজে মরি কোথা রই॥
গরব এবার ভাঙ্গবে তোমার, প্রেমের কবাট খুল্‌বে এবার,
হুল্ ফোটাবে দুষ্টু অলি তার লজ্জা সরম আছে কই?

[প্রস্থান।

কল্পতরু। আহা-হা, চ'লে গেল—চলে গেল! আমি উড়্‌বো—উড়্‌বো—উড়্‌তে উড়্‌তে চল্‌লুম তবে—

দ্রুত বলবন্তের প্রবেশ।

বলবন্ত। মহারাজ! বন্দী পলায়িত—

শিশুপাল। কৃষ্ণ পলায়িত?

বলবন্ত। আজ্ঞে, হাঁ মহারাজ!

শিশুপাল। আমার রাজ্যে কি প্রহরী নেই? অপদার্থ সব! যাও—যেমন ক'রে হোক্ কৃষ্ণকে বেঁধে নিয়ে এসো।

গীতকণ্ঠে দেবানন্দের প্রবেশ।

দেবানন্দ।—

গীত।

তাকে বাধ্‌তে পারে কে?
সে যদি না বাঁধন পরে বাঁধ্‌বে তারে কে॥
অসীম জগৎ লুটিয়ে পড়ে, যাহার পায়ে পুলকভরে,
তারে তুই বাঁধ্‌বি ক্ষেপা বাঁধন দিয়ে রে,—
বাঁধ্ না তারে ভক্তিডোরে, যাবে না আর বাঁধন ছিঁড়ে,
থাক্‌বে বাঁধা তোরি ঘরে সমান ভাবে সে॥

[প্রস্থান।

শিশুপাল। আবার—আবার সেই প্রতিবন্ধকতা! বলবন্ত! দেবদত্তের পত্নীকে চাই, আর সেই রাজদ্রোহী মাধবাচার্য্যকেও বন্দী কর; উচ্চহারে রাজকর চাই! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কাউকে বাদ দেবে না; রাজকর না দিলে কারাবাস—প্রাণদণ্ড! যাও—আমার আদেশ।

যাদবীর প্রবেশ।

যাদবী। আর আমারও আদেশ, রাজকোষাগার চির-উন্মুক্ত হবে প্রজার দৈন্য দুঃখের অবসান করতে।

শিশুপাল। [উত্তেজিতভাবে] রাজদ্রোহিণী! যে—

যাদবী। কোথায় চলেছিস্ অজ্ঞান? জানিস্ রাজার জন্ম কত উচ্চের, কত পুণ্যের, কত সাধনার? (পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত স্তূপীকৃত পুণ্য সুফল না থাক্‌লে কেউ কখনো রাজা হয় না। ঈশ্বরের সূক্ষ্ম মূর্ত্তি প্রতিভাত রাজার অন্তরে। কত দায়িত্বপূর্ণ কত বিচারময় কত বিবেক-রঞ্জিত হওয়া চাই রাজার অন্তর! পরম সৌভাগ্য না হ'লে কেউ কখনো একটী সন্তানের মা বাপ হয় না, আর তুই ভগবানের সুনির্ম্মল আশিস্‌সম্পাতে সহস্র সহস্র সন্তানের আজ মা বাপ। বল্ দেখি বাবা, কত আনন্দের—কত সুখের—কত শান্তির জীবন? হারাস্ নে! দর্প-গর্ব্ব অহঙ্কারে গড়া তোর ওই বুক ফাটানো রাজনীতি দিয়ে এমন মধুময় জীবনটাকে বিষাক্ত ক'রে তুলিস্ নে!) ওই শোন্ অবোধ, তোর ছেলে মেয়েরা কাঁদ্‌ছে—চোখের জলে সর্ব্বংসহার বুক-খানা ভাসিয়ে দিচ্ছে, আর যুক্তকরে ভগবানকে ডেকে ডেকে তোরি ধ্বংস ভিক্ষা চাইছে।

শিশুপাল। তবু চাই উৎপীড়ন—অত্যাচার—অবিচার, কোমলতার উপাদানে রাজনীতির সৃষ্টি হয় নি মা! শুনতে চাই না কারও উপদেশ—নীতি—তর্ক-যুক্তি, চাই সেই প্রলয়-প্লাবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা নভোভেদী তুঙ্গ শৃঙ্গের মত কীর্ত্তির অক্ষয় বট প্রতিষ্ঠা করতে। যাও, নারী তুমি—অন্তঃপুরে যাও।

যাদবী। সন্তানের কাছে মা আস্‌বে, তাতে আর লজ্জা সঙ্কোচ কি বাবা? (যে নারী পুত্র ব'লে জগতের বুকে চোখ ফিরিয়ে থাক্‌তে পারে, তার কাছে কি লজ্জা-সরম সঙ্কোচের অবগুণ্ঠন টেনে দিতে পারে তার মাতৃত্ব-প্রেমের উপর দিয়ে?) বড় ভুল বুঝেছিস্ শিশু! মত্তহস্তী বড় বড় শালবন ভেঙ্গে সমভূমি ক'রে দেয়, কিন্তু শৃগালও এসে কুন্ঠিত হয় না তাকে পদাঘাত কর্‌তে, যখন সে কর্দ্দমে প'ড়ে শক্তিহীন হয়।

শিশুপাল। তা হ'লে তুমি বোধ হয় পুত্রের ভাবী নৈরাশ্য দেখে, অমঙ্গলের জয়-ভেরী শ্রবণ ক'রে, নারীসুলভ আশঙ্কা নিয়ে পুত্রকে নিষেধ কর্‌তে এসেচ জননী? অপূর্ণ থাক্‌বে তোমার সে আশা—ভেঙ্গে যাবে তোমার সে সুখ-স্বপ্ন—পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে তোমার ওই পুত্রস্নেহের আকুল টান। কালের স্রোত ফেরে না—ফির্‌বে না—ফির্‌তে পারে না।

যাদবী। এখনো সেই উন্মাদের প্রলাপ? বাজের ডাকে ঘুম ভাঙ্গছে না অন্ধ? (বর্ষাঝরা চোখের জল দিয়ে তুই তোর তৃপ্তি-বীণা বাজিয়ে তুল্‌বি দাম্ভিক? গুচ্ছবদ্ধ একটী ফলকে আঘাত কর্‌লে যে অপরগুলিতেও আঘাত লাগে। আজ এই একটি প্রজানিগ্রহের জন্য দেখ্‌বি তোর রাজ্যের সমস্ত প্রজা একতা-অস্ত্র নিয়ে দীপ্ততেজে ক্ষিপ্তনেত্রে শাসনদণ্ড সব ভুলে গিয়ে তোরি ধ্বংসের জন্য ছুটে আস্‌বে। তখন পার্‌বি নে দাঁড়াতে সেই ব্যথার হাওয়া লাগা আগুনের সামনে) সাবধান—এখনো তুই সাবধান 'হ' শিশু! [প্রস্থানোদ্যতা]

শিশুপাল। দাঁড়াও! ব্রাহ্মণ শিশুকে কারাগার হ'তে মুক্ত করার অপরাধে তুমি বন্দী।

যাদবী। কুসন্তান! স্মরণ নেই, কার অনুকম্পায় তোর এই তেজ দম্ভ? মায়ের হাতে শৃঙ্খল না দিলে কি প্রকৃত পুত্রের পরিচয় দেওয়া হয়?

[প্রস্থান।

শিশুপাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মাতৃ-প্রাণ পুত্রের জন্য সর্ব্বদাই চঞ্চল—আকুল—উদ্বেল। যাও বলবন্ত, তাদের বন্দী ক'রে আনো।

বলবন্ত। যথা আজ্ঞা।

শিশুপাল। কল্পতরু!

কল্পতরু। আজ্ঞে আমি একটী চতুষ্পদ গরু। কি করি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ল্যাজ গুটিয়ে এতক্ষণ জাবর কাট্‌ছিলুম।

শিশুপাল। তুমি আজ হ'তে আমার মন্ত্রী। যাও—রাজ্যের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ কর গে।

কল্পতরু। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে! খেতে—শুতে—উঠ্‌তে-বস্‌তে যে আজ্ঞে। ওহো-হো, পয়মন্ত—পয়মন্ত আমার পঞ্চানন্দ; ব্যাটা হ'তে না হ'তে আমার পদবৃদ্ধি! অহো, দু'পা থেকে একবারে চা—পা! কৈ—কৈ আমার ল্যাজ কৈ?

[পশ্চাতে হস্ত প্রদান করিতে করিতে প্রস্থান।

শিশুপাল। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ! ওঃ, কি যেন একটা বিভীষিকা আমার চোখের সাম্‌নে সদাই জাগ্রত!

দেবদত্ত ও করুণার প্রবেশ।

দেবদত্ত। প্রজারঞ্জনকারী মহারাজের জয় হোক্‌!

শিশুপাল। [সবিস্ময়ে] এ্যাঁ—একি ! তোমরা ?

দেবদত্ত। আশ্চর্য্য হ'য়ো না রাজা ! আমরাই সেই বিশ্বের লাঞ্ছিত দুর্ভাগ্যদলিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, তোমার দ্বারে আজ অতিথি—প্রার্থী ; চাই তোমার মহত্ত্বের এক বিন্দু করুণা—দয়া—অনুকম্পা।

করুণা। আর চাই রাজা আমাদের সেই সাগরছেঁচা অমূল্য রত্নটী—ভিখারিণীর নয়নতারা—শত যন্ত্রণার সান্ত্বনাটুকু। সম্মুখে অমঙ্গলের করাল মূর্ত্তি দেখেও বিশ্বভরা মাতৃত্বটুকু বুকে নিয়ে তোমার নিকট ছুটে এসেছি। ভিক্ষা দাও আমার পুত্রটীকে—মায়ের মুখের দিকে একটীবার চাও !

দেবদত্ত। পুত্রকে ফিরে দাও রাজা ! পুত্রটীকে দান ক'রে তোমার রাজনীতির ইচ্ছামত দণ্ডে আমায় দণ্ডিত কর, নির্ব্বিকার-চিত্তে অবিচলিতপ্রাণে নীরবে তোমার দণ্ড গ্রহণ কর্‌বো।

শিশুপাল। বলবন্ত ! এদের দু'জনকে বন্দী কর। ব্যাঘ্রের কাছে এসেছে দয়া ভিক্ষা করতে !

দেবদত্ত। স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার করছি, শৃঙ্খলের আবশ্যক নেই রাজা !

শিশুপাল। বন্দী কর বলবন্ত !

[বলবন্ত দেবদত্তকে বন্দী করতঃ করুণাকে বন্দী করিতে
উদ্যত হইলে খড়গহস্তে ভবানী দেবী আসিয়া
বলবন্তকে বাধা দিল।]

ভবানী। সাবধান কুলাঙ্গার ! সতী-অঙ্গ স্পর্শ কর্‌লে সাপিনীর মত নিজের সন্তানকে নিজেই ভক্ষণ কর্‌বো।

শিশুপাল। বন্দী কর বলবন্ত !

ভবানী। বলবন্ত ! স্মরণ রাখিস্, আজ আমি রুধিরপিয়াসী চামুণ্ডা। কুপুত্র কুসন্তানের মা হ'য়ে আমি জগতে বেঁচে থাক্‌তে চাই নে। রক্ত চাই—রক্ত চাই—আজ নরপশুর রক্ত চাই !

শিশুপাল। দেখি তবে নারীশক্তি কত ভয়ঙ্করী ! [করুণার কেশাকর্ষণ]

ভবানী। শিশুপাল ! অত্যাচারী দস্যু ! [শিশুপালকে খড়গা-ঘাতে উদ্যত]

শিশুপাল। [দক্ষিণ হস্তে গদা দ্বারা বাধা দান ও বাম হস্তে করুণার কেশাকর্ষণ করতঃ] নারীরক্তে পূর্ণ হোক্ বসন্ত-উৎসব—[গদাঘূর্ণন]

করুণা। [কাতরস্বরে] কোথা তুমি দীনবন্ধু বিপদতারণ,
রক্ষা কর দাসীরে তোমার।
ছাড়্—ছাড়্ রে রাক্ষস—
ছেড়ে দে রে কেশ,
সতী আমি—সতী আমি !
কি করি—কি করি উপায় ?
ভগবান ! ভগবান !

শিশুপাল। নাহি ভগবান—মিথ্যা ভগবান।
কোথা যাবে দর্পিতা ফণিনী ?

ভবানী। রক্ত চাই—রক্ত চাই !
আয়—আয় ওরে দুরন্ত দানব,
চণ্ড সম আজি তোরে করিব বিনাশ।

দে মা শক্তি শক্তিময়ী পার্ব্বতী ঈশানী,
যেন এই অসুরের তপ্ত রক্তে
ধুয়ে দিতে পারি তব চরণ যুগল।

শিশুপাল। আসুক্ সমর-রঙ্গে
তেত্রিশ কোটী দেবতানিকর,
ধ্বংসগর্ভে ডুবে যাক্ বিশাল ধরণী,
উঠুক্ পাতাল ভেদি তীব্র হলাহল,
আমি শিশুপাল—
মহাকাল কালের মূরতি।
(নাচ্—নাচ্ রে মৃত্যু দিয়ে করতালি,
হাস্—হাস্ তুই অট্ট-অট্ট হাসি,
অচল হিমাদ্রী আমি হবো না চঞ্চল।
শক্তিবলে মুক্তিলাভ
পাবে না ভামিনী!) [কেশাকর্ষণ]

করুণা। হৃষিকেশ! মাধবীমোহন!
পড়িয়াছি দানবকবলে,
রক্ষা কর ভয়ত্রাতা অভাগিনী মায়ে;
যায় মোর সতীত্ব রতন,
যায় মোর অঙ্গের ভূষণ।
কোথা নারায়ণ—মথুরামোহন!

দেবদত্ত। [শৃঙ্খলিতাবস্থায়] খ'সে পড় ব্যোম,
খ'সে পড় চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-উপগ্রহ!

বজ্র! বজ্র! কোথা তুমি?
মড়্-মড়্ মহাশব্দে
খ'সে পড় পাপীর শিয়রে।
ওঠ্—জেগে ওঠ্ সুপ্ত বহ্নি
ব্রাহ্মণের রুদ্র অভিশাপ,
ওঠ্—ওঠ্ রে নাচিয়া অন্তরের তপ্ত শ্বাস
ভীমাকারে নাশিতে দানবে।
অসহ্য! অসহ্য!
সহিতে পারি না আর হেন নির্য্যাতন!
অচেতন তবু দয়াময়?
কই, কোথা সেই দানববিনাশী মূর্ত্তি—
কই, কোথা সেই ভীম নখ
তীক্ষ্ণ দন্ত বরাহ-আকার?
কই, কোথা সেই জলদগর্জ্জন সম
অর্দ্ধ সিংহ অর্দ্ধ নর নৃসিংহ-মূরতি?
কই, কোথা সেই দীর্ঘাকৃতি
জটাজুট পরশুশোভিত পাণি
ক্ষত্রধ্বংসী মূরতি করাল?
কোথা সেই নব দূর্ব্বাদল তনু
কার্ম্মুকশোভিত ভুজ
কর্ব্বুরবিনাশী মূরতি ভীষণ?
আর্ত্তনাদে ভরিল গগণ—

অশ্রুজলে ছুটিল প্লাবন,
কই, কোথা তব নব জাগরণ,
কোথা তুমি ভক্ত প্রাণধন ?

শিশুপাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বধির—
বধির সে চেতন-বিহীন !
চলুক্ ধর্ষণ—অস্ত্রের ঘর্ষণ,
শিশুপাল—শিশুপাল
আজি ধূম্র ধূমকেতু।

করুণা। অসহ্য এ যন্ত্রণা—রুদ্ধ হয় শ্বাস :
কোথায় আশ্বাস ? অনন্ত নিরাশ !
ওরে ধর্ম্ম যায়—ধর্ম্ম যায় !
কে আছিস্ কোথা, আয় ছুটে আয়,
দুর্ব্বলা অবলা নারী নাহি শক্তি হৃদে।
দ্বিধা হও বসুন্ধরে—দ্বিধা হও তুমি !
উঃ—উঃ ! গেল—গেল মোর সব !
দীননাথ ! দীনবন্ধু ! বিপদভঞ্জন !

প্রদ্যুম্ন। [নেপথ্যে] ভয় নাই—ভয় নাই মাতা !

শিশুপাল। বলবন্ত ! রক্ষা কর দ্বার শাণিত কৃপাণকরে,
যেন কেহ নাহি পারে পশিতে হেথায়।

বলবন্ত। [তথাকরণ]

শিশুপাল। দেখি নারী, কেবা আজ
রক্ষা করে তব সতীত্ব-গরিমা !

দ্রুত প্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

প্রদ্যুম্ন। আছে—আছে! রক্ষিতে সতীর মান,
সতীধর্ম্ম, সতীর মর্য্যাদা,
আছে এই শ্রীকৃষ্ণতনয়।
ছাড়্—ছাড়্ দ্বার নারকী দুর্ব্বার!

বলবন্ত। প্রবেশের নাহি অধিকার।

প্রদ্যুম্ন। প্রবেশের নাহি অধিকার?
সতীর সতীত্ব যায় দানবকবলে,
আর্ত্তনাদে কম্পিত ধরণী,
তথাপি রে না ছাড়িবি দ্বার?
ভয় নাই—ভয় নাই মাতা!
ধর্ম্মহীন হয় নি জগৎ;
এখনো আকাশপটে
চন্দ্র সূর্য্য তারকার দল, এখনো
দিবস রাত্রি সমভাবে ঘুরে নিরন্তর,
এখনো মহিমা তাঁর প্রকটিত হেথা!
কিবা সাধ্য দানবের মাতৃ-নির্য্যাতনে?
দিগ্-দিগন্ত আজি কাঁপায়ে আরাবে
সিংহ সম গর্জ্জে উঠি
দানবের বক্ষরক্ত করিব মা পান।
ছাড়্—ছাড়্ দ্বার! [বলবন্ত সহ যুদ্ধ]

ভবানী। বলবন্ত! নাহি আর পরিত্রাণ,
আয় তোর পাপ রক্তে করি আমি স্নান।
[বলবন্তকে কাটিতে উদ্যত।]

শিশুপাল। সাবধান নারী! [ভবানীকে বাধা প্রদান]

করুণা। নারায়ণ! নারায়ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। [নেপথ্যে] চক্র! চক্র!
কোথা আর্ত্তত্রাণ সুদর্শন?
ওরে কে আছিস্, দে রে চক্র মোরে,
ছিন্ন করি পাষণ্ডের শির;
সেই রক্তে ধরণীর ধূলিকণা মাখি,
নূতন ব্রহ্মাণ্ড আজি করিব সৃজন।

করুণা। এসো—এসো ওগো বিপদভঞ্জন!

শিশুপাল। ওই বুঝি আসে সেই গোপের নন্দন!

চক্রকরে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। সৃষ্টি স্থিতি করিব বিলয়,
ধ্বংসগর্ভে ডুবাইব এ তিন ভুবন।
শিশুপাল! সৃষ্টির জঞ্জাল!
দেখি তোরে কেবা রক্ষা করে!
যাও চক্র ছুটে যাও প্রলয় হুঙ্কারে
নাশিতে অসুরে,
সংহার—সংহার পাপে।

ক্রোধোন্মত্ত বলরামের প্রবেশ।

বলরাম প্রলয়-পয়োধিনীরে ভাসাবো মেদিনী।
কই—কোথা রে দানব, কোথা তুই ?
বিশ্বত্রাসী হল যন্ত্রে
দীর্ণ করি পাপ বক্ষ তোর,
ধরা হ'তে মুছে দেবো শিশুপাল নাম।

শিশুপাল। পূর্ণ হোক্ কর্ম্মের সাধনা।
এসো তবে রাম-কৃষ্ণ,
দেখি ভুজে কত শক্তি কার ?

করুণাকে ত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সম্মুখীন হইল।

শ্রীকৃষ্ণ। আজি তোর লীলাখেলা হোক্ অবসান।
[চক্র বিঘূর্ণন]

শিশুপাল। [ভীতচিত্তে] এঁ্যা—একি জ্যোতিঃ!
একি জ্যোতিঃ ঝলসে নয়ন!
একি মূর্ত্তি ? বিরাট বিশাল তনু
স্পর্শে নীলাকাশ—বিদ্যুৎবিকাশ!
অনল উচ্ছ্বাস—প্রলয়-ঝঙ্কার—
থর-থর কম্পিত অবনী!
উত্তাল তরঙ্গে নাচে বিশাল বারিধি,
ফণ-ফণ গর্জ্জে ফণী ফণা উত্তোলিয়া,
শকুনি গৃধিনী উড়ে,

শিবানী চীৎকার করে!
কোথা যাই—কোথায় পালাই ?
পরিত্রাহি—পরিত্রাহি—[কম্পন]

যাদবীর প্রবেশ।

যাদবী। বাসুদেব! পূর্ব্ব সত্য করহ স্মরণ!

শ্রীকৃষ্ণ। ও—পড়িয়াছে মনে ;
জননী গো, পূর্ণ হোক্ অভিলাষ তব।
শিশুপাল! এই তব অশীতি
অপরাধ করিনু মার্জ্জনা!

[শিশুপাল ও বলবন্তের পলায়ন।

শ্রীকৃষ্ণ। এসো দাদা! এসো প্রদ্যুম্ন!

[শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্নের প্রস্থান।

যাদবী। এসো—এসো ব্রাহ্মণ, এসো মা, তোমাদের হারা-নিধিকে কোলে নেবে এসো! [দেবদত্তের শৃঙ্খল মুক্তকরণ]

ভবানী। যাও দেবদত্ত! ভয় নেই, বিশ্বাসেই অনন্ত সম্পদ-লাভ! বিশ্বাস যেন চিরদিন থাকে ওই পরমেশ্বরের উপর।

[প্রস্থান।

দেবদত্ত। চল মা! এসো করুণা! আজ এই বিরাট নৈরাশ্যময় মরু-কারায় শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্য পুলকস্বরে বেজে উঠুক্।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

নগরপথ।

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণব বালক-বালিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

বালকগণ।— ওই ঘন গরজে।

অসার সাধনা নিয়ে, কেন থাকো আশা চেয়ে,

এসো ছুটে তরী বেয়ে রাঙা সরোজে॥

বলিকাগণ।— পিচ্ছিল পঙ্কিল পথে, চড়ি সেই ভাঙ্গা রথে,

কেন কাঁদো দিনে রাতে বিফলে ম'জে॥

বালকগণ।— চঞ্চলচরণে আয় ওরে সাধনে,

বালিকাগণ।— স্বপ্নবিতানে ওই মুরলী বাজে॥

বালকগণ।— কান্না নদীর কুলে, সত্য সাধনা ভুলে,

বালিকাগণ।— কেনো রে কাঁদিস্ ব'সে সকাল সাঁঝে?

বালকগণ।-- আয় আয় ছুটে আয়, বেলা যে রে ব'য়ে যায়,

বালিকাগণ।— ভ্রান্তির পারে ওই শান্তি রাজে॥

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মাধবাচার্য্যের বাটী।

মাধবাচার্য্য।

মাধবাচার্য্য। অপ্রতিবিধেয় ভাগ্যের দুর্নিবার অত্যাচার, মানুষ জীবনে তা কখনো সহ্য কর্‌তে পারে না। এক একটা প্রবল ঝড় হতভাগ্যের দৈনন্দিন কর্ম্মের উপর দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে, তবু সে নিরুপায়। দুর্দ্ধর্ষ শিশুপালের রাজ্য এটা, এখানে ভগবানও পরাভূত। শুনেছি শত অপরাধ অন্তে তার মৃত্যু। সে দিন কি হবে ভগবান? পর্ব্বতবিদীর্ণা স্রোতস্বিনীর গতিরোধ কর্‌তে কেউ পারে না। মনে পড়ে কংসের কারাগারে বসুদেব দেবকীর কথা। সহস্র বৎসর কাতর আর্ত্তনাদে, চোখের জলে ভগবানকেও কক্ষচ্যুত হ'তে হয়েছে। তিনি এলেন পূর্ণ শশধরমূর্ত্তিতে সান্ত্বনার বাণী নিয়ে পুত্ররূপে এই পবিত্র দেশে। সে দিন কি হবে?

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। হবে—হবে দাদা! তাঁর আগমনীর শঙ্খ বেজে উঠেছে; ঘন তমসাচ্ছন্ন প্রকৃতির বক্ষ ভেদ ক'রে অভয় বাণীতে তিনি বল্‌ছেন, ওরে দুঃখী, ওরে দীন, ওরে দরিদ্র! আর ভয় নেই; আমি এসেছি তোদের চোখের জলে ভেসে। চেয়ে দেখ দাদা, প্রকৃতির শ্যাম বক্ষে তাঁর কোরকনিন্দিত পা দু'খানি রক্তজবার মত ফুটে উঠেছে। আর ভয় নেই দাদা!

মাধবাচার্য্য। এ কি সত্য দেবদত্ত ?

দেবদত্ত। সত্য দাদা! প্রতি বিপদে তিনি রক্ষা ক'রে আস্ছেন, তাঁর অফুরন্ত দয়ায় পুত্রকে আমার ফিরে পেয়েছি।

মাধবাচার্য্য। পুত্রকে ফিরে পেয়েছ দেবদত্ত ?

দেবদত্ত। পেয়েছি। শিশুপালের কবল হ'তে তিনি পুত্রকে আমার উদ্ধার ক'রে দিয়েছেন। আমরা স্বামী স্ত্রীতে পুত্রের ভিক্ষার জন্য শিশুপালের নিকট উপস্থিত হই, কিন্তু সেই পাপিষ্ঠ আমাকে বন্দী ক'রে আমার স্ত্রীর ধর্ম্মনাশে উদ্যত হয়।

মাধবাচার্য্য। তারপর—তারপর ?

দেবদত্ত। তারপর সেই পাপাত্মা বলবন্তের জননী ভবানী দেবী সিংহবাহিনীমূর্ত্তিতে উন্মুক্ত কৃপাণকরে ছুটে এলেন আমাদের রক্ষা করতে, কিন্তু শিশুপাল তাতে ভীত না হ'য়ে সেই দেবী-মূর্ত্তির উপর অস্ত্রচালনে উদ্যত হ'লো।

মাধবাচার্য্য। তারপর ?

দেবদত্ত। তারপর সেই শ্রীভগবানের পূর্ণমূর্ত্তির সপ্রকাশ। দূর হ'লো অন্ধকার—স্তব্ধ হ'লো ঝটিকা-আন্দোলিত আকাশ, সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়্লো অনন্তের জোৎস্না; শিশুপালের পরাজয় হ'লো। আরও শুন্লুম সেই বিভীষিকার মাঝখানে শ্রীভগবানের কণ্ঠনিঃসৃত জলদগম্ভীর বাণী—"শিশুপাল! অশীতি অপরাধ তব করিনু মার্জ্জনা।"

মাধবাচার্য্য। ভাগ্যবান্ তুমি দেবদত্ত! আর ভয় নেই, পাপীর ধ্বংসের কাল সমাগতপ্রায়! হ্যাঁ—একটা কথা, এইটুকু ব্যবধানের

মাঝখানে যদি আবার কোন অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় আমাদের উপর ?

দেবদত্ত । তিনিই রক্ষা কর্‌বেন । তবে যে সেই পাপিষ্ঠ পুনরায় অত্যাচারে উদ্যত না হবে, তা তো বিশ্বাস করা যায় না দাদা !

মাধবাচার্য্য । সেই জন্যই তোমার পত্নীকে রক্ষা কর্‌তে আমার প্রিয় শিষ্য সত্যরামকে নিযুক্ত করলুম ; সে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী কর্ত্তব্যপরায়ণ যুবক । তুমি গৃহে যাও, পত্নীকে তোমার একাকিনী রাখ্‌বে না, মার্জ্জারের দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ ।

দেবদত্ত । তবে আসি দাদা—

[প্রস্থান ।

মাধবাচার্য্য । আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও । শিশুপাল ! তোর ধ্বংস এবার সুনিশ্চিত—শত অপরাধ অন্তে মৃত্যু ।

সত্যরামের প্রবেশ ।

সত্যরাম । প্রণিপাত চরণ-সরোজে গুরু !

মাধবাচার্য্য । দীর্ঘজীবী হও পুত্র বসুধা মাতার ।

সত্যরাম । করুন আদেশ প্রভু, কোন্ কার্য্যে
এ জীবন দিব বলিদান ?
কোন্ কার্য্য করিলে সাধন,
অমর হইব বিশ্বে ?
পঞ্চভূত-বাসভূমি জীবন-মরুতে
নশ্বরত্ব বিরাজিত সদা ;

কালের আঘাতে যবে
ধূ-ধূ চিতাবহ্নিমাঝে
ভস্মস্তূপে হবে পরিণত,
তখন কি মূল্য ইহার ?
কহে সবে অমূল্য জীবন,
কিন্তু প্রভু কোথা মূল্য তার ?
অশান্তি-অনল ঘেরা,
নাহি সুখ—নাহি শান্তি,
ষড়রিপু নাশ করে কর্ত্তব্য বিবেকে।
কেন তবে কহে সবে অমূল্য জীবন ?

মাধবাচার্য্য। সত্য বৎস অমূল্য জীবন
কর্ম্মের পরিখা ঘেরা।
কর্ম্ম কর কর্ম্মবীর, কর্ম্মের সাধনে
নশ্বরত্ব পাইবে বিনাশ।
বহু কর্ম্ম সম্মুখে তোমার,
কর্ম্ম অবসানে
পাবে সেই দেবতাদর্শন।
ষড় রিপু আসক্তি আশায়
ত্যাগের জলধিগর্ভে দিয়া বিসর্জ্জন,
ধর্ম্মের শাণিত অস্ত্র করিয়া ধারণ
ছুটে যাও কর্ম্মের মন্দিরে।
যাবে দূরে স্বার্থ-জ্বালা,

দেবতার পাবে আশীর্ব্বাদ,
হইবে অমর নশ্বর জগতে।

সত্যরাম। তবে কোন্ কর্ম্মে ব্রতী হবো দেব ?

মাধবাচার্য্য। ন্যায় সত্য করিতে প্রতিষ্ঠা,
ঘুচাইতে জননীর ব্যথা, হও আগুয়ান ;
লক্ষ্যের নিশান ধ'রে,
'মা' নাম স্মরণ করি
ছুটে যাও কর্ম্মভূমিমাঝে।
ওই শোন কাঁদে মাতা—
কাঁদে ভ্রাতা—কাঁদে ভগ্নী সব
উৎপীড়নে হ'য়ে জর্জ্জরিত ;
ধূম্র মেঘে ছেয়েছে আকাশ।
ওঠো—জাগো—ব্রতী হও মহাকর্ম্মে তুমি,
জন্মভূমি জননীর ব্যথা বিমোচনে।
পুত্র তুমি তাঁর,
তাঁহারি কৃপায় এসেছ মরতে।
দেবী—দেবী—মহাদেবী,
স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠা তিনি মহাগরীয়সী।
পুত্র নাম চন্দনে চর্চ্চিত করি,
মাতৃপদে কর অর্ঘ দান।
সার কর্ম্ম সার ধর্ম্ম এই,
অন্য সব অলীক অসার।

সত্যরাম। তবে ধর্ম্মের স্থাপনে
কর্ম্মের সাগরে ঝাঁপ দিব গুরু!
দেহ পদধূলি, বিশ্বজয় যেন
করি ও প্রসাদে! [পদধূলি গ্রহণ]

মাধবাচার্য্য। উপযুক্ত পুত্র তুমি চেদির গৌরব ;
সৌরভে ভরুক্ বিশ্ব মৃগনাভি সম।
শোন প্রিয়তম!
দেবদত্তপত্নী সেই করুণা সাবিত্রী,
তাহার সতীত্বনাশে
শিশুপাল করে আকিঞ্চন।
তুচ্ছ নহে নারীর সতীত্ব!
মম আজ্ঞা,
থাকি সেই মাতৃপাশে,
পুত্রের কর্ত্তব্য দিয়ে
কর মাতৃপূজা,
তারপর অন্য কার্য্যে করিব নিয়োগ।
স্বদেশ স্বজাতিপ্রীতি ভুলিও না কভু,
রক্ষা কর তাহার সম্মান।

সত্যরাম। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব দেব!
মাতৃপদে এ জীবন করিতে উৎসর্গ
চলিলাম 'মা—মা' রবে কাঁপায়ে দিগন্ত।

[প্রস্থানোদ্যত]

তরবারিহস্তে গীতকণ্ঠে দেবানন্দের প্রবেশ।

দেবানন্দ।—

গীত।

ধর তবে এই মাতৃপূজার উপচার,
ভক্তির ইস্পাতে গড়া অস্ত্রখান।
যাও 'মাভৈঃ' 'মাভৈঃ' মা নাম নিয়ে,
মায়ের পদে করতে জীবন দান ॥
যাও রুদ্র সেজে হর্ষ তেজে, নাইকো রে ভয় এমন কাজে,
মায়ের ছবি ঐ যে রাজে, ছুটছে যে তার বর্ষাবান ॥

[সত্যরামকে অস্ত্রপ্রদান করতঃ প্রস্থান।

সত্যরাম। দেবতার দান—দেবতার দান! জয় মা—জয় মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

চিন্তামগ্ন শিশুপাল।

শিশুপাল। গভীর রজনী;
নীরব নিস্তব্ধ ধরা,
নিদ্রাগর্ভে সংজ্ঞাহীন সব।
পেচক ডাকিছে দূরে,

শন্-শন্ বহিছে বাতাস,
উর্দ্ধে শোভে অনন্ত আকাশ—
স্তূপীকৃত অন্ধকার পর্ব্বত-আকার,
নিম্নে যেন অগাধ জলধি
করে তোলপাড় ।
চিন্তা—দারুণ দুশ্চিন্তা !
আন্দোলিত সদা হৃদয় আমার ।
একে একে লুপ্ত সব আশা,
তবু জাগে তৃষা অন্তরে আমার ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কি মধুর সুললিত নাম !
না—না, সব মিথ্যা—সব মিথ্যা !
কোথা সত্য ? কে দেবে সন্ধান তার ?
[সহসা চমকিত হইয়া]
কে—কে তুই রাক্ষসী ?
আলুথালু রুক্ষকেশা
অসিতবরণা রক্তজবা ঘূর্ণিতলোচনা,
শীর্ণকায়া হাড়মালা-সুশোভিতা
ধ্বংস-শূলধরা ভীমা ভয়ঙ্করী,
কে তুই পিশাচী ? স'রে যা—স'রে যা !
উঃ, কি বিকট ব্যাদান !
হা-হা অট্ট-অট্ট হাস,
কাঁপে শূল ঘন ঘন !

ধ্বংস—ধ্বংস—[অস্ত্রনিক্ষেপে উদ্যত]
কই, কোথা গেলি—কোথা গেলি ?
এ কি স্বপ্ন না সত্য ?
সত্যই কি কৃষ্ণময় এ সংসার ?
প্রভু ! প্রভু ! পড়েছে কি মনে অভাগায় ?
বিনা দোষে গর্ভরূপ নরকে আবাস ?
তাই তো, কারে কি সম্ভাষি ?
নরক—নরক ! চতুর্দ্দিকে ভীষণ নরক !
উঃ—কি দুর্গন্ধ, মৃত্যু বুঝি হয় !
আবার আবার সেই পিশাচী দানবী
শূন্য হ'তে নেমে আসে ওই !
আয়—আয় রে রাক্ষসী—[অস্ত্র উত্তোলন]

গীতকণ্ঠে শূলহস্তে কালরাত্রির আবির্ভাব।

কালরাত্রি।—

গীত।

হাঃ-হাঃ-হাঃ, তুমি খাচ্ছো মিছে ঘুরণপাক।
দিনের আলো ফুরিয়ে এলো মিছে কেন লক্ষ্ফাভাগ॥
আয় ধরি তোর চুলের মুঠি, দিয়ে যাই তোরে ছুটি,
হুহুঙ্কারে কাঁপিয়ে ধরা শমনরাজা ছাড়ছে ডাক্॥
আয় তোরে আমি গ্রাস করি, নিয়ে যাই যমের বাড়ী,
আমি তোর পেছু পেছু বেড়াই ঘুরে নিয়ে মরণ-যাগ॥

শিশুপাল। কে—কে তুই রাক্ষসী—[অস্ত্রনিক্ষেপ]

কালরাত্রি। আমি কালরাত্রি—

[অন্তর্দ্ধান।

শিশুপাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কালরাত্রি—কালরাত্রি!
স্তব্ধ এ ধরণীর ঘন অন্ধকারে
আসিয়াছ উপদেশ দানিতে আমায়?
তুলে ধরি জীবনের ঘন যবনিকা
নেত্রের উপরে মোর,
ফিরাইতে চাহ তুমি কর্ম্মপথ হ'তে?
মিথ্যা আশা—মিথ্যা আকিঞ্চন!
সাধ্য কি রাক্ষসী তব সঙ্গীতঝঙ্কারে
বিচলিত হইবে পরাণ?
ধরিয়াছি কর্ম্মরজ্জু দৃঢ় মুষ্টিমাঝে,
কাঁপিব না—টলিব না,
অচল হিমাদ্রি সম রহিব নীরব।
যাক্ রাজ্য—যাক্ এ সংসার,
ধ্বংসচিতা উঠুক্ জ্বলিয়া,
থাক্ শুধু পণ—
কৃষ্ণ সহ বিদ্বেষপোষণ।

যাদবীর প্রবেশ।

যাদবী। শিশুপাল!

শিশুপাল। আবার এসেছ মা পুত্রের কাছে স্নেহের টানে?

যাদবী। তুমি এখনো ফেরো পুত্র!

শিশুপাল। ফের্‌বার উপায় নেই দেবী! আমি যে ঝাঁপ দিতে চলেছি মহাসমুদ্রে—চলেছি ঐ জ্যোতির জ্যোতি মহাজ্যোতি অনন্ত বিবস্বান ব্রহ্মসাগরে—চলেছি স্বপ্নভরা কল্পনার সিঁড়ি তৈরি ক'রে স্বর্গে উঠ্‌তে। শুনেছি ঐক্যতান—বিশ্বের অনাহত ধ্বনি তূর্য্যনাদ। সাগরগামী জলস্রোত সাগরেই মিশ্‌বে শেষে মা!

যাদবী। ফেরাটা যে তোমার উপর নির্ভর কর্‌ছে পুত্র!

শিশুপাল। তা হ'লে কি বল্‌তে চাও মা, মানুষ যা করে, সেটা কি তার নিজের ইচ্ছায়?

যাদবী। তবে কার ইচ্ছায় পুত্র?

শিশুপাল। ভগবানের ইচ্ছায়।

যাদবী। ভ্রান্ত ধারণা পুত্র!

শিশুপাল। ভ্রান্ত নয় মা! শিশুপাল ভ্রান্তির অন্ধকারে প'ড়ে নেই। মানুষের ইচ্ছা যদি ভগবানের ইচ্ছা না হবে, তা হ'লে তিনি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান কি ক'রে, আর তাঁর নামই বা ইচ্ছাময় কেন? তাঁর ইচ্ছায় যদি চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত—আলোক অন্ধকারের আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন—জন্ম মৃত্যু বিবাহ সবই যদি তাঁর ইচ্ছায় অনুষ্ঠিত হয়, তবে আমার এ ইচ্ছা কি তাঁর ইচ্ছা নয় মা? এ ইচ্ছা যদি তাঁর ইচ্ছা না হয়, তা হ'লে ভগবান স্বার্থপর, স্বীকার কর তুমি? সৎ অসতের ভেদাভেদ নিয়ে যদি তিনি ব'সে থাকেন, ধনী দরিদ্রে যদি পক্ষপাতিত্ব করেন, তা হ'লে আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি তিনি ভগবান নন্। পিতা মাতার নিকট কি স্নেহের ইতর বিশেষ হয়?

যাদবী। অহংজ্ঞানে আত্মহারা হ'য়ো না পুত্র!

শিশুপাল। অহংজ্ঞানটা জগতে খুব তুচ্ছ ব'লে মনে ক'রো না মা! অহং অর্থে মহামুক্তি। (অহংজ্ঞানটা চুম্বুকের মত টেনে আনে ভগবানকে সজীব আধারে। অহংএর উৎপত্তি না থাক্‌লে ভগবানের লীলা-চাতুর্য্য জগতে কিরূপ ভাবে ফুটে উঠ্‌তো মা? বাদ্‌লা দিনের পর সূর্য্যরশ্মি যত মধুর, তত মধুর অহংএর নিবৃত্তির পর মহামুক্তি।)

যাদবী। আমি তোমার সে মুক্তি চাই না পুত্র! তুমি কৃষ্ণ-বিদ্বেষ ত্যাগ কর—প্রজানিগ্রহে ক্ষান্ত হও, নতুবা তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য।

শিশুপাল। সে তোমার পুত্রের ধ্বংস নয় বিকাশ। একটা কথা তোমায় ব'লে রাখি মা! পুত্র মায়ের স্নেহ-রাজ্যের প্রজা হ'লেও বহির্জগতের নয়। স্মরণ থাকে যেন, আমি রাজা। প্রতি পাদক্ষেপে যদি রাজার বিরুদ্ধে অগ্রগামিনী হও, তা হ'লে জননী তুমি, শত আরাধনার হ'লেও কঠোর রাজনীতির বেদীমূলে তোমায় উৎসর্গ কর্‌তেও কুণ্ঠিত হবো না।

যাদবী। শিশুপাল!

শিশুপাল। অভিসম্পাত, অশ্রুজল, অভিমানদীপ্ত হুতাশনে রাজনীতির একটা পৃষ্ঠাও পুড়্‌বে না মা! রাজনীতি—রাজনীতি; চির-উদার—চির-উন্নত—চির-উজ্জ্বল। যাও—

যাদবী। তোমার রাজনীতি যত ভয়ঙ্কর হোক্ না কেন, তবুও আমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো শিশু!

শিশুপাল। বলবন্ত! অস্ত্র নিয়ে এসো, আজ আমি মাতৃহত্যা করবো পরশুরামের মত। [বলবন্ত অস্ত্র আনিয়া দিল।] প্রস্তুত হও মা! আমি রাবণের মত শুধু পদাঘাতে বিভীষণকে তাড়াবো না; অগ্রে ঘরের শত্রু বধ ক'রে তবে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলবো।

যাদবী। তা হ'লে মাতৃঘাতী মহাপাপে পরশুরামের মত অনন্ত নরকে ডুববে—মাতৃরক্তরঞ্জিত হাতের তরবারি হাতেই লেগে থাকবে।

শিশুপাল। পরশুরামের কুঠারও খসেছিল, আর সেই কুঠার স্খলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কি হয়েছিল জান মা? হয়েছিল এই ভারতের মহাপাপীগণের উদ্ধারের একটা অনাবিস্কৃত পথের আবিস্কার। ব্রহ্মানদ অনন্ত গর্জ্জনে ঘোষণা করছে পুণ্যভূমি ভারতের বুকের উপর সেই মাতৃঘাতী ভৃগুনন্দন পরশুরামের অক্ষয় কীর্ত্তি আর 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম' মহামন্ত্র বাণী। স্থির হ'য়ে দাঁড়াও; আমি আজ দস্যু—দানব—মহামারী।

যাদবী। সত্য সত্যই তুই আমায় হত্যা করবি শিশু?

শিশুপাল। হত্যা—নিশ্চয়ই তোমায় হত্যা করবো। তুমি রাজ-দ্রোহিনী! দেখি এবারও কৃষ্ণের ভগবানত্ব—[মাতৃহত্যায় উদ্যত]

সহসা শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের ভগবানত্ব দেখার শক্তি তোমার নাই অন্ধ! ভয় নাই দেবী! শিশুপাল! অস্তমিত প্রভাত-তপন।

[যাদবীকে লইয়া প্রস্থান।

শিশুপাল। সুন্দর—সুন্দর! বলবন্ত!

সুসজ্জিত কর আজি বিপুল বাহিনী,
যাবো আমি রুক্মিণীহরণে।
নহে নীচ হীন তাপস-আকারে
দশানন সম পঞ্চবটী বনে ;
গম্ভীর নিঃস্বনে কাঁপায়ে অবনী
আনিব হরিয়া সেই ভীষ্মকসুতায়।
স্বয়ংবর সভাস্থলে অপমান
করি ক্ষত্রগণে, গোপের নন্দনে বধি
ক্ষত্রমুখে দিল চুণকালি।
নাও—ধর এই অস্ত্র !

বলবন্ত। [অস্ত্র গ্রহণ করিয়া] প্রভু ! কিবা আজ্ঞা তব ?

শিশুপাল। ওই অস্ত্রে বধ কর মোরে।

বলবন্ত। এ কি আজ্ঞা দীন ভৃত্যে ?

শিশুপাল। বাধ্য তুমি আদেশপালনে।

বলবন্ত। তবুও বিচার—

শিশুপাল। বিচার ? মূর্খ ! প্রভুর আদেশে বিচার ? এত যদি তোর ধর্ম্মজ্ঞান, তবে কেন সেইদিন সতী সাধ্বী মায়ের ধর্ম্মহরণে উদ্যত হয়েছিলে ? তবে কেন সেই ত্রিকালজ্ঞ মাধবাচার্য্যের উপর অস্ত্র তুলে ধরেছিলে ? কেন এনেছিলে মায়ের বুক ছিনিয়ে তার পুত্রকে ? কার আদেশে ? সে তো আমারি আদেশে ? আর আমারি আদেশে আমায় বধ করতে পারবে নে ? সে দিন কোথায় ছিল বলবন্ত এই বিচার-কর্ত্তব্য। নাও—হত্যা কর !

বলবন্ত। প্রভু! প্রভু! আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আমি অন্ধকার হ'তে যেন অনেক দূরে চ'লে যাচ্ছি। আমার চক্ষু ফুটেছে—আমি মানুষ হয়েছি। এই নিন্ অত্যাচার অবিচারে গড়া কর্ত্তব্যটা, আমায় বিদায় দিন—[পদতলে নতজানু হইয়া অস্ত্ররক্ষা।]

শিশুপাল। মানুষ হয়েছ তুমি বলবন্ত, মানুষ হয়েছ? তোমাকে আমি কি পুরস্কারে পুরস্কৃত করবো? হাঃ-হাঃ-হাঃ! ধর—ধর আমার এই রাজমুকুটটা, মানুষের মাথার উপরে থেকে তার গৌরব বৃদ্ধি করুক্। [রাজমুকুট প্রদান]

বলবন্ত। প্রভু! প্রভু!

শিশুপাল। তুমি যে মানুষ হয়েছ বলবন্ত!

[প্রস্থান।

বলবন্ত। এ কি ভীষণ পরীক্ষা। রাজমুকুট ফিরিয়ে নাও প্রভু—রাজমুকুট ফিরিয়ে নাও!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্মশানসান্নিধ্য কালীমন্দির-প্রাঙ্গণ।

গীতকণ্ঠে ভূত ও পেত্নীর প্রবেশ।

গীত।

ভূত।— হা-হা-হা হি-হি-হি মাইরি তোরে ভাবলাসি।
উটকপালী চিরণদাঁতি থাক্ না বুকে দিবানিশি॥

পেত্নী।— ওরে মর্দ্দ খুব হয়েছে, ভালবাসা তোর বোঝা গেছে,
আমায় যে আর মনে ধরে না ছেড়ে দে আসি॥

ভূত।— ওরে বাপ রে, তোকে ছেড়ে থাক্‌বো কোথায় বল?
শেওড়া গাছে বসিয়ে তোরে, করবো এবার মালা বদল,

পেত্নী।— চাই নে আর তোকে,
আমার ঘোড়া ভূতে মন মজেছে তারি আমি হবো দাসী॥

[উভয়ের প্রস্থান॥

ভবানীদেবীর প্রবেশ।

ভবানী। দে মা শক্তি শক্তিময়ী ক্ষেমঙ্করী উমে!
দারুণ বিপদে পড়েছি মা তারা,
রক্ষা কর্ দনুজদলনী!
আমি নারী দুর্ব্বলাপ্রকৃতি,
কোথা শক্তি হৃদে?
দিন মাস বর্ষ কেটে যায়
অবিশ্রান্ত নয়নধারায়,

কিন্তু মা গো, নাহি তোর করুণা-কটাক্ষ ;
রাজা চায় প্রজার শোণিত,
অত্যাচার ব্যভিচারে ডুবেছে মেদিনী,
দিবস রজনী গগণ বিদারি ওঠে
সতীকণ্ঠে আর্ত্ত হাহাকার।
হে ভূত অস্তিমাবাস উন্নতহৃদয় !
ত্যজি মর্ পরলোক করেছে আশ্রয়
কত পাপী পুণ্যচেতাগণ ;
লহ মোরে শান্তিময় অঙ্কেতে তোমার,
আর তো পারি না দেব সহিতে যন্ত্রণা।
মা ! মা ! বল্ গো জননী !
কত দিনে এ দুঃখের হবে অবসান ?

গীতকণ্ঠে শান্তিময়ের প্রবেশ।

শান্তিময়।—

গীত।

আমার বৃথা হ'লো তরী বাওয়া।
শান্ত হ'লো না অসীম বারিধি উঠিল না মধু হাওয়া॥
না হেরি চক্ষে শ্যামল কূলে, বক্ষ ভাসিছে নয়নের জলে,
ভার হ'লো মোর বেলায় বেলায় পাল তুলে দিয়ে যাওয়া॥
শান্তির দেশে যাবো ব'লে এসে,
দুরু-দুরু হিয়া কাঁপে ঘন ত্রাসে,
ওরে তরণীর মাঝি হাল জোরে ধর্, রেখে দে না নাওয়া খাওয়া॥

ভবানী। কে, শান্তি ? তুমি এই ভীষণ অন্ধকার শ্মশানে একাকী কেন এসেছ বাবা ?

শান্তিময়। মা বল্‌লে যে শ্মশানে গেলে খুব শান্তি পাওয়া যায়, তাই এখানে এসেছি।

ভবানী। সত্যই এ বড় শান্তির স্থান ; এখানে এলে সংসারটা যেন বিষবৎ ব'লে বোধ হয়। যে জীবন ও দৈহিক সুখের জন্য এত আকিঞ্চন, তার পরিণতি ওই স্তূপীকৃত ভস্মরাশি।

মাধবাচার্য্যের প্রবেশ।

মাধবাচার্য্য। তবুও মানুষ অসার জ্ঞানের অস্ত্র নিয়ে বিবেক ধর্ম্মের মাথা কেটে অসার কর্ম্মের হাতে তুলে দিচ্ছে দেবী! দ্বন্দ্ব মারামারি কাটাকাটি যেন এই জগতের একটা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য-জ্ঞানে অন্ধ পূজায় জীব আত্মনিয়োগ কর্‌ছে।

ভবানী। তা হ'লে আমি এখন কোন্ পথ অবলম্বন ক'রে ধাবিত হই বাবা ? আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান আজ বহুদূরে চ'লে গেছে। (স্বার্থ ও ত্যাগের সংঘর্ষণে আমার দুর্ব্বল চিত্ত মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌ছে। এক দিকে আশা-স্বপ্নের বীণার ঝঙ্কার, অন্য দিকে আর্ত্তকণ্ঠের ব্যাকুল আহ্বান। বাবা! আমায় চিত্তস্থিরতার কোন একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিতে পার ?)

মাধবাচার্য্য। তুমি যে জগতের হিতসাধনে আত্মদান করতে বহু দূরে চ'লে গেছ, তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি মা! এক দিকে এক পুত্র, অপর দিকে অযুত পুত্র—বড় সমস্যার কথা!

ভবানী। হ্যাঁ বাবা, সেই জন্য আমার এ বুকের মাতৃস্নেহটুকু কোন্ দিকে আছ্ড়ে পড়্বে, তা স্থির ক'রে উঠ্তে পার্‌ছি নে। গর্ভে ধরেছিলুম, স্নেহ-নিঃশ্বাস দিয়ে বড় করেছি তাকে, কিন্তু যখনই প্রকৃতির চঞ্চল বাতাসের ভিতর হ'তে "রক্ষা কর্ মা—রক্ষা কর্" সেই বুক ফাটানো কান্নার সুর ভেসে আসে, তখনই আমার সমস্ত স্বার্থ পক্ষপাত বিচার আশা-ভরসা চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে জীবনের লক্ষ্যটা শাখা নদীর মত অন্য পথে ছুটে যায়। যে সন্তান দেশদ্রোহী—মাতৃ-দ্রোহী—ভ্রাতৃদ্রোহী, দেশ চেনে না—মা চেনে না—ভাই বোনের ভালবাসা বোঝে না—অনুরাগে গলা জড়িয়ে ধরে না, সেই পুত্র শত যন্ত্রণার সম্ভূত বিচারবহির্ভূত রত্ন হ'লেও মায়ের অগাধ স্নেহ তার মুখচুম্বন ক'রে তাকে একটা পিশাচ আকারে গ'ড়ে তুল্‌তে পারে না।

মাধবাচার্য্য। তা হ'লে কি মা এই রাজ্যের জন্য আত্মোৎসর্গ কর্‌তে প্রস্তুত ?

ভবানী। প্রস্তুত। আশীর্ব্বাদ কর বাবা, যেন কর্ত্তব্যের অনু-রোধে, দশের মঙ্গলের জন্য অতীত কীর্ত্তি-গরিমায় ভূষিতা হ'য়ে নিজ পুত্রের শিরের উপর হাস্‌তে হাস্‌তে শাণিত খড়্গ তুলে ধর্‌তে পারি। ঝরে না যেন চোখের জল—কাঁদে না যেন অন্তর—পিছনে পড়ি নে যেন অমরত্বলাভে। আয় শান্তি—

[মাধবাচার্য্যকে প্রণাম করতঃ প্রস্থান।

মাধবাচার্য্য। চিরায়ুষ্মতী হও! শিশুপাল! তুমি ধ্বংস—না—না, আমি ব্রাহ্মণ, ধৈর্য্যচ্যুত হ'য়ো না অন্তর! অদৃষ্টের ফের—

[প্রস্থান।

বলবন্তের প্রবেশ।

বলবন্ত। উঃ, কি ভীষণ অন্ধকার! মানুষ চেনা যায় না—পথও চিনতে পারছি নে। তাই তো, কোন্ দিকে গেল করুণা? আবার এসেছি মহারাজের আদেশে তাকে ধরতে। মনে করেছিলুম বিশ্বের বুকে মানুষ হ'য়ে দাঁড়াতে শিখি, কিন্তু অর্থের প্রলোভন আমার সে আকাঙ্ক্ষার টুঁটী চেপে ধ'রে বল্‌লে, না—না, এ পথে নয়, দুঃখ পাবে। ভেসে গেল সব, বলবন্ত আবার সেই বলবন্ত হ'লো। চাই শুধু আত্মসুখ অর্থ সৌভাগ্য। দেখি, কোন্ দিকে গেল দেবদত্তপত্নী—

[প্রস্থান।

করুণার প্রবেশ।

করুণা। শান্তি দাও—শান্তি দাও প্রভু, এই আমি তোমার শান্তি-কুটীরে এসেছি। লাঞ্ছিত জীবন আর যে বহন করতে পারছি নে প্রভু! আর কত সহ্য করবো? সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে! প্রবলের কবলে প'ড়ে এখনো ধর্ম্মচ্যুত হই নি; এই বেলা এই শুভক্ষণে আমার মুক্তির পথে আলোক তুলে ধর, আমি ধীরে ধীরে চ'লে যাই।

[পশ্চাৎ হইতে বলবন্ত আসিয়া করুণার চক্ষুদ্বয় বাঁধিয়া ফেলিল।]

করুণা। উঃ, কে রে তুই? ছেড়ে দে—ছেড়ে দে!

বলবন্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বিফল প্রয়াস সুন্দরী!

সত্যরামের প্রবেশ।

সত্যরাম। মাতৃ-অঙ্গ স্পর্শনে তোমারও জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হ'য়ে যাক্ নারকী!

বলবন্ত। কে তুই মৃত্যু-অভিলাষী?

সত্যরাম। আমি এই দেশের ছেলে—মায়ের ছেলে, চাই নর-পিশাচের তপ্ত রক্ত দিয়ে মাতৃপদ বিধৌত কর্‌তে।

বলবন্ত। সে ক্ষমতা তোর নেই।

খড়্গহস্তে ভবানীদেবীর প্রবেশ।

ভবানী। কিন্তু আমার সে ক্ষমতা আছে একটা নর-পিশাচকে বধ কর্‌তে। কুসন্তান!

বলবন্ত। [সভয়ে] মা! মা! ক্ষমা কর আমায়—

ভবানী। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তোকে ক্ষমা? না—না, তা আর পার্‌বো না বলবন্ত! তোর মত পুত্রের মা হওয়ায় আমার গৌরব নেই। গৌরব বাড়্‌তো, যদি তুই সেই প্রজানিগ্রহকারী শিশুপালের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে গিয়ে মর্‌তে পার্‌তিস। (যদি করার মত কিছু ক'রে যেতে পার্‌তিস, আমার বুকখানা আকাশের চেয়েও বড় হ'য়ে উঠ্‌তো। বৃদ্ধ পিতাকে কত না যন্ত্রণা দিচ্ছিস্! কর্ত্তব্য করণীয় সব ভুলে গিয়ে পদলেহী কুক্কুরের মত পরের দ্বারে ধন্না দিচ্ছিস্।) ভুলে গেছিস্ সেই নিঃস্বার্থ মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম, দেশপ্রীতি। তখন তোর মত এই ঘৃণ্য জঘন্য মূর্ত্তিটা দেশের ছেলে ব'লে বেঁচে থাকা ভাল দেখায় না। মৃত্যুই তোর বাঞ্ছনীয়। [হত্যায় উদ্যতা]

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। নিরস্ত হও দেবী! আমি দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার একটা অনুরোধ তোমায় রক্ষা করতে হবে; পুত্র শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও মায়ের নিকট চির-মার্জ্জনীয়।

ভবানী। দেবদত্ত!

দেবদত্ত। পুড়ে যাক্ প্রলয়-আগুনে ব্রাহ্মণের যথা সর্ব্বস্ব, তবু জাতীয় প্রবৃত্তি বিস্মৃত হ'য়ে পিশাচের উল্লাস নিয়ে ব্রাহ্মণ কখনো কোন কালে জগতের বুকে দাঁড়িয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে পারে নি। এসো—এসো বলবন্ত! এসো ভাই! ভায়ের বুকে অভয়-মন্দিরে, শত-সহস্র বিভীষিকায় তোমায় নিরাপদে রাখ্‌বে। [বল-বন্তকে বক্ষে ধারণ]

ভবানী। দেবদত্ত! দেবদত্ত! স'রে যাও—স'রে যাও, শ্মশান-কালীর এই খড়গ বিফলে ফিরবে না।

মাধবাচার্য্যের প্রবেশ।

মাধবাচার্য্য। আমার প্রার্থনা, পুত্রকে ক্ষমা কর দেবী! ধাঁধায় প'ড়ে জীব কতই না কুকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে, আবার ধাঁধা কেটে গেলে আপনিই যে ফিরে আসে মা! কে?

শিশুপালের প্রবেশ।

শিশুপাল। আমি শিশুপাল।

মাধবাচার্য্য। এখানে—এই শ্মশানে?

শিশুপাল। কর্ম্ম-জগতের পরিণামের বুকের উপর পাপ ও ধর্ম্মের সংঘর্ষণে সৃষ্টির কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে কি না, তাই দেখ্‌তে।

মাধবাচার্য্য। হয়েছে দেখা?

শিশুপাল। এখনো শেষ হয় নি ব্রাহ্মণ! বেশ ঘ'সে মেজে আমি দেখ্‌তে চাই, দুর্গন্ধ নর্দ্দমায় প'ড়ে থাক্‌লেও স্বর্ণের কোন মূল্য বা গুণের তারতম্য হয় কি না? বলবন্ত!

বলবন্ত। মহারাজ!

শিশুপাল। তুমি না মানুষ হয়েছ? মুখে বলা যতটা সহজ, কাজে ততটা সহজ নয় বলবন্ত! মাধব! দেবদত্ত! তোমরা রাজদ্রোহী, শাস্তি দেবো তোমাদের; বিনা বাক্যে বিনা তর্কে রাজদণ্ড গ্রহণ কর্‌তে হবে। বলবন্ত! দেবদত্ত ও মাধবাচার্য্যকে বন্দী ক'রে নিয়ে চল।

ভবানী। দস্যু শিশুপাল! ভেবেছ কি ভীষণ পরিণাম তোমার?

শিশুপাল। পরিণাম? শিশুপাল পরিণাম ভাবে না! যাও বলবন্ত!

মাধবাচার্য্য। বাধা দিস্ নে মা! দেখি পাপের শেষ কতদূরে! বলবন্ত! হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, আমাদের বন্দী কর।

বলবন্ত। [দেবদত্ত ও মাধবকে বন্দী করিল।]

সত্যরাম। একি গুরু, স্বেচ্ছায় কারাবরণ? না—না, তা হবে না; এ অধর্ম্ম—অনাচার। আমি আজ অধর্ম্মের শেষ ক'রে ফেলি; একটীবার আদেশ দাও গুরু!

মাধবাচার্য্য। ভগবানের আশীর্ব্বাদ সত্যরাম! নীরবে শুধু দেখে যাও, ভগবান জগতে আছেন কি না।

ভবানী। তবে যাও পুত্রগণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তোমাদের রক্ষা করবেন।

শিশুপাল। রক্ষা করাটা তার হাতের খেলা নয় নারী! নিয়ে এসো বলবন্ত!

[প্রস্থান।

মাধবাচার্য্য। তবে চললুম মা বিরাট নৈরাশ্য-সাগরে ঝাঁপ দিতে তোমার ওই বাঞ্ছিত চরণ দু'টী লক্ষ্য ক'রে। সত্যরাম! নিয়ে যাও ঐ মাতৃ-মূর্ত্তিকে তোমার ভক্তি-দুর্গের আশ্রয়ে।

সত্যরাম। [করুণার প্রতি] এসো মা!

করুণা। স্বামী! আমিও সঙ্গে যাই তোমার!

দেবদত্ত। ভয় নেই; তাঁর নাম যে বিপদভঞ্জন!

[মাধব ও দেবদত্তকে লইয়া বলবন্তের প্রস্থান।

ভবানী। বিজয় লাভ ক'রে ফিরে এসো আবার অক্ষতশরীরে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কল্পতরুর বাটী।

কল্পতরু।

কল্পতরু। আমার ছেলে হয়েছে, তাতে তোমাদের কি বাবা? এমন ছেলে কারু কি চট্ ক'রে হয় গা! আহা, ছেলে আমার পয়মন্ত! ব্যাটার ছেলে পেটে ঢুকতে না ঢুকতে অম্নি আমার পদ-

বুদ্ধি—একবারে বরাবরেষু রাজমন্ত্রী। সেই ছেলে আমার, তবে কেন বাবা অত গুজ্-গুজ্ ফুস্-ফুস্ ? জলজ্যান্ত আমি রয়েছি, আমার ছেলে হবে না ?

পঞ্চানন্দের প্রবেশ।

পঞ্চানন্দ। 'ওগো, শুন্‌ছো গা শুন্‌ছো ?

কল্পতরু। আহা-হা, এসো বাবা এসো ! আহা, আমার বরাতে কি এমন ছেলে বাঁচবে ? ছেলে তো নয়, যেন তোমার গিয়ে ফটিকচাঁদ।

পঞ্চানন্দ। ওগো, শুন্‌ছো গা ?

কল্পতরু। বাপধন ! 'ওগো' 'শুন্‌ছো গা' কথার অর্থ ? বাবা বল্‌তে বুঝি লজ্জা হ'চ্ছে ?

পঞ্চানন্দ। মা তোমায় 'ওগো' 'ওগো' ব'লে ডাকে, আমি ডাক্‌বো না কেন ?

কল্পতরু। আহা, বেঁচে থাকো বাবা—বেঁচে থাকো। অহো, এমন ছেলে পায় ক'জন ? তুমি দেখ্‌ছি বাপ ক্রমশই কুলমুষল হ'য়ে দাঁড়াবে।

পঞ্চানন্দ। ওগো—

কল্পতরু। ব'লে ফেল—ব'লে ফেল, কানের মাথা তো আর খাই নি ; জাত জন্মই না হয় গেছে !

পঞ্চানন্দ। আমার বড্ড হবিষ্যি কর্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে।

কল্পতরু। বটে ? মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্ পঞ্চা ! ব্যাটা আমার হবিষ্যি কর্‌বে ! উঃ, কি অকল্যাণ !

পঞ্চানন্দ। ওগো, তুমি কবে পটল তুল্তে যাবে ?

কল্পতরু। তুমি ভাজা খাবে, কেমন ? ব্যাটার ছেলে বলে কি ? এঁ্যা, আমায় বলে কি না মর্‌তে !

পঞ্চানন্দ। ওগো—

কল্পতরু। আবার 'ওগো' ! বল্ ব্যাটা, বাবা বল্ !

পঞ্চানন্দ। মা "বাবা" বলে না, আমি বল্‌বো বই কি !

কল্পতরু। কি, পাজি হারামজাদ ! বল্, বাবা বল্ ! [কান ধরিল]

পঞ্চানন্দ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বল্‌ছি ! কি, ছাড়বে না ? তবে দেখ ! [হাতে কামড়াইয়া দিল ।]

কল্পতরু। [কান ছাড়িয়া] উ-হু-হু, গেছি রে ব্যাটা—গেছি ! উঃ, ব্যাটা কি জোর কাম্‌ড়ে দিয়েছে !

পঞ্চানন্দ। আর কখনো কান ধর্‌বে ? তুমি কান ধর্‌বার কে ? মার্‌বো এখুনি এক ঘুসি—

কল্পতরু। ওরে বাপ্ রে, ব্যাটা বলে কি গো ! ব্যাটা যেন কেউটে সাপের বাচ্ছা ! দেখ্ পঞ্চা, ফের যদি 'ওগো' 'হ্যাঁগো' বল্‌বি, তা হ'লে নির্দ্দম মার মার্‌বো ।

পঞ্চানন্দ। ইস্, ভারি গায়ে বল ! এসো না দেখি ! কি, চুপ্ ক'রে রইলে যে ?

কল্পতরু। তবে রে ব্যাটা নষ্টচন্দ্র ! [মারিতে উদ্যত]

সরসীর প্রবেশ।

সরসী। আহা-হা, বাছাকে আমার খুন করবে না কি ? মিন্সের

তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, তবু হুঁস পবন নেই! বাছা রে আমার—[কোলে করিল।]

কল্পতরু। ছেড়ে দাও গিন্নী! ব্যাটাকে আজ একদম মেরে ফেল্‌বো।

পঞ্চানন্দ। [কাঁদিতে কাঁদিতে] দেখ্‌ না মা, তুই না এলে বুড়ো ব্যাটা আমায় মেরে ফেল্‌ছিল আর কি!

সরসী। ষাট্! ষাট্! বাছা রে আমার! আহা, চাঁদমুখখানা কালিপানা হ'য়ে গেছে গা! হ্যাঁগা, তোমার কি আক্কেল?

কল্পতরু। মাগীর কথা শোন—তোমার কি আক্কেল? যত দোষ নন্দ ঘোষ! আহা, কি ছেলেই না তোমার হয়েছে গিন্নী! আমায় বলে কি না 'ওগো' 'হ্যাঁগো', যেমন তুমি বল।

সরসী। বল্‌লেই বা, তাতে আর হয়েছে কি? আহা, কত ঠাকুর দেবতার আশীর্ব্বাদে বাছাকে আমার পেয়েছি।

কল্পতরু। গা জুড়িয়ে গেল আর কি! ছেলে নয় তো, ঠিক যেন গোপাল। অত আস্কারা দিয়ে ছেলের মাথাটী খেও না গিন্নী! দেখ্‌বে, ঐ গোপাল একদিন তোমায় গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।

সরসী। বালাই! ষাট্! আমায় দেবে কেন? তোমাকেই আগে তাড়াবে। তা ব'লে বাছাকে আমার সর্ব্বদাই মার-ধোর কর্‌বে? আহা-হা, মেরে আর রাখ নি দেখ্‌ছি! জ্বর না এলে বাঁচি। একটা ছেলে নিয়ে ঘরকন্না কর্‌ছি, তাও আঁটকুড়ো-আঁটকুড়ীদের সহ্যি হ'চ্ছে না। ষাট্! ষাট্! আজকে আবার শনিবার। তাই তো, গাটা যেন ছ্যাঁক্-ছ্যাঁক্ কর্‌ছে!

পঞ্চানন্দ। ওমা, আমার বড্ড শীত করছে—কাঁপ আস্‌ছে—উহু-হু! [কাঁপিতে লাগিল]

সরসী। এঁ্যা, কি হবে গো ? বাছা বুঝি আর বাঁচ্‌বে না! হ্যাগা, তুমি এখনো বেশ কাঠের মত দাঁড়িয়ে রয়েছ ? বলি কাণ্ডখানা কি ?

পঞ্চানন্দ। উহু-হু, বড্ড শীত কর্‌ছে মা!

সরসী। ওগো, তুমি ভেবেছ কি ? ছেলেটাকে কি এই রকম ক'রে মেরে ফেল্‌বে ?

কল্পতরু। কি কর্‌তে হবে বল ?

সরসী। কি কর্‌তে হবে, তাও আমায় ব'লে দিতে হবে ? বুড়ো বয়সে ভীমরতি হ'লো না কি ? বদ্দি ডেকে আনো!

কল্পতরু। কিছুই হয় নি গিন্নী—কিছুই হয় নি, ব্যাটার সব চালাকি ; মারের চোটে এখুনি জ্বর-টর সব ছুটিয়ে দেবো।

সরসী। বটে রে মিন্সে! আমার এত সাধের ছেলে ম'রে যাবে, আর বুড়ো থুথুরো ঘাটের মড়া, তোমায় নিয়ে আমি ধুয়ে খাবো ? তোমার মুখে এখুনি মুড়ো ঝাঁটা মার্‌বো।

পঞ্চানন্দ। মার্ না মা, আমি দেখি।

কল্পতরু। দেখ্‌ছো ব্যাটার কেমন জ্বর এসেছে! ঘোড়া দেখে ব্যাটা আমার খোঁড়া হ'য়ে পড়্‌লো।

পঞ্চানন্দ। আমি ঘোড়ায় চড়্‌বো মা! তা হ'লেই আমার জ্বর ভাল হ'য়ে যাবে।

সরসী। ওগো, শীগ্‌গির একটা ঘোড়া এনে দাও! বোধ হয় ঘোড়ায় চড়্‌লে বাছা আমার সেরে উঠ্‌বে।

কল্পতরু। আরে মাগী, হয়েছে কি ?. ব্যাটার কিছুই হয় নি। ঘোড়ায় চড়বে, ব্যাটা যেন রাজপুত্তুর !

পঞ্চানন্দ। আমি ঘোড়ায় চড়্‌বো মা ! [মাটিতে পড়িয়া ছট-ফট্ করিতে লাগিল।]

সরসী। এঁ্যা, একি ! বিকার হ'লো না কি ? ওগো, শীগ্‌গির একটা ঘোড়া এনে দাও ! হায়—হায়, মা ষষ্ঠী ! এ কি করলি মা ? ওগো, য্যাও—যাও, শীগ্‌গির যাও !

কল্পতরু। এ তো বিষম বিপদে পড়্‌লুম দেখ্‌ছি। ঘোড়া কোথায় পাবো—এখন ?

সরসী। ওগো তুমিই না হয় একবার ঘোড়ার মত হও না !

কল্পতরু। সে কি, আমি ঘোড়া হবো কি ?

পঞ্চানন্দ। আমি বাবা-ঘোড়ায় চড়্‌বো—

সরসী। ওই শোন ! শীগ্‌গির শীগ্‌গির ঘোড়ার মত হও !

কল্পতরু। আরে, ঘোড়া হবো কি ?

সরসী। ওগো, আর দেরী ক'রো না, শীগ্‌গির ঘোড়া হ'য়ে যাও !

কল্পতরু। কি জ্বালা ! আচ্ছা, এই নাও—আমি ঘোড়া হ'চ্ছি ! [ঘোড়ার মত হওন]

সরসী। ব'সো তো বাবা ঘোড়ায়। [পঞ্চানন্দকে কল্পতরুর পিঠে বসাইয়া দিল।] এইবার আস্তে আস্তে চ'লে এসো—

কল্পতরু। চিঁ-হিঁ-হিঁ !

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দ্বারকা—উপবন।

গোপিনীগণ গাহিতেছিল।

গীত।

মধু মাসে মধু বাতাসে

ও লো সই, প্রাণ করে আই-ঢাই, মরি হুতাশে॥

গুঞ্জরিয়া ভ্রমরা বঁধু ফুলের বুকে পড়ছে ঢ'লে,

ঝুর-ঝুর-ঝুর দ'খ্‌নে হাওয়া প্রেমের কবাট দিচ্ছে খুলে,

উহু-হু অঙ্গ জ্বলে, কালো পাখী মিঠি বুলে,

গলা যে শুখিয়ে গেল আকুল পিয়াসে॥

[প্রস্থান।

শিশুপাল ও বলবন্তের প্রবেশ।

শিশুপাল। বলবন্ত! তন্ন তন্ন করি

অন্বেষণ কর উপবন,

নিশ্চয় হেথায় আছে ভীষ্মকদুহিতা।

অপমান—নিদারুণ অপমান!

ভুলিব না এ জীবনে তাহা। [প্রস্থানোদ্যত]

প্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

প্রদ্যুম্ন। রুদ্ধ পথ, প্রবেশের অধিকার নেই তস্কর! যদি নিজের মঙ্গল চাও, তা হ'লে নীরবে নিঃশব্দে চ'লে যাও চেদীশ্বর!

শিশুপাল　　নচেৎ ?

প্রদ্যুম্ন ।　　দিতে হবে প্রাণ বিসর্জ্জন ।
অবাস্তব কল্পনার ছবিখানি
তুলে ধরি নেত্রের উপরে,
আসিয়াছ পূর্ণিতে বাসনা তব ?
দুর্গন্ধ পুরীষপূর্ণ নরকের কীট !
কেন এত উচ্চ অভিলাষ ?

শিশুপাল ।　স্তব্ধ হও কৃষ্ণপুত্র নীচ কুলোদ্ভব !
হেয় ঘৃণ্য নহে শিশুপাল ।
ক্ষত্রকুলে জন্ম মম—ক্ষাত্রধর্ম্মী আমি,
আমার না রহে যদি উচ্চ আশা হৃদে,
তবে কি রহিবে তাহা
ভারবাহী গোপের স্কন্ধেতে ?
শোন তব পিতার কাহিনী ;
দেবকীর গর্ভজাত ক্ষত্রিয়নন্দন,
কিন্তু বিস্মরি ক্ষত্রিয়নীতি ক্ষত্রিয়গৌরব,
হীন ধর্ম্মে হইয়া দীক্ষিত
নন্দের নন্দনরূপে বিদিত জগতে ।
আর তুমি সেই পরবৃত্তি-অভিলাষী
শ্রীকৃষ্ণনন্দন ;　জন্ম তব নহে প্রশংসার
দূর হও সম্মুখ হইতে ।

প্রদ্যুম্ন　　রে মূর্খ !　কৃষ্ণতত্ত্ব কি বুঝিবি তুই ?

অন্ধ তুই জ্ঞানহীন,
না চিনিয়া কৌস্তুভ রতনে,
লোষ্ট্রখণ্ডে তুলে নিলি ভ্রমে।
কে কৃষ্ণ, কি মহিমা তাঁর,
কেবা তার করিবে বিচার ?
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—জীবের আরাধ্য রত্ন—
ধ্যানের অতীত।
দূর হ' রে অজ্ঞান দাম্ভিক !
দুরাশা না হইবে পূরণ।

শিশুপাল। রুক্মিণীহরণ নহে দুরাশার।
হরিয়া সীতায় রক্ষপতি দশানন
সাধে নাই কুকার্য্য ধরায়।
অর্জ্জিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি ধরণীর বুকে,
মুক্তি-তীর্থে করিল প্রয়াণ।

প্রদ্যুম্ন। পুত্র আমি জেনো শিশুপাল !
মাতৃ-নিন্দাকারী জনে
সমুচিত দিব প্রতিফল।

শিশুপাল। শিশুপাল নহেক দুর্ব্বল।
বলবন্ত ! কেটে ফেল কণ্টকতরুরে,
পেতে যদি চাও চন্দনের স্বাদ।

প্রদ্যুম্ন। খদ্যোত কভু কি পারে
চন্দ্রমার হরিতে কিরণ ?

আয় রে দুর্ম্মতি, অবসান ক'রে
দিই তোর স্বপ্নময় কুহেলী রজনী।

[বলবন্ত সহ যুধ্যমান অবস্থায় প্রস্থান।

শিশুপাল। নিয়ে এসো বলবন্ত
বন্দী করি শ্রীকৃষ্ণতনয়ে।
কই—কোথায় রুক্মিণী ?
এঁ্যা, একি—একি ?
আলোক-লাবণ্যময়ী বিশ্ববিমোহিনী
শতদলনিবাসিনী কে তুমি মা
নয়ন-আবাসে মোর দেখাইয়া দাও
আজি অতীতের মধুময়ী ছবি ?
এ কি ভেসে গেল—ভেসে গেল—
ক্ষণিক স্বপন। বলবন্ত! আন ত্বরা
গোপসুতে, গোপপুরে জ্বালিব অনল।

[প্রস্থানোদ্যত]

নৃত্যগীত সহকারে প্রবৃত্তির আবির্ভাব।

প্রবৃত্তি।—

গীত।

এসো স্বপ্নের দেশে ভেসে আকুল আবেশে,
পথহারা পথিক ধীমান্।
সেথা কুহু ডাকে পাখী শাখিশিরে বসিয়া,
কুহুতানে বহে সথা শান্তি উজান॥

গীতকণ্ঠে নিবৃত্তির প্রবেশ।

নিবৃত্তি।—

গীত।

নাহি সেথা সত্য, অলীক স্বপনভরা,
মরিচীকা মায়াবিনী পাগল করা,
এসো মোর সাথে শান্তির পথে,
বাস্তব সলিলে করিতে সিনান॥

নৃত্যগীত সহকারে আশার প্রবেশ।

আশা।—

গীত।

এসো এসো এসো হে, সখা হে প্রিয় হে,
ধর ধর ধর হে কম ফুলহার।
এসেছি তোমার দ্বারে অভিনব অভিসারে,
তোমারি চরণে হিয়া করিতে প্রদান॥

গীতকণ্ঠে শান্তির প্রবেশ।

শান্তি।—

গীত।

শান্তি-সলিলভরা আমার এ নদীকূলে,
শ্যাম বিটপীরাজি সমীরে হেলে দুলে,
এসো হে শ্রান্ত ক্লান্তিভরা প্রাণে করিতে মধুর অমৃত পান॥

[শিশুপাল বিস্মিতভাবে উহাদের পশ্চাৎ অনুগমন করিতে করিতে সহসা ফিরিয়া আসিল।]

শিশুপাল। কোন্ দিকে যাই—কোন্ দিকে যাই ?
আকর্ষণ—আকর্ষণ !
এ কি মায়া উপবনমাঝে ?
চতুর্দ্দিকে মায়াবিনী বেড়িল আমায়।
বলবন্ত—বলবন্ত !
আন ত্বরা শ্রীকৃষ্ণনন্দনে।

বন্দী প্রদ্যুম্নকে লইয়া বলবন্তের প্রবেশ।

বলবন্ত। প্রভু ! আজ্ঞা তব করেছি পালন।

শিশুপাল। [প্রদ্যুম্নের প্রতি]
আস্ফালন তর্জ্জন-গর্জ্জন
কোথায় হে দুগ্ধজীবী
গোপালক গোপের নন্দন ?
গাভী ল'য়ে মাঠে ধাও পাঁচনীকরেতে,
কি বুঝিবে রণনীতি তুমি ?
বলবন্ত ! বেঁধে রাখি বৃক্ষকাণ্ডে এরে,
খুঁজি চল ভীষ্মকসুতারে।

প্রদ্যুম্ন। পিতা ! পিতা !
এ কি ছলা পুত্র সনে আজ ?
বন্দী আমি পাপের করেতে !

শিশুপাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[প্রদ্যুম্নকে লইয়া বলবন্ত ও শিশুপালের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। এই পথে—এই পথে কৃষ্ণ !
না শুনিব আজি তোর কোন অনুরোধ,
ক্ষীপ্ত দীপ্ত ক্রোধানলে
দগ্ধীভূত করিব পাপীরে ;
তুলি হলে শিশুপালে,
ফেলে দিব সিন্ধুর সলিলে ;
পাপীর সংহারে কৃষ্ণ কেন রে বিচার ?
কি অসীম সাহস তাহার,
চাহে সে মাতারে মোর ?
এখনো নীরব তুই শুনি সেই বাণী ?
জাগে না কি ক্রোধ-বহ্নি তোর ?

শ্রীকৃষ্ণ। হে আর্য্য, এখনো অপূর্ণ কাল।

[হস্ত ধারণ]

বলরাম। কাল ? থাক্ কাল,
রোধিব কালের স্রোত।
কলঙ্ক-কালিমা দেবে যাদবের কুলে,
আর মানিয়া কালের আজ্ঞা,
নির্ব্বিবাদে হেরিব নয়নে শুধু
কালের গরিমা ?
কি আছে পৌরুষ তাহে ?

কবে কোথা কোন্ পুত্র মাতৃ-নির্য্যাতন
নেহারি নয়নে, কোষবদ্ধ'করি অসি
কালের পূজায় থাকে নিয়োজিত ?
স'রে যা—স'রে যা কৃষ্ণ !
মাতৃ তরে জ্বালিব স্বকরে আজি
প্রলয়-অনল। যাক্ সৃষ্টি—যাক্ ধর্ম্ম—
বিপর্য্যয়ে কাঁপুক ধরণী,
হলপাণি একাই করিবে আজি
ব্রহ্মাণ্ড বিলয়।

রুক্মিণী। [নেপথ্যে] ওরে, কে আছিস্ কোথায়—
আয় ছুটে আয়,
পড়িয়াছি দানবকবলে।

বলরাম। ওই শোন্—ওই শোন্ রে কৃষ্ণ !
ডাকে মাতা আর্ত্তকণ্ঠে।
ছেড়ে দে—ছেড়ে দে হাত,
ধৈর্য্যজ্ঞান গিয়াছে টুটিয়া।
হ'লেও অনুজ স্নেহের প্রতিম,
রাখিব না কোন অনুরোধ ;
প্রতিশোধ—প্রতিশোধ লইব এখনি।

শ্রীকৃষ্ণ। হে অগ্রজ ! পার তুমি অবহেলে
শিশুপালে করিতে বিনাশ ;
শৌর্য্য বীর্য্য তব শত প্রশংসার।

নগণ্য মুষিকনাশে
সৃষ্টির বিনাশে কেন হও আগুয়ান ?
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শিশুপাল,
কি ছার শকতি তার তব সহ রণে ?
হে আর্য্য ! পূর্ব্ব স্মৃতি করহ স্মরণ,
হয় কি গো প্রয়োজন,
যুগে যুগে ধরণীর বুকে এসে
কর্ম্মের কঠোর ভার করিতে গ্রহণ ?
কেন সহি এতেক যন্ত্রণা,
মাত্র রক্ষিবারে স্রষ্টার গৌরব।

রুক্মিণী। [নেপথ্যে] কোথা কৃষ্ণ—কোথা কৃষ্ণ !
রক্ষা কর দাসীরে তোমার।

বলরাম। ওই—ওই, পুনঃ সেই করুণ বিলাপ !
থাক্—থাক্ ভীরু ফেরু সম
নির্জ্জন গুহায়, চলিলাম আমি
শিশুপালে করিতে সংহার।

[প্রস্থানোদ্যত]

শিশুপালের প্রবেশ।

শিশুপাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! এই যে—এই যে নীচ
গোপের নন্দন। বলবন্ত !
রুক্মিণীরে শীঘ্র রথে তোল।

বলরাম। আরে আরে দাম্ভিক দানব !

[আক্রমণোদ্যত]

শিশুপাল। ওহে হলধর ! হেন আস্ফালন
শোভে না বদনে তব।
নহি সে রাবণ আমি, ছদ্মবেশে
আসি নাই হরিতে সীতায়।
প্রকাশ্যে প্রবেশি হেথা
লভিয়াছি সাধনা সম্পদ।
দাও বাধা, নাহি ক্ষতি তায়,
কিংবা যদি চাহ ভিক্ষা,
দিব ফিরি রুক্মিণীরে আমি।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! ধূর্ত্ত ! শঠ !
ছলে বন্দী হইয়া কারায়,
পলাইয়া এলে পুনঃ
প্রাণভয়ে চোরের মতন !
ধিক্—শত ধিক্ চরিত্রে তোমার।

শ্রীকৃষ্ণ। বারবার অত্যাচার সহি রে অজ্ঞান !
তবু নাহি হয় তব জ্ঞানের সঞ্চার ?
কি মোহ-মদিরাঘোরে
বিপথে চালাও রথ
অসাধ্যসাধন তরে ?
ক্ষান্ত হও,

তা না হ'লে দর্পহারী নাম মম
হইবে বিকাশ দর্প তব করিয়া বিচূর্ণ।
প্রতি পদে কৃষ্ণে হিংসা এ কি তব ধারা ?
দেখাইতে পুনঃ সেই
হিংসাভরা চরিত্রমহিমা,
রুক্মিণীহরণে আজি উপনীত হেথা ?
অন্তরের মাঝে
নাহি রাজে মরণের ভয়াল মূরতি ?

বলবন্তের প্রবেশ।

বলবন্ত। প্রভু! প্রভু! জ্ব'লে গেল—
পুড়ে গেল সর্ব্বাঙ্গ আমার ;
সতী-অঙ্গ পরশনে ছুটিল অনলস্রাব,
দগ্ধীভূত করিল আমারে।
প্রাণ ল'য়ে এনু পলাইয়া,
নারিলাম পালিতে আদেশ।
উঃ—অসহ্য যন্ত্রণা !
কোথা যাই—কোথা শান্তি পাই ?

[প্রস্থান।

শিশুপাল। দেখি তবে, কত শক্তিময়ী নারী
রুক্মিণী সুন্দরী !

[দ্রুত প্রস্থান।

বলরাম। আয় কৃষ্ণ, শীঘ্র আয় রক্ষিতে মাতায়।

[শ্রীকৃষ্ণ সহ প্রস্থান।

প্রদ্যুম্নকে বধোদ্যত অবস্থায় শিশুপালের প্রবেশ।

শিশুপাল। আজি বধিব জীবন তব—
লবো প্রতিশোধ।
মায়াবিনী মাতা তব পলায়িতা এবে।

প্রদ্যুম্ন। কি ক্ষমতা আছে তব বধিতে আমায়?
শ্রীকৃষ্ণ যাহার পিতা,
কিবা ভয় জগতে তাহার?

শিশুপাল। উন্মাদ প্রলাপ! বধিব জীবন তব,
ধৃত সিংহ শিকারীর জালে।

[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

প্রদ্যুম্ন। সাবধান হও রে দুর্ম্মতি!
পাপভারে তোর কাঁপে বসুমতী।
জানি না কি দৈববলে
বন্দী করি মোরে,
ভেক হ'য়ে সর্পশিরে আঘাতে প্রয়াস?
দেখি তুই কত শক্তিধর!

[শৃঙ্খল ছিঁড়িতে চেষ্টা]

শিশুপাল। বিফল প্রয়াস।
ডাক্—ডাক্ তোর লম্পট পিতায়।

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

বলরাম। শিশুপাল! শিশুপাল!
ধ্বংসগর্ভে ডুবে যা রে তুই!

শ্রীকৃষ্ণ। শিশুপাল! ধৈর্য্য নাহি আর;
ডুবে যাক্ বিস্মৃতির
অগাধ সলিলে প্রতিজ্ঞা আমার।

[শিশুপালকে আক্রমণ]

যাদবীর প্রবেশ।

যাদবী। হে মুরারি! ভুলে গেছ প্রতিশ্রুতি তব?

শ্রীকৃষ্ণ। ওঃ—নিরুপায়।
শিশুপাল! এই তব
ঊনশত অপরাধ করিনু মার্জ্জনা—

[বলরাম ও প্রদ্যুম্ন সহ প্রস্থান।

যাদবী। পুত্র! এখনো নিরস্ত হও। এত জাজ্বল্য প্রমাণ, তবু চাও না স্বীকার কর্‌তে কৃষ্ণ ভগবান? [প্রস্থান।

শিশুপাল। না—না, তবু কৃষ্ণ ভগবান নয়। এখনো দেখ্‌বো—এখনো দেখ্‌বো; দেখি, দেখার শেষ সন্ধিক্ষণে বেজে ওঠে কি না সেই মুক্তিনাথের মুক্তি-ভেরী! আমি শিশুপাল—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

গীতকণ্ঠে কমল ও ভ্রমরের প্রবেশ

উভয়ে

গীত।

আমরা দু'জন নেশাখোর।
আহা-হা দু'জনাতে যেন মাণিকজোড়॥
গাঁজা সিদ্ধি চরস খাই, চণ্ডু খাই, মামার বাড়ী যাই,
আবার ফাঁকের ঘরে চুরি ক'রে দিই লম্বা দৌড়॥
তেজ্য পুত্তুর দু'জনাতে ঘুরে বেড়াই পথে পথে,
ভোল ফিরিয়ে মাঝে মাঝে কাটাই নেশার ঘোর।
এই পর্য্যন্ত! ইতি! ইতি! ও দিকে যে রাত্রি ভোর॥

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটীরপ্রাঙ্গণ।

শান্তির হাত ধরিয়া অশ্রুনয়না করুণার প্রবেশ।

শান্তি। বাবা কবে আস্‌বে মা?

করুণা। কি ক'রে বলি বাবা? কবে যে তিনি ফির্‌বেন, তা তো জানি না।

শান্তি। তবে কি হবে মা?

করুণা। কি আর হবে বাবা! সারাজীবন কেঁদে কেঁদে পথে পথে ঘুর্‌তে হবে। ব্যর্থতায় শ্বাস রুদ্ধ ক'রে ব'সে থাক্‌তে হবে, এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই বাবা!

শান্তি। বাবাকে কি মহারাজ ছেড়ে দেবেন না?

করুণা। জানি না মাণিক! উঃ, ভগবান! আমার মৃত্যু হ'লো না কেন? জীবনভোর শুধু কেঁদেই আস্‌ছি; জানি না এ কান্নার কবে শেষ হবে! কত দিন আর দুর্ভাগ্যের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হবো? স্বামী—স্বামী—[রোদন]

শান্তি। কাঁদিস্ নে মা! ভগবানের কৃপায় বাবা আমার ঠিক ফিরে আস্‌বে।

গীত।

কাঁদিস্ না মা কাঁদিস্ না তুই, দুঃখ মোদের হবে দূর।
মর্ম্ম-বীণার ছেঁড়া তারে তুলিস্ নে মা করুণ সুর॥

আশা-নদীর বিমল তটে, জীর্ণ বুকের ভাঙ্গা হাটে,
ওই বাজে মা কালের বাঁশী, কান্নাকাটি করতে দূর॥

সত্যরামের প্রবেশ।

সত্যরাম। মা!

করুণা। কে, সত্যরাম? এসেছ বাবা?

সত্যরাম। এসেছি মা! মায়ের স্নেহ-দুর্গের অভয় রাজ্যে থাক্‌তে আসি নি মা, এসেছি বিদায় নিতে।

করুণা। বিদায়?

সত্যরাম। হ্যাঁ—বিদায়। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদের বর্ম্ম দিয়ে আমার অঙ্গটা মুড়ে দাও, আমি মহান্ কর্ত্তব্যের ধ্বজা ধ'রে ছুটে যাই কর্ম্মের সন্ধানে।

করুণা। অসম্ভব হবে পুত্র সে কর্ম্ম সাধন করা। দুর্ব্বল নয় সে শিশুপাল যে তার সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠ্‌বে।

সত্যরাম। মর্‌তে তো পার্‌বো? যদি দশের ও দেশের শান্তি-প্রতিষ্ঠায় এ জীবন দান কর্‌তে পারি মা, তা হ'লে জান্‌বো জীবন আমার ধন্য—জন্ম আমার সার্থক। একাই হাস্‌তে হাস্‌তে প্রবল তুফানের মাঝখানে ছুটে গিয়ে পড়্‌বো—পৃথিবীর বুকখানা কাঁপিয়ে তুল্‌বো। ভয় কি মা, জীবনটা শুধু আলস্যের পূজার জন্য তৈরি হয় নি, হয়েছে মায়ের স্নেহ-নিঃশ্বাস দিয়ে কর্ম্মের জন্য—দেশের জন্য—ভায়েদের জন্য—মায়েদের জন্য—ভগ্নীদের জন্য।

করুণা। পার্‌বে না পুত্র, কেন শুধু প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে?

সত্যরাম। মর্‌তে যাচ্ছি না, যাচ্ছি অমর হ'তে। তুমি কিছু মাত্র দুঃখ ক'রো না জননী! পুত্র তোমার নিশ্চয় বিশ্ববিজয় ক'রে ফিরে আস্‌বে।

করুণা। না—না, যেও না পুত্র! আমাদের ভাগ্যের উপর দিয়ে দুর্ভাগ্যের প্রবল ঝঞ্ঝা ব'য়ে যাক্—আমাদের বুকের উপর অনন্ত হাহাকার জেগে উঠুক্; ছিঁড়ে যাক্ মর্ম্মগ্রন্থি—পুড়ে যাক্ সুখ-আশা, থাকো—থাকো তুমি নিরাপদে জননীর শান্তি-আবেষ্টনীর মধ্যে পূর্ণ শশধরের মত।

সত্যরাম। পুত্র তোমার এত হীন দুর্ব্বল নয় যে, নিজেকে নিরাপদে রাখ্‌তে মনুষ্যজীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য করণীয়টুকু ভাসিয়ে দেবে উপেক্ষায়? তা হ'লে জগতে মানুষ কে মা? দু'টো হাত দু'টো পা নিয়ে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খেয়ে দিন কাটিয়ে দিলেই কি মানবজীবনের কর্ত্তব্য পালন করা হয়? তবে মানুষ ও পশুতে পার্থক্য কি মা? যেখানে রক্তের সম্বন্ধ, সেখানে যদি বিদ্যুৎস্ফুরণ না হয়, তা হ'লে সেখানে কি থাকে দেবতার এক বিন্দু করুণা? দাও মা তোমার ওই আবেগকম্পিত হস্তে সহস্র আশীর্ব্বাদ আমার মাথায় ঢেলে, আমি চ'লে যাই দূরে কর্ম্ম-ঊষার সন্ধানে।

করুণা। তবে এসো পুত্র অমর হ'য়ে মায়ের প্রাণখোলা প্রীতির আকর্ষণে।

ভবানীদেবীর প্রবেশ।

ভবানী। আর আমিও আশীর্ব্বাদ করি পুত্র, বিজয়-তিলক যেন

তোমার ললাট জুড়ে বসে। যাও পুত্র, চ'লে যাও মহাজনপদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে মাতৃপূজায়।

করুণা। এসেছ মা ?

ভবানী। আস্‌তে হবে না ? এমন গৌরবের শুভ সন্ধিক্ষণে মা যদি না আস্‌বে, তবে কি আস্‌বে পুত্রকে কোলে নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য মরণভয়ে ভীত হ'য়ে ? যাও পুত্র, আর বিলম্ব ক'রো না; সিংহবিক্রমে ছুটে গিয়ে শিশুপালের গলাটা কাম্‌ড়ে ধ'রে বল্‌বে "জয় মা জননী !" জন্মভূমির জয় না হয়, প্রাণ দেবে হাস্‌তে হাস্‌তে সে মহাপূজার উদ্‌যাপনে। ভয় নেই, মাথার উপর ভগবান আছেন। শুধু মাতৃস্নেহ দেখালে চল্‌বে না মা, জাতীয় গরিমায় উদ্ভাসিত হ'য়ে দেশের ছেলে মেয়েদের প্রাণে প্রাণে শিরায় শিরায় মানুষ হবার মন্ত্র প'ড়ে দিতে হবে—তাদের মানুষ ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। এই তো মায়ের কর্ত্তব্য—মায়ের শিক্ষা—মায়ের দান।

সত্যরাম। তবে দাও মা পদধূলি, মানুষ হবার মহামন্ত্রে দেশের ভাই-বোনেদের জাগিয়ে দাও; তারা আপন চিনুক্ বিলাস আলস্যের বলিদান দিয়ে। কর্ম্মী-কঠোর মূর্ত্তিতে দেশের বুকের উপর জাতীয়তার উদ্দীপনা নিয়ে দাঁড়াতে শিখুক্, মানুষ হোক্—ধন্য হোক্—অমর হোক্।

গীতকণ্ঠে অস্ত্রকরে বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গীত।

মা তুই আমাদের মানুষ কর্।

এই ব্যথায় ভরা জীবন নিয়ে কাঁদ্‌বো কত নিরন্তর ?

মুক্তি-নদীর গভীর জলে, ওই যে মা তোর মূর্ত্তি খেলে,
দে না আশিস্ বিমল করে, করবো না আর কাউকে ডর্ ॥
স্বপ্ন এবার সত্য হবে, দুঃখ ব্যথা আপনি যাবে,
ভায়ের মায়ের অগাধ স্নেহে সাজ্‌বো মোরা ভয়ঙ্কর ॥

ভবানী। স্বার্থ হিংসার বলিদান দিয়ে তোমরা মানুষ হও পুত্রগণ! ত্যাগের মন্ত্রে জাগ্রত হ'য়ে বিশ্বের বুকে অমর হও!

[আশীর্ব্বাদ করতঃ প্রস্থান।

সকলে। জয় মা জগজ্জননীর জয়!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ।

শিশুপালের প্রবেশ।

শিশুপাল। তীব্র বিষ—তীব্র বিষ ঢেলে দেবো প্রকৃতির বুকে। আকাশের বুক চিরে যেমন একটা আগুনের ঝলকা পৃথিবীর বুকে ঠিক্‌রে এসে সমস্ত জ্বালিয়ে দেয়, আমিও সেই রকম পৃথিবীর বুকে আগুন জেলে দিতে এসেছি। পরিণাম? হাঃ-হাঃ-হাঃ! কর্ম্ম-জীবনের বেশ একটা প্রতিবন্ধক। কৃষ্ণ ভগবান? পরীক্ষা—পরীক্ষা, ভালরূপে তার পরীক্ষা চাই। কে—কে ডাকে? মৃত্যু? হাঃ-হাঃ-হাঃ! ও আবার কে, স্মৃতি? জাগিয়ে দিচ্ছ সেই অতীত কাহিনী? না—না,

আমি শিশুপাল। কে ও? মুক্তিদাতা? অযাচিত মুক্তিদানের জন্য শিশুপালের দ্বারে উপস্থিত? ও কি? তুমি—তুমি—সেই গোপ-নন্দন কৃষ্ণ? দূর হও—দূর হও! আমার বিবেক-জ্ঞানের মাঝখানে তুমি ভগবান নও। ওঃ, আবার! রাক্ষসী—রাক্ষসী—

গীতকণ্ঠে কালরাত্রির আবির্ভাব।

কালরাত্রি—

গীত।

আয়—আয় তোরে গ্রাস করি।
কোথা যাস্ পালিয়ে ওরে, ধর্‌বো ব'লে বেড়াই ঘুরি।
হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, রক্ত এবার দিয়ে যা,
কোথায় যাবি, কোথায় র'বি, নিয়ে যাবো এবার ধরি।

শিশুপাল। রাক্ষসী—রাক্ষসী! আবার এসেছিস্? উঃ, কি ভীষণা মূর্ত্তি! কোথা যাই? চতুর্দ্দিকে—চতুর্দ্দিকে—ওঃ—ওঃ, ওই—ওই—

[সভয়ে প্রস্থান ও কালরাত্রির অন্তর্দ্ধান।

শিশুপালের পুনঃ প্রবেশ।

শিশুপাল। এ কি—এ কি জাগ্রত বিভীষিকা! কোথায় গেল রাক্ষসী? ঐ দূরে যেন কাল ভ্রূকুটী-কটাক্ষে ব'লে দিচ্ছে, শিশুপাল! শিশুপাল! তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য! ও কি? কে—কে? রাজা কংস? জরাসন্ধ? উঃ, কি ভীষণ পরিণাম! না—না, আমি

বীর—আমি শিশুপাল। এ কি চিন্তার বৈষম্য আজ! [অবসন্নভাবে উপবেশন]

গীতকণ্ঠে স্বপ্নবালাগণের আবির্ভাব।

স্বপ্নবালাগণ।—

গীত।

চল চল সেখানে, স্বপন-কাননে,
নাহিক যেখানে ব্যাকুল ধারা।
এসো হে প্রিয়তম হৃদয় অনুপম,
কম ফুলমালাটী কেন বা হারা॥
বসায়ে যতনে হৃদয়-আসনে,
তুষিব সোহাগে বঙ্কিম নয়নে,
ভরা এ তটিনীজলে দিব প্রেম-পাল তুলে,
নিয়ে যাবো হেলে দুলে,
যেখানে আছে সখা সুষমা ভরা॥

[অন্তর্দ্ধান।

শিশুপাল। এ কি—এ কি স্বপ্ন! আমি কোথায়? কোন্ স্বপ্নরাজ্যে? বাঃ—বাঃ, কি সুন্দর! এঁ্যা—ও আবার কি? অনন্ত নরক? কালের আবর্ত্তন—ঘূর্ণিপাক—প্রলয় ঝঞ্ঝা? ম'লুম—ম'লুম! এঁ্যা—এ কে? কল্প? তুমি বেঁচে আছ এখনো?

কল্পতরুর প্রবেশ।

কল্পতরু। [স্বগত] ওরে বাপ্ রে, ব্যাটা বলে কি? [প্রকাশ্যে]

আজ্ঞে এখনো সশরীরেই আবির্ভূত আছি—প্রেতযোনি প্রাপ্ত হই নি, তবে হবার যোগাড় কতকটা হয়েছে।

শিশুপাল। কি চাও? এই বেলা চেয়ে নাও—আমি মুক্ত-হস্ত। ঐ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌ছে, আর চাইলে পাবে না বন্ধু!

কল্পতরু। আজ্ঞে একটা নিবেদন আছে।

শিশুপাল। ব'লে ফেল!

কল্পতরু। দেখুন, আমার স্ত্রী অতি দুশ্চরিত্রা, তার যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন।

শিশুপাল। দূর হও উন্মাদ! স্ত্রীর চরিত্র জানাতে এসেছ রাজার কাছে? গলায় দড়ি দিয়ে মর গে। বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ তোমার দৈহিক সুখভোগের জন্য, আর নারীর বুঝি কিছুই নাই? দূর হও গর্দ্দভ! নিজের স্ত্রীর ব্যভিচারের কথা পরকে জানাতে এসেছ!

কল্পতরু। যাচ্ছি বাবা—যাচ্ছি! ওরে বাপ্ রে, এ যে উল্টো রাগিণী গায় রে— [প্রস্থান।

শিশুপাল। বলবন্ত!

বলবন্তের প্রবেশ।

বলবন্ত। আদেশ করুন মহারাজ!

শিশুপাল। রুক্মিণীকে বেঁধে রথে তুল্‌তে পার্‌লে না? পালিয়ে এলে ভয়ে?

বলবন্ত। আগুন জ্ব'লে উঠ্‌লো—আবার সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়ে গেল!

শিশুপাল। আগুন জ্ব'লে উঠ্‌লো ? অপদার্থ!

বলবন্ত। প্রভু!

শিশুপাল। তুমি মানুষ হয়েছিলে কেন বলবন্ত ? মূর্খ! মানুষ হওয়াটা সোজা নয়। সেই মানুষ হবার জন্যই শিশুপালের এই ধ্বংস-যজ্ঞের অবতারণা। (মানুষ হবার জন্যই চির-সত্যের উপর দিয়ে মিথ্যা মীমাংসার নদী ছুটিয়ে দিয়েছি—মানুষ হবার জন্যই দৈবের গলাটা টিপে পুরুষকারকে খুব বড় ক'রে তুলে ধরেছি।) দেবতা ব'লে কোন পৃথক্ জীব নেই বলবন্ত! মানুষই দেবতা হয় আদর্শে, কার্য্যে, চরিত্রে। যাক্, এই তর্কের মীমাংসা করতে হ'লে রাত্রি কেটে যাবে—অন্য কাজ হবে না। হ্যাঁ, এখন সেই বন্দীদের নিয়ে এসো, আমি বিচার করবো।

বলবন্ত। এই কক্ষে ?

শিশুপাল। হ্যাঁ, এই কক্ষে। যাও—নিয়ে এসো।

[বলবন্তের প্রস্থান।

শিশুপাল। বিচার—বিচার—রাজোদ্রোহীদের বিচার। কৃষ্ণ! জানি না এবারও তোমার কি ভাবে ভগবানত্ব ফুটে উঠ্‌বে। কে—কে ? হিরণাক্ষ্য, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ? তারপর—কে—হাঃ-হাঃ-হাঃ! উঃ, এ কি ঘুর্ণাবর্ত্তের মাঝখানে পড়্‌লুম!

মাধবাচার্য্য ও দেবদত্তকে লইয়া বলবন্তের প্রবেশ।

বলবন্ত। রাজদ্রোহীদের নিয়ে এসেছি রাজা!

শিশুপাল। মাধব! আমি তোমাদের বিচার ক'রে দণ্ড দিতে চাই।

মাধবাচার্য্য । আমরা এমন কি অপরাধ করেছি রাজা, যার জন্য তোমার কঠোর শাসনদণ্ড নীরবে মাথায় তুলে নিতে হবে ?

শিশুপাল । রাজদ্রোহী তোমরা, সহস্র অপরাধ তোমাদের ।

মাধবাচার্য্য । রাজদ্রোহী আমরা ? বাঃ ! তুমি আমাদের বুকে ব'সে রক্ত খাবে উল্লাসে, আর আমরা প্রজা ব'লে নীরবে সহ্য করবো সে যন্ত্রণা, কেমন ? তা হবে না রাজা ! বুকের রক্ত দেবো—জরাজীর্ণ শিথিল হস্তে অস্ত্র ধরবো—

শিশুপাল । মাধব ! তুমি না ব্রাহ্মণ ?

মাধবাচার্য্য । ব্রাহ্মণ ।

শিশুপাল । তবে অস্ত্র কেন ? ছোটাও নয়নের অনলোচ্ছ্বাস—দেখাও অতীত গৌরবের সুভীষণ চিত্র—ধ্বংস কর কপিলের মত কণ্ঠ-নিঃসৃত হলাহল ঢেলে দিয়ে এই শিশুপালকে ।

মাধবাচার্য্য । তাও পারি রাজা, তবে—

শিশুপাল । তবে ধ্বংস কর আমায় । দৃশ্যে দৃশ্যে অঙ্কে অঙ্কে জীবন-নাটক প্রায় পূর্ণ, চাই এইবার যবনিকা । ধ্বংস কর ব্রাহ্মণ ! আর যদি না পারো, তা হ'লে রাজকরদানে সম্মত হও ।

মাধবাচার্য্য । রাজকর ব্রাহ্মণ দেবে ক্ষত্রিয়কে ? না—না, ব্রাহ্মণ-দের সে দুর্দ্দিন এখনো আসে নি শিশুপাল ! সেদিন যখন আসবে, যেদিন ব্রাহ্মণ তার জাতীয়তা ভুলে গিয়ে হীন বৃত্তিভোগী হ'য়ে পরের দ্বারস্থ হবে, সেদিন দেখবে এই স্বর্ণভূমি আর্য্যসেবিত ভারত দর-বিগলিত ধারায় কেঁদে উঠবে—দেশও ধ্বংস হবে ।

শিশুপাল । তা হ'লে রাজকর দেবে না ?

মাধবাচার্য্য। না।

শিশুপাল। কৃষ্ণপূজায় বিরত হবে না?

মাধবাচার্য্য। না।

শিশুপাল। না? আরে আরে দর্পিত ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ! মর তবে শিশুপালের করাল কৃপাণে—[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

সশস্ত্র সত্যরামের প্রবেশ।

সত্যরাম। তার পূর্ব্বে তুমিও ধ্বংস হও শিশুপাল!

শিশুপাল। কে—কে তুই?

সত্যরাম। কর্ত্তব্যপূজার নিবেদিত অর্ঘ—মায়ের সান্ত্বনা—দেশের ছেলে। শীঘ্র এদের মুক্ত ক'রে দাও রাজা, নচেৎ এই মাতৃ-মন্ত্রপূত তরবারি দিয়ে অন্যায় অসঙ্গত নীতির উচ্ছেদসাধন করবো।

শিশুপাল। মৃত্যুকালে পতঙ্গ আপনি আগুনের দিকে ছুটে আসে।

সত্যরাম। পতঙ্গের সে মরণও গৌরবের রাজা! তোমার রাজ্যবাসী প্রজারা তোমার শাসনের বেত্রাঘাতে আর্ত্তনাদে কাঁদছে, দেশের মা ভগ্নীরা ধর্ম্ম রক্ষা করতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছে, আর তুমি কি না সেই প্রজার রক্ষাকর্ত্তা হ'য়ে—

শিশুপাল। আরে রে বাচাল! [সত্যরামকে কাটিতে উদ্যত]

প্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

প্রদ্যুম্ন। তার পূর্ব্বে তোমারও শির ধরণীর শোভা-শ্রী বর্দ্ধন করুক্।

শিশুপাল। নিলর্জ্জ গোপনন্দন! আবার এসেছিস? বার বার অপমানিত হ'চ্ছিস্, তবু ঘৃণা নাই—লজ্জা নাই? যা—যা, গোচারণে যা, ওই ধেনুগণ ডাক্‌ছে।

প্রদ্যুম্ন। ন্যায়ের অধিকার সব সময় স্বাধীন উন্মুক্ত। (এ তোমার বারবনিতার বিলাস-কক্ষ নয়, এ হ'চ্ছে শুভ্র পুণ্যপূত ভারতভূমি।)

শিশুপাল। প্রদ্যুম্ন!

প্রদ্যুম্ন। দেখাও তোমার রক্তনেত্র তোমার চরণসেবিতা বারাঙ্গনাদলকে—প্রয়োগ করগে তিক্ত তীব্র বাক্য তোমার চাটুকার কর্ম্মচারীদের।

শিশুপাল। এখানে এই কেশরিগহ্বরে প্রবেশ ক'রে রক্ত-কটাক্ষ ক্রুদ্ধ বাক্য? শাস্তি পাবে প্রদ্যুম্ন!

প্রদ্যুম্ন। শাস্তি দেবে কে?

শিশুপাল। আমি।

প্রদ্যুম্ন। উত্তম! তা হ'লে এইখানেই নির্ব্বাপিত হ'য়ে যাক্ শাস্তিদাতার ক্ষমতা তেজ-বীর্য্য; রঞ্জিত হোক্ এ কক্ষতল তোমার না হয় আমার রক্তে।

শিশুপাল। বন্দী কর পরোপকারী বান্ধবদের।

সত্যরাম। সজাগ কেশরীকে বন্দী করা সহজসাধ্য নয় রাজা!

শিশুপাল। আরে রে স্পর্দ্ধিত যুবক! [সত্যরাম ও প্রদ্যুম্ন সহ যুদ্ধ]

মাধবাচার্য্য। শিশুপাল! শিশুপাল! দেখ তবে ব্রাহ্মণের শক্তি

তেজ! ব্রহ্মতেজ! ব্রহ্মতেজ! দানববিনাশে প্রলয়-গর্জ্জনে ছুটে এসো, ধ্বংস কর—ধ্বংস কর—[উপবীত ধারণ।]

দেবদত্ত। আর—আয় মা তারা দৈত্যদর্পবিঘাতিনী কালী করালী তাথৈ-তাথৈ তাণ্ডব নর্ত্তনে দৈত্যদর্প বিনাশ করতে! [যজ্ঞোপবীত ধারণ]

শিশুপাল। এ কি? এ কি?
চতুর্দ্দিকে জ্বলিল আগুন!
জলদগর্জ্জন—প্রলয়-প্লাবন!
চমৎকার—চমৎকার!
মুক্ত—মুক্ত তোমরা ব্রাহ্মণ!
বাসুদেব! এখনো পরীক্ষা চাই।

[বলবন্ত সহ প্রস্থান।

সকলে। জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রমোদ-কক্ষ।

ভবানীদেবীর প্রবেশ।

ভবানী। ধৈর্য্যচ্যুত হ'য়ো না অন্তর! অনন্ত করুণা তোমার থাক্‌লেও যেন একের মুখ চেয়ে সহস্র মুখের স্মৃতি ভুলে যেও না। ওই—ওই এসে পড়্‌লো! মা! মা! শক্তি দিস্ মা শক্তিময়ী!

[প্রস্থান।

বলবন্তের প্রবেশ।

বলবন্ত। মহারাজ যাবেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে, আমার উপর রাজ্যের সমস্ত ভার দিয়ে। ব্যস্, আর কি? ধরতে গেলে আমিই হবো চেদিরাজ্যের অধীশ্বর। তাই তো, তবু যেন একটা আতঙ্ক আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে কেন? না—না, ভয় কি? সে তো মা—দুর্ব্বলা নারী, কি সাধ্য আছে তার বলবন্তের উন্নতির পথে বিপত্তি নিয়ে এসে দাঁড়ায়! যাক্—দেখা যাক্ মায়ের শক্তি কতখানি! (এখন একটু আনন্দ করা যাক্। কই সব তোরা?)

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

ফুর্ ফুর্ ফুর্ বইছে হাওয়া, মোদের উড়ু উড়ু প্রাণ।
বাঁকা চোখের নয়না হেনে ছুটাই কেবল রসের বান।

আমাদের এই পর্য্যন্ত, ফুরুলো বসন্ত,
ওলো সই প্রাণকান্ত হয়েছে বেজায় ক্লান্ত,
সখি লো আয় লো শুনাই দু'টো রসের গান

[প্রস্থান

বলবন্ত। (চ'লে গেলে—চ'লে গেলে
কল্পনার সহচরীগণ ?) ধীরে ধীরে
চলিয়াছি উন্নতির উন্নত সীমায়,
কেন শঙ্কা, কেন চিন্তা, কেন পরিণাম ?
ছিনু এক দরিদ্রের জীর্ণ গৃহমাঝে,
অশ্রুজল সাথে করি কেটে গেল
কতদিন অর্দ্ধাশনে অনশনে ;
তারপর আসিল সৌভাগ্য দেবী
নব অভিসারে বরিতে আমারে।
কাটিল সে দুঃখময় দিন,
লালিমা-লাবণ্য নিয়ে
ছুটে এলো পুলক-জোছনা।
অদ্ভুত এ পরিবর্ত্তন !
তবে কেন চিন্তা ভবিষ্যের ?
কর্ম্মপথে রোপিয়া কণ্টক তরু
জড় সম রহিব নীরব ?
হয় হোক্ পাপ,
তবু ফিরিবে না এ জীবন-তটিনীপ্রবাহ।

অনন্তের কোল হ'তে এসেছি যখন,
মিশিব অনন্তে পুনঃ ।
এঁ্যা—ও কি ?
দূরে—বহু দূরে কে বাজায় মরণ-দুন্দুভি ?

গীতকণ্ঠে দেবানন্দের প্রবেশ ।

দেবানন্দ ।—

গীত ।

এবার ডুব্‌লো রে তোর আশার তরী, নিরাশার ওই অগাধ জলে ।
ঈষাণ কোণে মেঘ উঠেছে আর না ধূলাখেলা ফেলে ।
ঘূর্ণিপাকে ডুব্‌বে তরী, বল্ না মুখে হরি হরি,
ওই আস্‌ছে তেড়ে নিদান শমন পাপীর দমন কর্‌বে ব'লে

[প্রস্থান

বলবন্ত । বাতুল—বাতুল তুমি দেবানন্দ !
কতদিন কতবার ওই গান শুনিয়াছি
জীবনের কর্ম্মপথমাঝে,
কিন্তু কভু হয় নাই ভীতির সঞ্চার ।
তবে আজ কেন হাহাকার;
কেন হেরি বিরাট আঁধার ?
অবসান—অবসান
হবে বুঝি জীবন-নাটক !
নিদ্রা আসে মাদকসেবনে,
বসিবার নাহিক ক্ষমতা—[তন্দ্রাবেশ]

শাণিত কৃপাণহস্তে ধীরে ধীরে ভবানী দেবীর প্রবেশ।

ভবানী। স্তব্ধ হও আকাশ বাতাস,
স্তব্ধ হও চঞ্চল অন্তর,
স্তব্ধ হও মাতৃত্ব আমার!
স্নেহময়ী মাতা আজ দানবী রাক্ষসী—
জগতের মঙ্গলসাধনে
দৃঢ় করে ধরিয়াছি শাণিত কৃপাণ।
ভগবান! শক্তি দাও—ধৈর্য্য দাও!
একি রে পরাণ, কেন তোর ব্যাকুল স্পন্দন?
হোক্ পুত্র বাঞ্ছিত রতন,
কাজ নাই ওই পুত্রে, যেই পুত্র
জ্বালায় স্বকরে দেশ, জাতি, মায়ে।
ওই ডাকে ক্ষীণকণ্ঠে
তনয় তনয়া 'মা' 'মা' রবে মোরে।
না—না, আমি যে মা,
কেমনে করিব আজ অপূর্ব্ব সাধন?
যাক্ রাজ্য ছারখারে,
কিবা ক্ষতি তাহে?
নিজ পুত্রে কেন বা বধিব,
অনন্ত পীযূষদানে করেছি মানুষ যারে।

কিন্তু না—না, কুপুত্র বাঁচায়
জননীর নাহি হয় জীবন সুখের।
একের বিনাশে যদি
লক্ষ্য প্রাণ হয় নিরাপদ,
তবে কেন দ্বন্দ্ব কেন তর্ক—
পূর্ণ হোক্ বাসনা তাঁহার।

[অগ্রসর হওতঃ পুনঃ পিছাইয়া]

হস্ত! কেন তুমি হতেছ শিথিল?
একদিন ঢেলেছিলে অমৃতের ধারা,
আজ তুমি ঢেলে দাও
আশী-বিষ প্রকৃতির বুকে।
রে পুত্র! চ'লে যা রে বাঞ্ছিত আলয়ে।

[বলবন্তের কেশমুষ্ঠি ধারণ]

বলবন্ত। উঃ! মা—মা!

ভবানী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মা নই—মা নই পুত্র! আমি রাক্ষসী—দানবী! আজ তোর শেষ! [খড়গাঘাতে উদ্যত]

বলবন্ত। মা—মা!

ভবানী। শুন্‌বো না—শুন্‌বো না, ও ডাক আমি শুন্‌বো না। আজ আমি রক্তপিয়াসী চামুণ্ডা! রক্ত চাই—রক্ত চাই! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[বলবন্তকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান]

বলবন্ত। [নেপথ্যে] ওঃ—!

বলবন্তের ছিন্নমুণ্ডহস্তে ভবানী দেবীর পুনঃ প্রবেশ।

ভবানী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সব শেষ—সব শেষ! পৃথিবী, যেন আতঙ্কে ন'ড়ে উঠো না; সূর্য্য, তুমি যেন কক্ষচ্যুত হ'য়ো না! আমি মা। না—না, আমি একের মা নই, আজ বিশ্বের মা সেজেছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! পুত্রহত্যা—পুত্রহত্যা! কাঁদছো—কাঁদ্ছো অন্তর? কেঁদো না—কেঁদো না। দেশদ্রোহী ভ্রাতৃদ্রোহী সৃষ্টির কদর্য্য যে পুত্র, সে পুত্রের মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। শিশুপাল! শিশুপাল! এইবার তোমারও ধ্বংস চাই!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কল্পতরু শর্ম্মার বাটী।

গীতকণ্ঠে পঞ্চানন্দের প্রবেশ।

পঞ্চানন্দ।—

গীত।

বাবা ব্যাটা বুঝি পটল তুলেছে।
বাঁচা গেছে বাবা বাঁচা গেছে॥
মা বেটীর আচ্ছা ঝাঁটা, করলে বাবায় বাড়ীছাড়া,
কেয়া ফূর্ত্তি, খাবো চণ্ডু চরস ধ্যানেশ্বরী ঘড়া ঘড়া,

পর্‌বো না কাচা কর্‌বো না শ্রাদ্ধ,
বাবু সেজে হা-হা-হা হি-হি-হি বেড়াবো.
সব ল্যাঠা আমার চুকেছে ॥

চীৎকার করিতে করিতে সরসীর প্রবেশ।

সরসী। ও রে বাবা রে, আমার কি হ'লো রে! আমার ঝাঁটা খেয়ে কর্ত্তা কোথায় চ'লে গেল রে! ও রে পঞ্চা রে! কর্ত্তাকে খুঁজে আন্ রে!

পঞ্চানন্দ। আহা-হা, কাঁদ্‌ছো কেন? বাবার ভাবনা কি? কত বাবা এনে দেবো। যাক্, ও আপদ গেছে। সত্যি মা, বুড়োটা ম'রে গেছে। আমি দেখলুম, ওই তাল পুকুরের ধারে বাবা ব্যাটা সটাং চোদ্দ পোয়া হ'য়ে প'ড়ে আছে। বোধ হয় জলে ডুব দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল, শুকুনিতে কি রকম বাবাকে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাচ্ছে।

সরসী। এঁ্যা, বলিস্ কি রে পঞ্চা, বুড়ো সত্যি ম'রে গেছে? কেন মর্‌তে অত ঝাঁটা মেরেছিনু গা! ও গো কর্ত্তা গো—[চীৎকার করিয়া ক্রন্দন]

পঞ্চানন্দ। আহা-হা, অত চেঁচাচ্ছিস্ কেন মা? ও বুড়ো বাবায় কি হবে? বেশ ভাল দেখে একটা বাবা এনে দেবো।

[দূর হইতে কল্পতরু শুনিতেছিল।]

কল্পতরু। [স্বগত] ইস্! হারামজাদা জ্যান্ত মাছে পোকা পড়িয়ে দিচ্ছে! ওঃ, স্ফূর্ত্তি দেখ ব্যাটার! হুঙ্কার ছেড়ে পড়্‌বো

না কি ? না, এম্নিভাবে দর্শন দেবো না ; ভূতের মত একটা পোষাক প'রে এসে হারামজাদা ব্যাটা ও মাগী বেটীকে একটু ভেব্‌ড়ে দিই।

[প্রস্থান।

সরসী। ও রে বাবা পঞ্চা, একটীবার আমায় দেখিয়ে আন্‌বি চল্‌, কেমন ক'রে শকুনিতে বুড়োকে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাচ্ছে ! আমি দেখ্‌বো রে, তবু একটু সোয়াস্তি হবে রে !

পঞ্চানন্দ। ওরে বাপ্‌ রে, সেখানে যাবো কি ক'রে ? বাবা যে ম'রে ভূত হয়েছে। ওরে বাপ্‌ রে, কি মূর্ত্তি ! ইয়া বড় বড় ঠ্যাং—মূলোর মত দাঁত ! বাপ্‌, সেখানে কি যেতে আছে !

সরসী। না—না, আমায় নিয়ে চল্‌ পঞ্চা—ধন আমার—বাবা আমার ! হ্যাঁ রে, সত্যি সত্যি কি বুড়ো মরেছে। সে যে মার্কণ্ড ঋষি ছিল রে !

পঞ্চানন্দ। সত্যি মা, ম'রে গেছে। যাক্‌—আপদ গেছে।

ভূতবেশী কল্পতরুর প্রবেশ।

কল্পতরু। [নাকিস্থরে] ও গিন্নী—ও গিন্নী !

সরসী। ওরে পঞ্চা রে—ওই দেখ্‌ রে—

কল্পতরু। ও গিন্নী ! আমি ম'রে ভূত হয়েছি।

সরসী। রাম ! রাম ! ওরে পঞ্চা রে, কর্ত্তা ভূত হয়েছে রে—

পঞ্চানন্দ। এ্যাঁ, বাবা ভূত হয়েছে ? দাঁড়া মা, আমি বাবা-ভূতকে তাড়িয়ে দিচ্ছি।

[দ্রুত প্রস্থান।

কল্পতরু। গিন্নী! গিন্নী! সত্যি আমি মরি নি; তোমার ঝাঁটার চোটে মনের দুখে চ'লে গেছ্‌লুম।

সরসী। ও রে পঞ্চা, শিগ্‌গীর আয় রে—কর্ত্তা-ভূতকে তাড়িয়ে দে রে! রাম! রাম!

দ্রুত লাঠিহস্তে পঞ্চানন্দের প্রবেশ।

পঞ্চানন্দ। কই—কই বাবা-ভূত? মারো—মারো শালার বাবা-ভূতকে! [কল্পতরুকে প্রহার]

কল্পতরু। ওরে—ওরে পঞ্চা! আমি মরি নি—আমি মরি নি—

সরসী। রাম! রাম!

পঞ্চানন্দ। লাগাও মার—লাগাও মার শালার বাবা ভূতকে—[প্রহার]

কল্পতরু। উহু-হু, গেছি—গেছি রে হারামজাদা! আমি ম'রে গেছি ভেবে মা ব্যাটাতে মজা মার্‌ছো! দাঁড়া তো হারামজাদা পাজী নচ্ছার! [পঞ্চানন্দকে প্রহার]

পঞ্চানন্দ। লাগাও মার্ শালার বাবা-ভূতকে। [প্রহার]

কল্পতরু। লাগাও মার্ বাবা-ভূতের ব্যাটাকে। [প্রহার]

[উভয়ের মারামারি]

সরসী। ওমা, বুড়ো যে সত্যি মরে নি গো! এ কি কাণ্ড গো! [বসিয়া হাত পা ছড়াইয়া চীৎকার করতঃ] ওগো আমার কি হ'লো গো—বুড়ো কর্ত্তা যে মরে নি গো!

কল্পতরু। লাগাও মার্। [প্রহার]

পঞ্চানন্দ। লাগাও মার্! [প্রহার]

সরসী। ওমা, ছেলেটা যে ম'রে গেল গো আর আমি চুপ্ ক'রে থাক্‌তে পার্‌ছি নে। এইবার দিগম্বরীর মত ধেই-ধেই ক'রে নেচে উঠি! ওরে—ওরে—দুষ্ট অসুর! আয় তোর মুণ্ডপাত করি—

[কল্পতরুকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া পঞ্চানন্দকে ক্রোড়ে গ্রহণ]

কল্পতরু। উহু-হু, গেছি—গেছি—

সরসী। গেছ তো বেশ হয়েছে। তুমি গেলে আবার তুমি হবে, আমার পঞ্চানন্দ গেলে আর কি পঞ্চানন্দ হবে?

[পঞ্চানন্দ সহ প্রস্থান।

কল্পতরু। [ধীরে ধীরে উঠিয়া] এঃ-হে-হে—গেছি রে বাবা! দু'জনকার প্রহারের ঠেলায় আমার দফা রফা হ'য়ে গেল। এঁ্যা, এরি নাম সংসার? না, আর সংসারে থাক্‌বো না, চল্‌লুম হস্তিনায় ধর্ম্মরাজের রাজ্যে। এ পাপ রাজ্য—পাপ রাজ্য!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রাসাদ।

শিশুপালের প্রবেশ।

শিশুপাল। কৃষ্ণ ভগবান নয়—কৃষ্ণ ভগবান ন আমি বলছি, কৃষ্ণ ভগবান নয়। বলবন্ত! পারলে না সেই দেশদ্রোহীদের উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করতে? কি অমানুষিক তেজ! সারা জীবন কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, তবু চায় না শিশুপালের অধীন প্রজা হ'তে? প্রতি পদে বিঘ্ন ঐ গোপাধম কৃষ্ণ। এ কি! দশ দিক সহসা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো কেন? বলবন্ত! নিয়ে এসো অশ্ব, আমি আবার যাবো দ্বারকাবিজয়ে।

বলবন্তের ছিন্ন শিরহস্তে ভবানীদেবীর প্রবেশ।

ভবানী। বলবন্ত আর ইহজগতে নেই রাজা! সে এখন তোমার আজ্ঞাপালনের বহুদূরে। এই দেখ তার ছিন্ন শির—এই দেখ তার পরিণামের কি বীভৎস দৃশ্য! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শিশুপাল। এঁ্যা, একি—একি!

ভবানী। চম্‌কে উঠো না—চম্‌কে উঠো না শিশুপাল! আমি মা হ'য়ে পুত্রকে স্বহস্তে হত্যা করেছি! ধর—ধর এই উপহারটা—

শিশুপাল। স'রে যা—স'রে যা রাক্ষসী!

ভবানী। উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল নদীর স্রোত ছুটেছিল বিশ্বখানাকে ডোবাতে, বুক দিয়ে তাকে রক্ষা করেছি; আমার দেশদ্রোহী পুত্রকে

দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য হত্যা করেছি। দাও, আমায় কি দেবে দাও রাজা! এত বড় একটা কাজ করলুম, তার কি বিনিময় নেই? এ কি! নীরব? বিস্ফারিতনেত্রে কি দেখ্ছো শিশুপাল?

শিশুপাল। তুমি না বলবন্তের মা?

ভবানী। মা? ছিলুম একটী সন্তানের মা, আজ হয়েছি শত সহস্র সন্তানের মা। যাই—যাই, আমার এ আত্মদানের অর্ঘ্যটা ভবের হাটে দেখিয়ে আসি। চমকে উঠুক—আতঙ্কে কেঁপে উঠুক পরপদলেহী দেশদ্রোহীর দল বলবন্তের কণ্টজীবনের এই পরিণাম দেখে। [প্রস্থান।

শিশুপাল। অদ্ভুত! অদ্ভুত! যাও—যাও নারী, যেন তোমার ওই আত্মত্যাগদর্শনে ভারতের প্রতি গৃহে গৃহে তোমার মত মায়ের ছবি ফুটে ওঠে। (বেশ চলেছে—বেশ চলেছে, তবুও থাম্বো না; দেখ্বো এই যজ্ঞের ধূমে বিশ্বের আকাশ পাতাল ছেয়ে ফেলে কি না?) কে?

দগ্ধকলেবরা করুণার প্রবেশ।

করুণা। আমি—আমি; তোমার নিকট এসেছি নব অভিসারে। বাহু বাড়িয়ে দাও—বাহু বাড়িয়ে দাও!

শিশুপাল। [মুগ্ধনেত্রে] তুমি মানবী না দানবী?

করুণা। পূর্ব্বে ছিলুম মানবী, কিন্তু এখন হয়েছি দানবী। তুমিই আমায় এই সাজে সাজিয়েছ—তুমিই আমার ইহ-পরকাল জ্বালিয়ে দিয়েছ! এই দেখ—এই দেখ কেমন মানিয়েছে আমায়!

আমিই সেই করুণা, যার জন্য তুমি উন্মাদ—কর্ত্তব্যহারা—দিশেহারা। উঃ, যে রূপের ধাঁধায় প'ড়ে তুমি আজ অন্ধ হয়েছিলে, সেই রূপ আজ নিজ হস্তে পুড়িয়েছি। হয়েছে—হয়েছে? বাসনার তৃপ্তি হয়েছে? কামপ্রবৃত্তির শেষ হয়েছে? সতীনির্য্যাতনের উৎকট লালসা কি দূর হয়েছে?

শিশুপাল। দূর হও—দূর হও উন্মাদিনী!

করুণা। উন্মাদিনী আমি? না—না, আমি উন্মাদিনী ছিলুম না শিশুপাল! তোমারি কঠোর অত্যাচার, তোমারি নির্ম্মম ব্যভিচার, তোমারি আকুল আকাঙ্ক্ষা আমায় উন্মাদিনী করেছে—আমার অন্তরে বাহিরে আগুন জেলে দিয়েছে। আর আমায় উন্মাদিনী বল্‌ছো তুমি শিশুপাল? চমৎকার! পিশাচ মায়া-মমতাহীন হ'লেও সে প্রতারক নয়—প্রতারণায় সে নররক্ত পান করে না, কিন্তু তুমি প্রতারক নররাক্ষস।

শিশুপাল। স্তব্ধ হও নারী, নতুবা—

করুণা। নতুবা কি শিশুপাল? নতুবা তোমার তরবারির তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করবে আমার বুকে আমূল বিদ্ধ ক'রে দিয়ে? তোমার রাজশক্তি দেখাবে আমায় দণ্ড দিয়ে? কামান্ধ পশু! মৃত্যু-ভয় দেখাও কাকে? সতী নারী মৃত্যুকে ভয় করে না—মৃত্যুদর্শনে কাঁদে না—মৃত্যুচিন্তায় বিচলিত হয় না; মহামরণই যে তার চির-উজ্জ্বল প্রমাণ। সেই সতী নারী আমি—মৃত্যুভয় দেখাও আমায় শিশুপাল? মৃত্যু তো আমার বহু পূর্ব্বেই হ'য়ে গেছে। যে দিন এক আধো আঁধারে আধো আলোকে একটা ধূমকেতুর মত উদিত

হ'য়ে দানবীয় উল্লাসে আমায় আলোক-রাজ্য হ'তে নরককুণ্ডে ডুবিয়ে দিলে, যে দিন তোমার পাপ করস্পর্শে আমার পবিত্রতা শুচিতাকে নিপীড়িত করলে, যে দিন আমার অঙ্গের অনল সম জ্যোতিকে অপহরণ করতে গিয়েছিলে, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই আমার মৃত্যু হয়েছে। উঃ, নিষ্ঠুর! তোমারি জন্য আমার চির-দরিদ্র স্বামী সমাজের কি ভীষণ ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে হাহাকার করছে—তোমারি জন্য তাঁর চোখের জল অবিরাম বর্ষার মত ঝ'রে পড়ছে। সেই দেবতাকে রক্ষা করতে, তোমার বাসনা পূর্ণ করতে আজ আমি কি সুন্দর বেশে এসেছি! নাও—নাও আমায়—আমার স্বামীকে বাঁচাও!

শিশুপাল। দূর হও—দূর হও রাক্ষসী!

করুণা। যাচ্ছি—যাচ্ছি! কিন্তু যাবার সময় তোমার এই কক্ষতলে আমার তপ্ত গাঢ় রক্ত তুল্য নয়নাশ্রু ঢেলে দিয়ে এই অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি ধ্বংস হও—ধ্বংস হও! আর সেই ধ্বংস-স্তূপের উপর বুক চিরে রক্ত ঢেলে দিয়ে তোমার পরজীবন আরও রক্ত আভায় রঞ্জিত ক'রে তুলবো। হে বৈকুণ্ঠনাথ! তুমি কি এখনো নিদ্রিত—বধির—অচেতন? যদি তোমার কোন অস্তিত্ব থাকে, নামের যদি সার্থকতা থাকে, তবে দেখাও প্রভু তার জ্বলন্ত নিদর্শন—জাগ্রত প্রমাণ। উঃ, প্রাণ যায়—সারা দেহটা জ্ব'লে গেল! উঃ, স্বামী—দেবতা! [পতন]

শান্তিরামের প্রবেশ।

শান্তিরাম। মা! মা! তুই এখানে?

সত্যরামের প্রবেশ।

সত্যরাম। মা! মা! কই—কোথায় মা? এঁ্যা, একি—একি! মা! মা! তুই কি আমার সেই মা?

করুণা। ওরে—ওরে, তোরা এসেছিস্? আবার কেন আমায় কাঁদাতে এলি? আমি চল্‌লুম—আর সময় নেই। উঃ! সত্য! সন্তান! রইলো তোর ছোট ভাই শান্তি; দু'টী ভায়ে এক হ'য়ে থেকো, এই আমি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি। আমি যেন পরপারের পথে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পাই তোদের একটী জীবন। ওঃ! প্রাণ যায়—ভগবান! [মৃত্যু]

শান্তিরাম। মা—মা!

সত্যরাম। মা! মা! সত্য সত্যই চ'লে গেলি? ওঃ, এ কি বেশে তুই চ'লে গেলি পাষাণী? শিশুপাল! দানব! এ কি করলে তুমি?

শিশুপাল। সাবধান রাজদ্রোহী!

সত্যরাম। তুমিও সাবধান হও পিশাচ! রাজা ব'লে আজ নিস্তার পাবে না উপযুক্ত প্রতিফল নিতে। কি করলে দানব! প্রবৃত্তির হাতে প'ড়ে এমন স্বর্ণ-প্রতিমার বিসর্জ্জন দিলে? ইচ্ছা হ'চ্ছে, এই মুহূর্ত্তে বজ্রের মত ডাক্ ছেড়ে তোমার মাথায় পড়ি! ইচ্ছা হ'চ্ছে, এই মুহূর্ত্তে তোমার বুকে এই তরবারিখানা আমূল বসিয়ে দিই! ইচ্ছা হ'চ্ছে, এই মুহূর্ত্তে তোমার টুঁটীটা ছিঁড়ে ফেলি—বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিই নারীনির্য্যাতনের পরিণাম।

শিশুপাল। আরে রে, মৃত্যু-অভিলাষী পতঙ্গ, মর্ তবে আজ অপরিণামদর্শিতার জন্য।

সত্যরাম। তাই হোক্, আজ মাতৃঘাতীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হ'য়ে যাক্! [যুদ্ধ ও সত্যরামের পতন] উঃ! ভগবান্! মা! মা!

শিশুপাল। [অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল।]

শান্তিরাম। দাদা! দাদা!

শিশুপাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। করুণা! করুণা! কই, কোথায় করুণা? তুমি দানবস্পর্শিতা হ'য়ে সমাজের হেয় ঘৃণ্য হ'লেও আমি তোমায় আমার বুকেই স্থান দিয়ে রাখ্‌বো দেবী! কই, কোথায় তুমি! এঁ্যা, এ কি—এ কি!

শান্তিরাম। বাবা! বাবা! মা আমার নেই—

দেবদত্ত। করুণা নেই?

সত্যরাম। নেই—নেই পিতা, মা আমাদের নেই!

দেবদত্ত। করুণা! করুণা! এ কি তোমার মূর্ত্তি!

সত্যরাম। দানবকবল হ'তে রক্ষা পেতে মা আমার অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছে পিতা! উঃ! আমিও চল্‌লুম আমার মায়ের কাছে।

দেবদত্ত। সত্যরাম! সত্যরাম! তুইও চ'লে যাবি? উঃ—

দয়াময়! এ কি দেখ্‌তে হ'চ্ছে আজ? শিশুপাল! পূর্ণ হয়েছে অভিলাষ? নিষ্ঠুর! একখানা অস্ত্র আমায় দাও, আমি ভার্গবের মত ক্ষত্রিয়দলনে জেগে উঠি—বিশ্ব সংহার করি!

মাধবাচার্য্যের প্রবেশ।

মাধবাচার্য্য। ক্ষমাহি পরমো ধর্ম্মঃ। অহিংসা নীতির উপাসক হ'য়ে কেন আত্মবিস্মৃত হ'চ্ছো ভাই? এখন সতীকে বুকে নিয়ে পতির কর্ত্তব্যপূজায় ওই শ্মশানক্ষেত্রে চল—

সত্যরাম। গুরু! গুরু! এসেছ—এসেছ? দাও—দাও, মৃত্যুঞ্জয়ী আশীর্ব্বাদ দাও, আবার আমি নববলে বলীয়ান হ'য়ে উঠে দুরন্ত পিশাচটাকে সংসার হ'তে সরিয়ে দিই! দাও—দাও আশীর্ব্বাদ! পার্‌লুম না গুরু বুকের রক্ত দিয়েও মাকে আমার রক্ষা করতে।

মাধবাচার্য্য। জীবন দিয়েছ মায়ের জন্য, এই তোমার শত গৌরবের শিষ্য! তোমার এই মাতৃভক্তি আত্মত্যাগ পরলোকের পথে পুণ্যের আলোক জ্বেলে দেবে। এসো—এসো শিষ্য—এসো মাতৃভক্ত সন্তান! আমার বুকে এসো, আমি তোমায় বুকে ক'রে ভারতের অকৃতজ্ঞ মাতৃঘাতী সন্তানদের দেখিয়ে আসি, যেন তারা তোমার এই ত্যাগের মুর্ত্তি দেখে অলস নিদ্রা মুছে ফেলে মায়ের জন্য সিংহবিক্রমে জেগে ওঠে। শিশুপাল! স্মরণ থাকে যেন, একের প্রভাব কখনো চিরস্থায়ী থাকে না।

শিশুপাল। এই কে আছিস্, বন্দী কর্ এই রাজোদ্রোহীদের।

মাধবাচার্য্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ! স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকো পাপী!

ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করলে অসাধ্যসাধন করতে পারে। তাদের এই জীর্ণ-শীর্ণ বুকের ভিতর সৃষ্টি ওলোট-পালোটের শক্তি সর্ব্বদাই জাগ্রত। এসো দেবদত্ত! [সকলের প্রস্থানোদ্যোত]

শিশুপাল। অব্যাহতি পাবে না মাধব, রাজকর চাই!

মাধবাচার্য্য। ব্রাহ্মণ চিরস্বাধীন—চিরপূজ্য—চিরমুক্ত।

[শিশুপাল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিশুপাল। বিদ্যুতের মত চ'লে গেল সব!

যাদবীর প্রবেশ।

যাদবী। পুত্র! পুত্র! এ কি, এমনভাবে দাঁড়িয়ে কেন?

শিশুপাল। আকাশের বুক ফেটে একখানা বাজ পড়্‌লো, তাই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দেখ্‌ছিলুম।

যাদবী। ওই বাজ কালে তোমার মাথাতেই পড়্‌বে শিশু!

শিশুপাল। এইবার তা হ'লে আমি তোমায় হত্যা ক'রে পাপের চরম সীমায় উঠ্‌বো। আমি পুত্র নই—সৃষ্টির একটা অভিশাপ। যাও—যাও, এখনো বল্‌ছি রক্তলোলুপ শার্দ্দূলের সম্মুখ হ'তে চলে যাও!

যাদবী। তুমি না ফির্‌লে আমি কিছুতেই যাবো না শিশু! তুমি ছুটে চলেছ অবিরাম একটানা স্রোতের মত এক অজ্ঞাত দেশে দুর্বিবসহ যন্ত্রণাকে লাভ করতে, আমি মা হ'য়ে কেমন ক'রে ধৈর্য্য দিয়ে বুক বেঁধে থাক্‌বো শিশু?

শিশুপাল। যাবে না তা হ'লে? মর্‌বে? মর্‌তে এত সাধ?

তবে মর মা তুমি পুত্রের এই শাণিত কৃপাণে—[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। আরে আরে মাতৃঘাতী শিশুপাল! তোমারও মৃত্যু অদূরবর্ত্তী।

শিশুপাল। গোপালক! এবার আর তোমার রক্ষা নেই! [গদা উত্তোলন]

শ্রীকৃষ্ণ। [চক্র ধরিয়া] সুদর্শন! ছিন্ন কর পাপিষ্ঠের শির— [চক্র তুলিলেন]

যাদবী। যশোদাদুলাল—

শ্রীকৃষ্ণ। হ'লো না—হ'লো না!

শিশুপাল! পূর্ণ তব হ'লো কাল;

এই তব শত অপরাধ করিনু মার্জ্জনা।

[প্রস্থান।

যাদবী। পুত্র!

শিশুপাল। ফিরবে না—ফিরবে না, অপ্রতিহত নদীর বেগ আর ফিরবে না মা! চাই—চাই এইবার একের সন্ধান।

[প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ যাদবীর প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদকক্ষ।

গীতকণ্ঠে কালরাত্রির আবির্ভাব।

কালরাত্রি।—

গীত।

বেলা ব'হে যায়—
ওরে শ্রান্ত, আয় রে ছুটে আয়।
আঁধার আবরে অসীম বিশ্ব, লুকালো তপন মেঘেরি গায়॥
হেথা ক্ষণিকের আশা, ক্ষণিকের হাসা,
মেটে না আকুল ব্যাকুল পিয়াসা,
সেথা সকাল সন্ধ্যে পরমানন্দে ঘুমাবি শান্তি-তরুর ছায়॥

[অন্তর্দ্ধান।

নগ্নগাত্রে শিশুপালের প্রবেশ।

শিশুপাল। বেলা ব'হে যায়! দূরান্তের পথ হ'তে কি যেন এক স্বপ্ন ভেসে আস্‌ছে! একের সন্ধানে চলেছি আজ উন্মত্তের মত! কিসের সুর—কিসের রাগিণী—কিসের আলাপন?) এ অশ্রুত-পূর্ব্ব সঙ্গীতমূর্চ্ছনা বহুদিন শুনি নি। ও কি! মানস-আকাশ রঞ্জিত ক'রে কার মূর্ত্তি ভেসে আস্‌ছে? হে অপরিচিত! তুমি অপরিচিত

হ'লেও, তোমার পরিচয় আমি পেয়েছি। (পরিচয় পেয়েছি তোমার, অত্যাচারের বীভৎসতায়। হে অদেখা! তোমায় স্থূল চক্ষে না দেখ্লেও দেখেছি তোমায় আমার অন্তরে, দেখেছি তোমার সূর্য্য-কণককিরণোজ্জ্বল দীপ্তি ললাটে, নয়নে সুপ্রোজ্জ্বল ভাতি, প্রদীপ্ত প্রভাবের জ্যোতি। হে অশ্রুত! তোমার কণ্ঠস্বর কখনো জাগ্রতে শুনি নি, কিন্তু নিদ্রায় তন্দ্রায় শতদিন শতবার অনিবার মেঘ দুন্দুভি-নাদে তোমার কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে বেজে উঠেছে। যেন সে কণ্ঠস্বর হুঙ্কারে গ'র্জ্জে ওঠে আমায় বল্‌ছে, ওঠো—ওঠো, আর ঘুমিও না; অতীতের স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে জেগে ওঠো তুমি, অনল-অশ্রুনে নিদ্রা মুছে ফেল তুমি! হে ভক্তাধীন! তোমার আদেশে অনুপ্রাণিত এ চিত্ত—তোমার ইতিহাসে এ অন্তর দীপ্ত—তোমারি অগ্নিঝঙ্কারময়ী ভাষায় ঝঙ্কৃত এ হৃদি-যন্ত্র—তোমারি দীপক রাগিণীতে চালিত এ জীবন। তুমি অনুপমেয়—অতুলনীয়, তোমায় যোগ্য অভিভাষণে অভিবরিত করতে ভাষা অক্ষম। তাই অন্ধ ভক্তের অটল বিশ্বাস-অর্পিত দেবপূজার তণ্ডুলকণার মত শুধু দু'ফোটা অশ্রুজল ঢেলে দিচ্ছি তোমার ওই বিশ্ববন্দিত চরণ-কমলে।) ব্রাহ্মণের অভিশাপে গড়া হৃদয়—আর যে যন্ত্রণা সহ্য হয় না প্রভু! অবসানের বিজয়-বাদ্য বাজিয়ে দাও, তোমার মহিমা-উৎসের সহস্র ধারায় স্নাত ক'রে দাও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। এঁ্যা, এ কি চমক! এ কি শিহরণ! কে?

যাদবীর প্রবেশ।

যাদবী। আমি মা।

শিশুপাল। মা ?

যাদবী। এ কি বেশ ? কেন শিশু ?

শিশুপাল। এসেছ মা! বড় শুভ সন্ধিক্ষণে এসে পড়েছ মা! আমার শত অপরাধ মার্জ্জনা কর মা! সাজিয়ে দাও মা আমায় সেই শৈশবের মত, কপালে পরিয়ে দাও রক্ষার বিজয়-তিলক। আমি চলেছি আজ শুভ্র-ধবল তুষারমণ্ডিত শান্তির দেশে—চলেছি মুক্ত ত্রিবেণী-তীর্থে পুণ্য অবগাহনে। আমায় সাজিয়ে দাও মা!

যাদবী। আমি তো তোমার কথা কিছু বুঝে উঠ্‌তে পারছি নে পুত্র!

শিশুপাল। পারবে মা। আমায় রাজবেশে সাজিয়ে দাও, আজ আমি মুক্তিস্নানে চলেছি। চলেছি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে।

যাদবী। তবে মুক্তিস্নান কি পুত্র ?

শিশুপাল। রাজসূয়-যজ্ঞ নয় মা, শিশুপালের মুক্তিস্নান। সেখানে মুক্তিদাতা ব্যাকুলভাবে মুক্তির তরণী নিয়ে আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আর সময় নেই; আবাহন—আবাহন—মহামুক্তির আবাহন!

যাদবী। সেখানে যেতে হবে না শিশু! চতুর্দ্দিকে অমঙ্গলের চিহ্ন! একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার অন্তরটা দুর-দুর ক'রে কেঁপে উঠ্‌ছে! ওরে পুত্র, সেখানে আমার সর্ব্বস্ব যে—[চক্ষে জল পড়িল।]

শিশুপাল। ডাক এসেছে মা সেই দূরাগত বন্ধুর—সজীব

কণ্ঠের ডাক! পুত্র আর ফির্বে না—আর বুঝি' পুত্রের অধিকার নিয়ে তোমায় 'মা—মা' ব'লে ডাক্‌তে পারবে না! তবে যাবার সময় একবার ডেকে নিই, মা—মা—!

যাদবী। পুত্র! পুত্র আমার!

শিশুপাল। মুছে ফেল মা তোমার চোখের জল। দেলে দাও মা অনন্ত আশীর্ব্বাদ, যেন আবার পরজন্মে তোমার কোলে এসে শান্তি পাই।

যাদবী। এই যদি জীবনের পরিণাম, এই যদি সার বুঝেছিলে, তবে হিংসা-যজ্ঞের অবতারণা কর্‌লে কেন পুত্র?

শিশুপাল। প্রয়োজন হয়েছিল, তাই; প্রয়োজন হয়েছিল প্রজাপীড়নে—নারীনির্য্যাতনে—শ্রীকৃষ্ণ সহ বিদ্বেষপোষণে, এখন আর সে প্রয়োজন নাই। বিদায় দাও মা! যা করেছি, বিশ্বের কল্যাণেই করেছি।

যাদবী। সতীনির্য্যাতন?

শিশুপাল। জগতের নারীজাতিকে জাগিয়ে দিয়েছি—সতীত্ব-পূজার মহামন্ত্রে তাদের মন্ত্রিত ক'রে দিয়েছি, সেই সতী সাধ্বী ব্রাহ্মণপত্নীর আদর্শে ভারতের নারীজাতি সতীত্বের গরিমায় স্নাত হোক্—প্রভূত প্রলোভনের বলিদান দিয়ে তারা পবিত্রতার জ্যোৎস্না-আলোকে এসে দাঁড়াক্!

যাদবী। প্রজানিগ্রহ?

শিশুপাল। নিগ্রহ নয় জাগরণ। তারা শুধু আজীবন আলস্যের দাস হ'য়ে আত্মবিক্রয় করবে, তাই তাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে আমার এই প্রজানিগ্রহ। তারা দেশ

চিনুক্—মা ভগ্নী চিনুক্—নিজেকে মানুষ ব'লে চিনুক্; তারা যেন আত্মবিক্রয় ক'রে চিরজন্মটা একজনের পদানত হ'য়ে না থাকে।

যাদবী। কৃষ্ণবিদ্বেষ ?

শিশুপাল। ভগবানের পরীক্ষা। কাচের জ্যোতিঃ আছে আর হিরকখণ্ডেরও জ্যোতিঃ আছে, কিন্তু সেই জ্যোতির পরীক্ষা করতে যাচাই করা কি প্রয়োজন নয় মা ? মহান্ যাত্রার শুভ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত; আমাকে সাজিয়ে দাও মা! "কীর্ত্তি যস্য সঃ জীবতিঃ" পুণ্য বাণীর প্রতিষ্ঠাকল্পে পুত্রের এই অভিনব অভিযান।

[যাদবী শিশুপালকে রাজবেশে সাজাইল, গলে পুষ্পমাল্য, কপালে চন্দন দিয়া দিল।]

শিশুপাল। [দর্পণে মুখ দেখিতে দেখিতে] বাঃ, সুন্দর সাজিয়ে দিয়েছ মা! এইবার বিদায় দাও মা!

যাদবী। শিশু—! [চক্ষে জল দেখা দিল।]

শিশুপাল। কাঁদ্ছো ? কেঁদো না—চোখের জলে পুত্রের শুভ যাত্রার পথ সিক্ত ক'রে তুলো না মা! বিদায় দাও—

যাদবী। তবে এসো পুত্র অমর হ'য়ে—

শিশুপাল। [বাধা দিয়া] দূরের পথে দাঁড়িয়ে যেন অমর হই মা!

যাদবী। পুত্র!

শিশুপাল। দেখা হবে ঊর্দ্ধে। [প্রস্থান।

যাবদী। পুত্র—পুত্র!

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

গীতকণ্ঠে হস্তিনাবাসী বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গীত।

আমাদের পুণ্য এ দেশ ভারতবর্ষ স্বর্গ-সুধায় মাখা
এর শস্য-শ্যামল অমল বুকে কত কীর্ত্তি কলাপ আঁকা॥
আয় না রে ভাই প্রণাম করি,
সোহাগ-সুখে বাহু ধরি,
যেন এই ধর্ম্মরাজের পুণ্য দেশে, যজ্ঞ শেষে
পাই যেন ভাই যজ্ঞেশ্বরের দেখা॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নদীতীরস্থ শ্মশান।

উন্মাদ দেবদত্তের প্রবেশ।

দেবদত্ত। করুণা! করুণা! ওই! ওই আমার প্রেয়সী! এসো—এসো! ফিরে এসো অভাগিনী! না—না, আর এসো না; বড় দুঃখ পেয়ে গেছ! ফুটেছিলে দীনের কুটীরে, ওঃ—কিন্তু—

যাক্—যাক্, আর তোমায় ডাক্‌বো না; তুমি ওই দূরের পথে দাঁড়িয়ে শুধু দেখ সতী, তোমার বিরহে আমি কি হয়েছি। উঃ—ভগবান!

গীতকণ্ঠে শান্তিরামের প্রবেশ।

শান্তিরাম।—

গীত।

আমি কত কেঁদে ফিরি, নাহি সাড়া পাই,
কোথা গেল আমার মা গো?
নয়নের জলে বুক ভেসে যায়, তবু তার দেখা নাহি গো॥
কি ঘুমে ঘুমালি কোথা চ'লে গেলি,
আয় মা ফিরিয়া হইয়া ব্যাকুলি,
আমি কোলে উঠে তোর হইয়া বিভোর,
'মা' 'মা' ব'লে ব্যথা ভুলি গো॥

দেবদত্ত। কে—কে তুই মাতৃহীন শিশু এই পচা দুর্গন্ধ শ্মশানের বুকে? উঃ, তোর তো খুব সাহস! একলাটী এখানে আস্‌তে ভয় হ'লো না? কোথা তোর মা?

শান্তিময়।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ওগো মা যে মোর হেথা এসেছিল, আর না ফিরিয়া গেল,
তাই আমি তার সন্ধানে একলাটী হেথা এসেছি গো॥

দেবদত্ত। পরিচিত কণ্ঠস্বর! কে—কে তুই? দেখি, আয়—কাছে আয়! অন্ধকারে তোকে যে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে। কে—কে তুই?

শান্তিরাম। বাবা! বাবা! [নিকটবর্ত্তী হইল।]

দেবদত্ত। কে—শান্তি? হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুই—তুই? কেন—কেন? পালা—পালা! ওই দেখ্, ভূত-প্রেতগুলো কেমন তাণ্ডব নৃত্য করছে! শৃগালের বিকট ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিস্? পালা—পালা!

শান্তিরাম। বাবা! বাবা! মাকে যে আমার খুঁজতে এসেছি। বল, মা কোথায়?

দেবদত্ত। ওরে অবোধ শিশু! সে আর নেই—নেই, চ'লে গেছে, আর আস্‌বে না; শতবর্ষ ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদলেও সে আর ফিরে আস্‌বে না। ওঃ—শিশুপাল! কি করলে রাক্ষস!

শান্তিরাম। মাকে আমার কবে দেখ্‌তে পাবো বাবা?

দেবদত্ত। ভগবান! তোমার আকাশে কি বজ্র নেই? পৃথিবী! তোমার এই পাষাণ বুকে অনলস্রাব নেই? ওরে—ওরে শান্তি! আর যে এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না! করুণা! করুণা! শান্তিকে তোমার ডেকে নাও, আমিও তোমার কাছে যাচ্ছি। আমার আর কিছু নেই—আমি আজ বিশ্বের মন্দিরে দেউলে সেজেছি। শান্তি! শান্তি! যাবি? যাবি বাপ্ তোর মায়ের কাছে?

শান্তিরাম। যাবো।

দেবদত্ত। আয়—আয়! ওই নদীর বুকের ভিতর তোর মা আছে; চল্—চল্, তোতে আমাতে ওই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি গে চল্! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[শান্তিকে বক্ষে করতঃ প্রস্থান।

ত্রস্ত মাধব ও সত্যরামের প্রবেশ।

মাধব। ওই—ওই বুঝি জলে ঝাঁপিয়ে পড়্লো! যাও—যাও সত্যরাম, শীঘ্র যাও! শীঘ্র ওদের উদ্ধার কর—বাঁচাও!

[সত্যরামের দ্রুত প্রস্থান।

মাধব। হায়—হায়, কি কর্‌লে দেবদত্ত! পুত্রটাকেও রেখে গেলে না, পৃথিবীর বুক হ'তে তোমার চিহ্ন মুছে ফেল্‌লে! দয়াময়! এ কি তোমার লীলা!

দ্রুত সত্যরামের পুনঃ প্রবেশ।

সত্যরাম। গুরু! গুরু! সব শেষ! স্রোতস্বিনীর উত্তাল তরঙ্গে তলিয়ে গেল সংসারের দু'টী ফুটন্ত কুসুম।

মাধব। ওঃ, ভগবান! তোমার পুণ্য রাজ্যে এত অবিচার! তুমি না দীনবন্ধু? দাঁড়াও—দাঁড়াও যজ্ঞেশ্বর! দেখ—দেখ তুমি, দূর হ'তে এই দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণ তোমার সৃষ্টির বুকে প্রলয়-ঝটিকা তুল্‌তে পারে কি না! এই যজ্ঞোপবীত ধ'রে বল্‌ছি, যদি আমার গায়ত্রী সন্ধ্যা সত্য হয়, যদি আমার জন্ম হয় সেই কপিল অগস্ত্যের শোণিত-প্রবাহে, তা হ'লে—তা হ'লে—[কম্পন]

সত্যরাম। গুরু! গুরু! ক্ষান্ত হও; আর ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে সর্ব্বংসহা বসুমতীর বুকে আর্ত্তনাদ জাগিয়ে তুলো না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষান্ত হও হে ব্রাহ্মণ জগৎবন্দিত!
কর্ম্মসূত্রে গঠিত এ অসীম ধরণী।

ওগো দ্বিজমণি!
রুদ্ধ কর ক্রোধের অনল।
অমর কে আছে হেথা?
আসা যাওয়া এ বিশ্বের
চিরন্তন প্রথা; দেবদত্ত আজি
পুত্র সহ বৈকুণ্ঠের পথে।
নিয়তির আবাহন—
সাঙ্গ তার জীবনের খেলা।
দাও মোর শিরে অভিশাপ ঢেলে,
নীরবে লইব তাহা।
বুকেতে সহেছি ব্রাহ্মণের
বজ্র-পদাঘাত—আজও সহিব।
দাও—দাও দ্বিজ,
কি দিবে আমারে আজ!
অসাধ্য আমার দাঁড়াইতে
মরণের মহা শক্তিপথে।

[নতজানু]

মাধব। কে—কে—অনাথবান্ধব?
এসেছ—এসেছ? এ কি!
কোথা গেল প্রলয়ের ঝড়?
শান্তি! শান্তি!
শান্তিময় হেরি চারিদিক!

ওই—ওই যে রে দেবদত্ত
পুত্র পত্নী সহ অনন্ত আলোকমাঝে !
আর কেন শিষ্য !
নিয়ে চল শঙ্খরোলে
দীনের কুটীরমাঝে
দীনবন্ধু দীননাথে ভক্তির ধারায়
দূর হোক্ শোক তাপ অশান্তি-অনল,
জীর্ণ গৃহ হোক মোর বৈকুণ্ঠ-আবাস।

[শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ—যজ্ঞসভা।

[একদিকে কৌরবপক্ষ, অন্যদিকে পাণ্ডবপক্ষ ও বিভিন্ন রাজন্যবর্গ উপস্থিত, সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে ভীম ও অর্জ্জুন যথারীতি অভ্যর্থনা করিতেছিলেন, যথা-সময়ে শিশুপাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।]

ভীষ্ম। নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ সকলেই উপস্থিত ?

যুধিষ্ঠির। হাঁ পিতামহ ! বাকী মাত্র যজ্ঞেশ্বর।

[নেপথ্যে পাঞ্চজন্য নিনাদিত হইল, শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন, ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করতঃ সিংহাসনে বসাইলেন, ইহাতে শিশুপাল ও শ্রীকৃষ্ণদ্বেষীগণ বিরক্ত হইলেন।]

যুধিষ্ঠির। সকলেই উপস্থিত পিতামহ! এখন কোন্ উপযুক্ত ব্যক্তিকে অর্ঘ্যদান ক'রে রাজসূয়-যজ্ঞ পূর্ণ করি, আপনি নির্দ্দেশ ক'রে দিন পিতামহ!

ভীষ্ম। আচার্য্য, সাত্বিক, সম্বন্ধী, স্নাতক, নৃপতি ও প্রিয় ব্যক্তি, এই ছয় জন অর্ঘ্য পাবার উপযুক্ত পাত্র।

যুধিষ্ঠির। তা হ'লে কাকে অর্ঘ্য প্রদান করি?

ভীষ্ম। জ্যোতিষ্ক সমুদয়ের মধ্যে যেমন সূর্য্যের প্রভা তেজোময়ী, সেই রকম তেজোবলসম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অর্ঘ্য পাবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। তুমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই অর্ঘ্য প্রদান কর যুধিষ্ঠির!

[যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান, নেপথ্যে শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল; কৃষ্ণভক্তগণ "ভক্তাধীন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয়!" বলিয়া উঠিলেন।]

শিশুপাল। [সক্রোধে] কি? হীনমতি
গোপসুতে অর্ঘ্যদান? নহে কৃষ্ণ
সাত্বিক নৃপতি অথবা আচার্য্য;
হীনমতি তুচ্ছ গোপের নন্দন।
বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে ভীষ্মের;

এত সব রহিতে হেথায়,
নীচ শূদ্রে অর্ঘ্যদান ?
ঘৃণা ! ঘৃণা ! ইচ্ছা হয়
ত্যজি এই নীচের সংসর্গ।

[কৃষ্ণদ্বেষিগণের উচ্চ হাস্য ও করতালি, কৃষ্ণভক্তগণের ক্রোধের উন্মেষ।]

ভীষ্ম। হে মদগর্ব্বী শিশুপাল !
অন্ধ তুমি, চেন নাই
কেবা কৃষ্ণ এ মর জগতে ?
দান দাক্ষ্য শ্রুত শৌর্য্য
লজ্জা কীর্ত্তি বুদ্ধি বা বিনয়,
সবই যে বর্ত্তমান শ্রীকৃষ্ণশরীরে।
সৃষ্টি স্থিতি লয় অনাদি অনন্ত কৃষ্ণ
পুরুষ প্রধান—চরাচর ব্রাহ্মণসেবিত।

শিশুপাল। স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও
পর-অন্নভোজী স্থবির বাতুল !

[পাণ্ডবপক্ষ ও কৌরবগণ পরস্পর অস্ত্র তুলিলে ভীষ্ম তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন।]

যুধিষ্ঠির। শুভ কার্য্যে এ কি বিঘ্ন পিতামহ ?

ভীষ্ম। এইবার দর্পচূর্ণ হইবে দর্পীর।
শিশুপাল ! নাহি কি জ্ঞানের আঁখি,
কেবা এই শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে ?

শিশুপাল　কৃষ্ণ দাস—কৃষ্ণ দাস,
সেই হেতু মগধ-ঈশ্বর
জরাসন্ধ কৃষ্ণ সহ করে নাই রণ।
যদিও অজ্ঞান জন কহে কৃষ্ণে
ক্ষত্রিয়নন্দন, কিন্তু হইল পালিত
ভারবাহী গোপের আলয়ে—
নীচ অন্নে পুষ্ট তার দেহ।
অন্ন পাপ মহাপাপ,
সেই পাপে গেছে ওর ক্ষত্রিয়-গৌরব।
ধিক্—শত ধিক্ কৃষ্ণভক্তগণে!
দেখ—দেখ সবে ভাল ক'রে
কৃষ্ণের স্কন্ধেতে আছে কি না
দুগ্ধভার বহনের দাগ!

ভীষ্ম।　সাবধান শিশুপাল!

শিশুপাল।　স্তব্ধ হও ক্লীব বৃদ্ধ কৌরবের দাস!
হীন নীচ গোপাধমে অর্ঘ্যদান?
[শ্রীকৃষ্ণের প্রতি] রে মূর্খ কৃষ্ণ!
বানরের গলে গজমতি
কিবা শোভা করিবে বর্দ্ধন?
ত্যজ রত্নাসন—ফেল অর্ঘ্যভার,
কেন সভাস্থলে? পঙ্গু হ'য়ে
উল্লঙ্ঘিতে সাধ সুমেরুশিখর?

যাও মাঠে ধেনু সহ
করে ধ'রে পাঁচনী তোমার,
চরাও সেথায় ধেনু মনের আনন্দে ;
কেন সভামাঝে ?
নহে ইহা গোচরপ্রান্তর !

শ্রীকৃষ্ণ। রে শিশুপাল !
শত অপরাধ তব করেছি মার্জ্জনা—
মাত্র তব মাতৃ-অনুরোধে।
আর না—আর না !
চাহ যদি আপন মঙ্গল,
ত্যজ সভাস্থল নীরব ভাষায়।

শিশুপাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! দূর হও—দূর হও
পরভৃৎ ব্যভিচারী গোপের নন্দন !
সভামাঝে কেন রে বর্ব্বর তুই ?
না টলিবে শিশুপাল তোর ক্রোধানলে।
ধর তোর সুদর্শন,
আশা মোর হোক্ সম্পূরণ !

[গদা উত্তোলন]

শ্রীকৃষ্ণ আয় তোর পূর্ণ করি অভিলাষ।
দর্প গর্ব্ব চূর্ণ করি
ফুটুক্ ধরার বক্ষে "দর্পহারী" নাম।

ভীষ্ম মহাপ্রলয় ! মহাপ্রলয় !

শিশুপাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! ফেরু—ফেরু !
ফেরু সহ রণ ! বধ—বধ সবে
হীনমতি গোপের নন্দনে।

শ্রীকৃষ্ণ। চক্র ! চক্র !
কোথা তুমি আর্ত্তত্রাণ সুদর্শন !
ধ্বংস কর—ধ্বংস কর দানব দুর্ব্বারে।

[ভীষণ শব্দে মহাচক্রের আবির্ভাব ও শিশুপালের
দিকে ধাবিত হইল।]

শিশুপাল। [সভয়ে] ওঃ—ওঃ !
প্রচণ্ড অনল ! উল্কাপিণ্ড !
গেল—গেল শিশুপাল !
পূর্ণ—পূর্ণ আজি মুক্তিস্নান মোর।

[পলায়ন ও মহাচক্রের পশ্চাদ্ধাবন

ভীষ্ম। ওই—ওই ছিন্নশির শিশুপাল !
জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয় !
জয় দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় !

সকলে। জয় **দর্পহারী** শ্রীকৃষ্ণের জয় !

[শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।]

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক

শ্রীকানাইলাল শীল প্রণীত

নিয়তি

রয়েল বীণাপাণিতে অভিনীত—১৸৹

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

শিবশক্তি

আর্য্য অপেরায় অভিনীত—১৸৹

শ্রীশশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

শক্তিপূজা

সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত—১৸৹

শ্রীসুধীরকুমার মৈত্র প্রণীত

তৃতীয়াবতার

শিবদুর্গা অপেরায় অভিনীত—১৸৹

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

নবরাত্রি

গণেশ অপেরায় অভিনীত—১৸৹

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম, এ, প্রণীত

স্বর্ণলঙ্কা

বাণী নাট্যসমাজে অভিনীত—১৸৹

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কবিরঞ্জন প্রণীত

নবশক্তি

ক্যালকাটা অপেরায় অভিনীত ১৸৹

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পণমুক্তি

সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত—১৸৹

ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত

ধনুর্যজ্ঞ

গণেশ অপেরায় অভিনীত—১৸৹

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

নারায়ণ

শ্রীদুর্গা অপেরায় অভিনীত—১৸৹

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

কুশধ্বজ

ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত—১৸৹

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

চন্দ্রধ্বজ

ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত—১৸৹

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

মহালক্ষ্মী

আর্য্য অপেরায় অভিনীত—১৸৹

শ্রীপঙ্কজভূষণ কবিরত্ন প্রণীত

তিলোত্তমা

ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত—১৸৹

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

শতাশ্বমেধ

শশী হাজরার দলে অভিনীত—১৸৹

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

দক্ষিণা বা একলব্য

বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত—১৸৹